সর্ব্বহারা বিপ্লব

ও

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

(সুধী প্রধান কর্ত্তৃক অনূদিত)

নিকোলাই লেনিন

মূল্য পাঁচসিকা

প্রকাশক
শ্রীপ্রফুল্ল রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
৭বি ঘুগীপাড়া বাই লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—মার্চ্চ ১৯৪১

প্রিণ্টার—শ্রীযামিনী মোহন ঘোষ
পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৪৭, মধু রায় লেন, কলিকাতা।

সিধু, বুড়ো ও শান্তিকে—

—সুধী—

মুখবন্ধ

লেনিনের গ্রন্থাবলীর বাংলা অনুবাদ যত হয় ততই আনন্দের কথা। বিশেষ করে কাউট্‌স্কি সম্বন্ধে লেনিনের এই পুস্তিকার অনুবাদের খুবই প্রয়োজন রয়েছে।

কাউট্‌স্কি সম্প্রতি অতিবৃদ্ধ বয়সে মারা গেছেন। বহুকাল ধরে তিনি মার্ক্‌স্‌বেত্তাদের শিরোমণি বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় এই বিরাট পণ্ডিতের পদস্খলন ঘট্‌ল। যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করলেন, নিজের দেশের পুঁজিদারদের স্বার্থ যে সাম্যবাদী আন্দোলনের পরম হানিকর তা বুঝতে চাইলেন না।

লেনিন কখনও বিপথগামীকে ক্ষমা করার মত নির্ব্বোধ ঔদার্য্য দেখাতে রাজী ছিলেন না। তাই কাউট্‌স্কির বিরুদ্ধে নির্দ্দয়ভাবে প্রচার চালাতে তিনি কুন্ঠিত হন্‌ নি। সোভিয়েট বিপ্লবের কদর্থ করে কাউট্‌স্কি যখন বলতে আরম্ভ করলেন যে ধীরে সুস্থে ঘষে' মেজে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সাম্যবাদে পরিণত করা

যায়, তখন লেনিন আর তাঁর ধৃষ্টতাকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। মার্ক্স্ এঙ্গেলসের লেখার অপব্যাখ্যা করে, এমন কি অনেক কথা চেপে গিয়ে, কাউট্স্কি যখন প্রচার করলেন যে প্রলেটেরিয়ন একাধিপত্য হচ্ছে গণতন্ত্রের বিরোধী আর পার্লামেণ্টের পাকা রাস্তা দিয়ে সাম্যবাদের রাজ্যে পৌঁছানো হচ্ছে কাম্য এবং সম্ভব, তখন লেনিন চুপ করে থাকতে পারলেন না। কাউট্স্কির চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন যে মার্ক্স্ এঙ্গেল্সের শিক্ষা অনুসারে প্রলেটেরিয়ন একাধিপত্য বিনা সাম্যবাদে পৌঁছানো যেতে পারে না, আর এ শিক্ষার ভিত্তি কাউট্স্কির মত পাণ্ডিত্যাভিমান নয়, ভিত্তি হচ্ছে ইতিহাসের অবিসম্বাদী সাক্ষ্য। রাষ্ট্রশক্তি প্রলেটেরিয়ট কর্তৃক অধিকৃত না হলে তাকে সাম্যবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। পার্লামেণ্টের মধ্যস্থতায় সংস্কার সাধন করতে করতে হঠাৎ একদিন সাম্যবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া হচ্ছে অলীক স্বপ্ন মাত্র আর সে স্বপ্নবিলাস পুঁজিদারদেরই সাহায্যে লাগ্বে। আত্মশক্তি বলে প্রলেটেরিয়ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিনাশ করবে, প্রলেটেরিয়ন একাধিপত্য বুর্জোয়া চক্রান্ত ভেঙে দেবে—সাম্যবাদের রাস্তা হচ্ছে এই।

ধনিকদের অনুচরবৃত্তি একদল তথাকথিত সোশালিষ্ট করে এসেছেন ও করছেন। কাউট্স্কি তাঁদের মধ্যে শিরোমণি। লেনিন তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন।

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪০ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সর্ব্বহারা বিপ্লব
ও
দলত্যাগী কাউট্স্কি
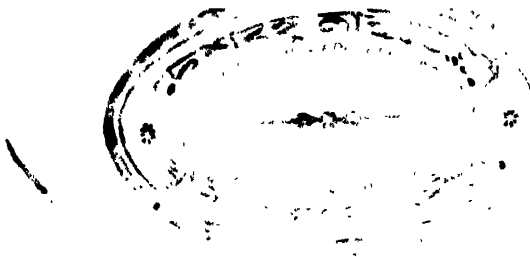
কি ভাবে কাউট্স্কি মার্ক্সকে একজন সাধারণ উদারনৈতিকরূপে দেখিয়েছেন—

সর্ব্বহারার এক-নায়কত্ব হ'ল সর্ব্বহারা বিপ্লবের মূল কথা--আর সেই কথাই কাউট্স্কির পুস্তিকায় আদি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে সর্ব্বদেশে, বিশেষ করে উন্নত ও যুদ্ধরত দেশগুলিতে এই সমস্যাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই অত্যুক্তির আশঙ্কা না করেও বলা যায় যে সমগ্র শ্রেণী-সংগ্রামে সর্ব্বহারা শ্রেণীর পক্ষে এটা সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী। কাউট্স্কি প্রশ্নটাকে এই ভাবে খাড়া করেছেন:

"সোশ্যালিষ্ট মতাবলম্বী দল দু'টীর—বলশেভিক ও যারা বলশেভিক নয়—তাদের মতানৈক্যের আসল কারণ হ'ল দুটী সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী কার্য্যপদ্ধতি—অর্থাৎ কার্য্যপদ্ধতি গণতন্ত্র-ধর্ম্মী হবে, না ডিক্টেটারী বা একনায়ক পরিচালিত হবে—এই নিয়ে।"

প্রসঙ্গক্রমে এ-কথাটা লক্ষ্য করতে হবে যে রাশিয়ার সমাজ-বিপ্লবী ও মেনশেভিকদেরই কাউট্‌স্কি অ-বলশেভিক পর্য্যায়ভুক্ত সমাজতন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। সর্ব্বহারা ও বুর্জ্জোয়াদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ওরা **কোন স্থান** অধিকার করেছে—সে হিসাবটুকু নেবার তাগিদ কাউট্‌স্কি বোধ করেন নি—শুধু পদবী দেখেই খুসী হয়ে গেছেন। মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের কী চমৎকার দৃষ্টান্ত! পরে এমনি অপূর্ব্ব বস্তুর দর্শন লাভ আরো ঘটবে।

কাউট্‌স্কির বিরাট আবিষ্কার—'গণতান্ত্রিক ও ডিক্টেটারী কর্ম্মপন্থার মূলগত বিরোধ' নামধেয় আদি সমস্যা নিয়েই বর্ত্তমানে আমরা আলোচনা স্বরু করব। সমস্যাটার চরম বিচার্য্য ও কাউট্‌স্কির পুস্তিকার সারাংশ হ'ল ঐ। আর নীতির দিক থেকে কাউট্‌স্কি যে মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছেন,—মার্ক্সবাদকে যেরূপে

একেবারেই ত্যাগ করেছেন তাতে তিনি বার্ণষ্টেনকেও অনেক পিছনে ফেলে গেছেন।

বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্ব্বহারা গণতন্ত্র ও সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের যে পার্থক্য রয়েছে—সর্ব্বহারা একনায়কত্বের প্রশ্ন যে তারই উপর দাঁড়াবে এ কথাটা যে কেউ দিনদুপুরের মত স্পষ্ট দেখতে পান বলে মনে হয়। কিন্তু পুরানো ইতিহাসের কেতাবে জমা ধূলোর মত নিরস স্কুল মাষ্টার কাউট্স্কি অবিচলিত ভাবে বিংশ শতাব্দীর দিকে ঠেস দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে আছেন আর কয়েকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে একশো বার বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও মধ্যযুগীয় অবস্থার সম্পর্কে একঘেয়ে জাবর কেটে চলেছেন। এটা যেন ঠিক ঘুমের মধ্যে কম্বল কামড়ানো!

বিষয়-বস্তুর যোগ্যতা নির্ণয় করার শক্তির কত অভাব! গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা (১১ পৃষ্ঠা) প্রচার করে এমন লোকও যে আছে ইত্যাদি প্রতিপন্ন করতে কাউটস্কি যে চেষ্টা করেছেন তা দেখে কেউ হাসি চেপে রাখতে পারে না। কাউট্স্কি যা তা সব নির্ব্বোধ-উক্তি দিয়ে বিচার্য্য-বিষয়টা চটকদার ও বিকৃত করে তুলতে চেয়েছেন; কারণ তার প্রকাশভঙ্গী উদারনৈতিকদেরই

মত। বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের কথা না বলে, বলেছেন সাধারণ গণতন্ত্রের কথা; এমন কি তিনি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী-সুলভ শব্দ প্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত হয়েছেন এবং তার পরিবর্ত্তে সমাজ-তান্ত্রিক অবস্থার পূর্ব্বেকার গণতন্ত্রের কথা বলতে চেষ্টা করেছেন (Pre-socialist Democracy)। এই ফাঁপা অসার ব্যক্তিটী মাত্র তেষট্টি পৃষ্ঠার মধ্যে কুড়িটী পৃষ্ঠাই এরূপ নির্ব্বোধ উক্তিতে পূর্ণ করে তুলেছেন; বুর্জ্জোয়াদের কাছে অবশ্য এটা খুবই উপাদেয় হবে কারণ এর দ্বারা বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের গুণগান ও সর্ব্বহারা বিপ্লবের সমস্যাকে হেঁয়ালী পূর্ণ করা হয়েছে।

এ সত্ত্বেও কাউট্‌স্কির পুস্তিকার নাম সর্ব্বহারার একাধিপত্য। এইটাই যে মার্ক্সবাদের সারকথা তা সবাই জানেন; এই প্রশ্ন নিয়ে বহুক্ষণ ধরে আলোচনা করার পর কাউট্‌স্কি বাধ্য হয়ে "সর্ব্বহারার একাধিপত্য" সম্পর্কে মার্ক্সের গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করেন। তাও আবার তিনি একজন "মার্ক্সপন্থী" হয়ে যে ভাবে উদ্ধৃত করেছেন, তা একেবারেই বিদ্রূপাত্মক। শুনুন ঃ— "এই মত" (যাকে কাউট্‌স্কি "গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা" বলে কৌলিন্য প্রদান করেছেন) "মার্ক্সের একটী মাত্র

কথার উপর নির্ভর করে আছে।" কুড়ি পৃষ্ঠায় কাউট্স্কি যা বলেছেন আক্ষরিক তা এই গিয়ে দাঁড়ায়। ষাট পৃষ্ঠায় এই একই জিনিষের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে, তবে আরও সূক্ষ্মরূপে সেখানে তিনি এই মর্ম্মে লিখেছেন—"১৮৭৫ সালে মার্ক্স এক পত্রে সর্ব্বহারার একাধিপত্য বলে কথাটা একবার মাত্র ব্যবহার করেছিলেন, "বলশেভিকরা" সুবিধামত এই "উড়ো কথাটা" মনে করে রেখে দিয়েছিল।" এই হ'ল মার্ক্সের "উড়ো কথা" :

> ধনতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টাতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের একটা কাল ব্যবধান আছে। এর সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নৈতিক পরিবর্ত্তনের বিশিষ্ট একটা স্তর আছে। এ সময়ে রাষ্ট্রে **সর্ব্বহারাদের বৈপ্লবিক একাধিপত্য** ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।*

প্রথমতঃ মার্ক্সের যে সুবিখ্যাত লেখার অংশ-বিশেষটীতে তাঁর সমস্ত বৈপ্লবিক মতের সারাংশ দেওয়া হয়েছে তাকে "একটী মাত্র শব্দ" এমন কি 'উড়ো-কথা' বলা মার্ক্সবাদকে হাস্যাস্পদ করা ছাড়া আর কি? এ হচ্ছে মার্ক্সবাদকে সম্পূর্ণ পরিহার করে চলা। এ কথা

---

* গোথা কার্য্য সূচীর সমালোচনা—মার্ক্স।

ভুল্‌লে, চলবে না মার্ক্সের লেখা কাউট্‌স্কির প্রায় কণ্ঠস্থ, তিনি যা লিখেছেন সে সব বিচার করলে মনে হয়, তাঁর মস্তিষ্কের সবকটি 'পায়রার খোপে' মার্ক্সের যখন যা লেখা হয়েছে তা এমন সযত্নে সাজানো আছে যে দরকার হওয়া মাত্র তা তিনি উদ্ধৃত করতে পারেন। প্যারীকমিউনের পূর্ব্বে ও পরে মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স্ উভয়ে তাঁদের পত্রাদিতে ও প্রকাশিত পুস্তকাদিতে বার বার সর্ব্বহারার একাধিপত্যের কথা বলেছেন, এ কথা কাউট্‌স্কির পক্ষে **না জানা অসম্ভব**। 'সর্ব্বহারার একাধিপত্য' যে সর্ব্বহারাদের কাছে বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্র যন্ত্রকে "গুড়িয়ে দেবার" পক্ষে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বাস্তব সত্য ও বৈজ্ঞানিক ভাবে একেবারে নির্ভুল তাও কাউট্‌স্কির পক্ষে না জানা অসম্ভব। ১৮৫২-১৮৯১* সাল পর্য্যন্ত এই চল্লিশ বৎসর কাল, বিশেষ করে ১৮৪৮ সাল ও ১৮৭১ সালের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে গিয়ে মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স্ এ কথা বার বার বলেছেন।

এরূপ "পণ্ডিত" মার্ক্সবাদীর পক্ষে মার্ক্সবাদের এরূপ

---

* এর পুরোপুরি আলোচনা লেনিনের "রাষ্ট্র ও আবর্ত্তন" (State and Revolution) নামক গ্রন্থে আছে।

অদ্ভুত বিকৃতির কি করে ব্যাখ্যা করা যায় ? এই অদ্ভুত ব্যাপারের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হ'লে বলতে হয় যে, এটা যেন ডায়েলেকটিকের পরিবর্ত্তে গোঁজামিল ও এড়ো-তর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে তর্কের বিষয়বস্তুকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি একজন পুরানো ওস্তাদ বিশেষ। বাস্তব রাজনীতির দিক দিয়ে বলতে হলে বলা যায়, এটা সুবিধাবাদীদের কাছে এবং শেষ পর্য্যন্ত বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর কাছে আনুগত্যের তুল্যার্থক। যুদ্ধ বেধে যাবার পর থেকে, কথায় মার্ক্সপন্থী আর কাজে বুর্জ্জোয়াদের পদলেহন এই আর্টে কাউট্‌স্কি বেশ দক্ষতা লাভ করে এখন তাতে দিগ্‌গজ হয়ে উঠেছেন।

যেভাবে কাউট্‌স্কি মার্ক্‌স্‌এর 'উড়ো-কথা' "সর্ব্বহারার একাধিপত্য" ব্যাখ্যা করেছেন তার নমুনা পরীক্ষা করলে এ বিষয়ে আরো সুনিশ্চিত হওয়া যাবে। শুনুন :—

> "দুর্ভাগ্যবশতঃ এই একাধিপত্যের কথা কি ভাবে তাঁর ধারণায় ছিলো তা তিনি সবিস্তারে বুঝাতে অসমর্থ হয়েছেন। [দলত্যাগীর 'এ' সম্পূর্ণ বানানো কথা। কারণ মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ বহুবার এর যথাযথ ইঙ্গিত দিয়েছেন, আর আমাদের পণ্ডিত মার্ক্সপন্থী ইচ্ছা করে তা উপেক্ষা

করে গেছেন।) শব্দগত অর্থে "একাধিপত্য" কথাটার মানে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ। আবার এর অর্থ এও হয়, আইনের তোয়াক্কাহীন একের অবিভক্ত শাসন— স্বৈরাচারের সাথে এই অটোক্রাসীর পার্থক্য হ'ল এই যে এটা স্থায়ী রাষ্ট্র রূপ পরিগ্রহ করবেনা কেবল ক্ষণস্থায়ী ও জরুরী উপায় বিশেষ হবে। কাজেই "সর্ব্বহারার একাধিপত্য" কথাটার মানে দাঁড়ায়, ব্যক্তিগত কোন লোকের একাধিপত্য নয়, পরন্তু একটা শ্রেণীর। বস্তুত এ সম্পর্কে 'একাধিপত্যের' ভাষাগত মানে মার্ক্সের মনে উদয় হবার সম্ভাবনা ছিল না।

এ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন সে "**শাসন-তন্ত্রের আকারের কথা নয়**—" পরন্তু একটা "**সাময়িক অবস্থা বিশেষের**" কথা। যখন যেখানেই সর্ব্বহারা রাজশক্তি অধিকার করেছে সেখানেই অপরিহার্য্যরূপে এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে— এবং তা হতেই হবে। তাঁর ধারণা ছিল, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এই অবস্থান্তর শান্ত ভাবে সংঘটিত হতে পারে, অর্থাৎ গণ-তান্ত্রিক পন্থায় ঘটতে পারে (২০ পৃষ্ঠা)। মার্ক্সের এ-কথাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোন প্রকার সরকারী যন্ত্রের কাঠামোর কথা ভাবেননি।"

আমি ইচ্ছা করেই এই প্রবন্ধাংশটার সবটাই উদ্ধৃত

করেছি। এ থেকে পাঠক স্পষ্টভাবে নীতিবাগীশ কাউট্স্কির বর্ণনা-ভঙ্গি দেখতে পাবেন।

"একাধিপত্য" ("ডিক্টেটরশিপ") কথাটার সংজ্ঞা দিয়ে স্বরু করার ভঙ্গীতে কাউট্স্কি প্রশ্নটার নিকটে যেতে চেয়েছেন।

বহুত আচ্ছা! যে কোন ভঙ্গিতে কোন একটা প্রবন্ধ আরম্ভ করার পবিত্র অধিকার সকলেরই আছে। তবে একটা প্রশ্নের আলোচনার স্বরুতে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সদভিপ্রায় আছে, না অসদভিপ্রায় আছে এটা অন্ততঃ বিচার করতেই হবে। এরূপ একটা প্রশ্ন গভীর ভাবে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই দরকার আলোচ্য "শব্দটার" একটা সংজ্ঞা নিজে থেকে দেওয়া, তারপর যথাযোগ্য ভাবে প্রশ্নটা উত্থাপন করা। কাউট্স্কি তা করেননি। তিনি লিখেছেন :

> "ভাষাগত ভাবে 'একাধিপত্য' কথাটার অর্থ হচ্ছে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ।"

প্রথমত :—এটা সংজ্ঞা নয়। কাউট্স্কির যদি 'একাধিপত্য' কথাটার সংজ্ঞা পরিহার করাই অভিপ্রায় ছিল, তা হলে তিনি এইরূপ একটা ভঙ্গীতে এ প্রশ্নের সূচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন কেন?

দ্বিতীয়ত :—এটা একেবারেই ভুল। একজন উদারনৈতিক অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ গণতন্ত্রের কথা বলে থাকেন ; পরন্তু একজন মার্ক্সপন্থী তখনই প্রশ্ন করতে কখনও ভুলবে না : কোন শ্রেণীর জন্য ? সবাই জানেন, এবং ইতিহাসজ্ঞ কাউট্স্কিরও তা অজ্ঞাত নয় যে পুরাকালের ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ ও প্রবল উত্তেজনার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে সেকালের অবস্থা **ক্রীতদাসদের মালিকদের** একাধিপত্যের পরিচায়ক। এই একাধিপত্য কি ক্রীতদাসদের মালিকদের নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন করেছিল ?" সবাই জানেন, তা করেনি।

"মার্ক্সপন্থী কাউট্স্কি একেবারে বাজে মিথ্যে বকেছেন, তার কারণ তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের কথা "ভুলে গেছেন"……।

কাউট্স্কির উদারনৈতিকতা ও অলীক উক্তি মার্ক্সীয় ও সত্যনিষ্ঠ বলে রূপান্তরিত করতে হলে বলতে হয় : একাধিপত্য মানে এই নয় যে, যে শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর উপর আধিপত্য করবে তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ হবে। এর যথার্থ অর্থ হ'ল এই যে, যে শ্রেণীর উপরেও বিরুদ্ধে একাধিপত্য করা হয়, সেই শ্রেণীর গণতন্ত্রের

বিলোপ সাধন। এই উক্তির সত্যতা যাই থাকুক না কেন, এটা একাধিপত্যের সংজ্ঞা নয়।

কাউট্স্কির পরের কথাটা পরখ করে দেখা যাক্ :—

"বস্তুতঃ, শব্দানুযায়ীও এর অর্থ আইনের তোয়াক্কাহীন একের অবিভক্ত শাসন।"

অন্ধ কুকুর-ছানা একবার এদিক শুঁকে দেখে, আবার ওদিক শুঁকে দেখে। এরূপ করতে করতে কাউট্স্কিও হঠাৎ **একটা** সত্য ধারণায় এসে হুঁচোট্ খেয়েছেন—(যথা—একাধিপত্য হ'ল সব আইনের বহির্ভূত শক্তি), তবু একাধিপত্যের একটা সংজ্ঞা দিতে তিনি অপারগ। অধিকন্তু তিনি একটা সহজ ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত করে দেখিয়েছেন। ব্যাকরণের দিক দিয়েও এটা নির্ভুল নয়। যে হেতু একাধিপত্যের ক্ষমতা পরিচালনা করতে হ'লে কতকগুলি লোক লাগে—তা কয়েকটি ধনী লোকই হোক বা শ্রেণীই হোক।

তারপর কাউট্স্কি একাধিপত্যের শাসন ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের পার্থক্য নির্দ্দেশ করে চলেছেন। যদিও তিনি যা বলেছেন তা স্পষ্টত ভ্রান্ত, তা হ'লেও আমরা আর তা নিয়ে আলোচনা ক'রবো না, কারণ

আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের পক্ষে এ সব একেবারেই অবান্তর। সবাই জানেন, কাউট্‌স্কির ঝোঁক বিংশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে এবং সেখান থেকে একেবারে সেকেলে যুগে ফিরে যেতে। আমি আশা করি জার্ম্মাণ সর্ব্বহারারা তাদের একাধিপত্য স্থাপনা করে তাঁর এই ঝোঁকের দাম দিতে তাঁকে কোন একটা সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষকের পদ দেবেন। স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা করে সর্ব্বহারার একাধিপত্যের সংজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়া—হয় নিছক মূর্খতা—নয়ত একটা কুৎসিত চালাকী।

আমরা দেখতে পাই, তার ফলে, একাধিপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে কাউট্‌স্কি এক রাশি নির্জ্জলা মিথ্যার আমদানী করেছেন বটে, কিন্তু একটীও সংজ্ঞা আমাদের দেননি। তিনি মনের অনেকগুলো বৃত্তির উপর নির্ভর না করে তাঁর স্মরণ শক্তির আশ্রয় নিলেই পারতেন; মার্ক্স একাধিপত্য সম্পর্ক যে সব কথা বলেছেন— তাঁর "মনের কুঠরী" গুলো থেকে কিছু বার করে নিলেই হ'তো। তা করলে হয়তো এই সংজ্ঞাটীতেই তিনি এসে পৌঁছাতেন, অথবা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তেন ঃ

দলত্যাগী কাউট্স্কি

"একাধিপত্য একটা এমন ক্ষমতা, যার বনিয়াদ হ'ল বলের উপর—আর আইন কানুনের বন্ধন-মুক্ত।"

সর্ব্বহারার বৈপ্লবিক একাধিপত্য এমন একটা ক্ষমতা যা বুর্জ্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারাদের বলপ্রয়োগে অর্জ্জিত ও রক্ষিত। এই ক্ষমতার উপর আইনের কোন বন্ধন নেই।

এই সরল সত্যটী, যে কোন শ্রেণীসচেতন কর্ম্মীর নিকট দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট। এই কর্ম্মীরা সমস্ত দেশের সোশিয়ো-ইম্পেরিয়ালিষ্টদের ন্যায়, স্বদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিওয়ালাদের দ্বারা উৎকোচ-প্রদত্ত উচ্চ স্তরের পাতি-বুর্জ্জোয়া বদমাইসের প্রতিনিধি নয়, পরন্তু জন-সাধারণের প্রতিনিধি। যারা শোষিত শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে অর্থাৎ প্রত্যেক মার্ক্সপন্থীর কাছে যে-সত্য এত সুস্পষ্ট সে সত্যকেই জোর করে আদায় করে নিতে হবে কাউট্স্কির মতো শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কাছে থেকে! এ ধরণের ঘটনা কি করে ব্যাখ্যা করা যায়? দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের নেতারা যে 'দাস-সুলভ' মনোবৃত্তি নিয়ে বুর্জ্জোয়াদের পদসেবায় ঘৃণ্য মোসাহেব হয়ে দাঁড়িয়েছে—কলঙ্কিত হয়েছে, তারই জন্য এ ঘটনা ঘটেছে।

প্রথমত, কাউট্স্কি চাতুরী অবলম্বন করে, বাজে কথায় প্রকাশ করেছেন যে, একনায়কত্ব শব্দটার আক্ষরিক অর্থে একটা মাত্র লোকের ডিরেক্টরশিপ বোঝায়; তারপর সেই কৌশলেই প্রকাশ করেছেন, শ্রেণী বিশেষের একনায়কত্ব প্রভৃতি মার্ক্সের কথাগুলোর অর্থ আক্ষরিক ভাবে নেওয়া উচিত নয়। (তাঁর ডিক্টেটরশিপ কথায় বৈপ্লবিক জবরদস্তির আভাষ পাওয়া যায় না, শুধু "বুর্জ্জোয়াদের অধীনে শান্তিপ্রদ উপায়ে অধিক সংখ্যক লোকদের বশ করে আনতে হবে" এই বোঝায়—তাও আবার দেখুন—গণতন্ত্রের অধীনে!)

শাসনের অবস্থা ও তার কাঠামোর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা' যে কেউ খুসীমত ধরতে পারে! ভারী চমৎকার এই পার্থক্য, ঠিক যেন কোন ব্যক্তির বোকামির 'অবস্থা' ও সেই বোকামির রূপ সম্পর্কে পার্থক্য দেখানো।

একাধিপত্যকে কর্ত্তৃত্বের অবস্থা (State af domination) (পরের ২১ পৃষ্ঠাতেই তিনি এই আক্ষরিক অর্থেই তা প্রয়োগ করেছেন।) বলে ব্যাখা করা *কাউট্স্কি প্রয়োজন বলে মনে করেন; সেখানে কিন্তু* বৈপ্লবিক জবরদস্তি, জবরদস্তি-মূলক বিপ্লব, এই কথার পাত্তাই নেই। কর্ত্তৃত্বের অবস্থা হ'ল এমন একটা অবস্থা

যেখানে অধিক সংখ্যক লোক 'গণতন্ত্রের' অধীনে রয়েছে। জোচ্চুরীর মেহেরবাণীতে বিপ্লব সহজেই উবে গেল।

এ চালাকী এত স্পষ্ট যে তাতে কাউট্স্কি রক্ষা পান না। 'একাধিপত্য' বল্লে বুঝতে হবে এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য এক শ্রেণীর বৈপ্লবিক জবরদস্তিমূলক রাষ্ট্র (কথাটা দলত্যাগীদের পক্ষে খুবই অপ্রীতিকর) ; এ কথা কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না। শাসন-তন্ত্রের রূপ ও অবস্থার মধ্যে যে অদ্ভুত পার্থক্য আবিষ্কার করা হয়েছে তা ধরা পড়ে যায় ; এই সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের কাঠামোর কথা টেনে আনা দ্বিগুণ ত্রিগুণ বোকামি ; কারণ রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র যে দুটো স্বতন্ত্র ধরণের জিনিষ, এ কথা শিশুও জানে, কিন্তু কাউট্স্কিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে এই দুরকমের শাসন-তন্ত্রের কাঠামোই, ধনতন্ত্রের আওতায় যে সকল সাময়িক পরিবর্ত্তন ঘটে তারই নামান্তর মাত্র—অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর একাধিপত্যের নানা রঙ-বেরং।

শেষত, শাসনতন্ত্রের আকার সম্পর্কে বলা কেবল বোকামিই নয়, মার্ক্সের লেখাকে অস্পষ্ট ভাবে ভুল বুঝান। *অথচ মার্ক্স অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে* ***রাষ্ট্রের*** *নানা* আকার বা ধারণার কথাই বলেছেন—শাসন-তন্ত্রের কাঠামোর কথা বলেন নি।

জবরদস্তি দ্বারা বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রতন্ত্র ধ্বংস করে তার স্থানে নূতন রাষ্ট্র (এঙ্গেলসের কথায় 'রাষ্ট্র বলতে যা বুঝায় ঠিক তা নয়') * প্রবর্ত্তন করা ছাড়া সর্ব্বহারা বিপ্লব সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু কাউট্স্কি এ কথাগুলি উড়িয়ে দেওয়া ও মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন—কারণ তাঁর দলত্যাগী অবস্থায় এর দরকার ছিল। দেখুন, এই উদ্দেশ্যে তিনি কি বিশ্রী ভাবে এড়িয়ে যাবার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ—

> "এই সম্পর্কে শাসনযন্ত্রের কোন রূপ যে মার্ক্সের ছিল না তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে তাঁর মতে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অবস্থান্তর শান্ত ভাবে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে ঘটতে পারে।

এই প্রশ্নের সঙ্গে শাসন যন্ত্রের রূপের কোন সম্পর্ক নেই কারণ এমন রাজতন্ত্রও আছে যা ঠিক হুবহু বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মত নয়। যেমন তাদের শাসন সামরিক প্রথায় হয় না, আবার এমন সাধারণতন্ত্র রয়েছে যা

---

* বেবেলের প্রতি এঙ্গেলসের চিঠি, মার্চ্চ ১৮২৮, ১৮৭০—গোথা কার্য্যসূচির সমালোচনা। মার্ক্স।

একেবারে হুবহু মিলে যাবে—অর্থাৎ সামরিক শাসন ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্র দুই সেখানে বর্ত্তমান। এই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তথ্যটা পৃথিবীর সবাই জানে তাই কাউট্স্কি এটাকে ভুল বোঝাতে সমর্থ হবেন না।

কাউট্স্কি যদি সৎ-উদ্দেশ্যে ও গভীর মনোযোগের সহিত তর্ক করতেন—তা হ'লে তিনি নিজেই প্রশ্ন করতেন ঃ—"বিপ্লবের কি কোন ঐতিহাসিক কানুন আছে যার কোন ব্যতিক্রম নেই ?" উত্তর মিলতো ঃ—"না, এরূপ কোন কানুন নেই।" এই সব নিয়ম কানুন কেবল সেইখানেই খাটে যেখানে হুবহু—যাকে মার্ক্স একবার বলেছিলেন "আদর্শ"—এই অর্থে যে মোটামুটি স্বাভাবিক ও পুরো ধনতন্ত্র আছে।

তারপর, গত শতাব্দীর ৭০ সালের দিকে এমন কিছু ব্যাপার ছিল কি যার ফলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার ব্যতিক্রম স্বরূপ হতে পারে ? ঐতিহাসিক সমস্যাগুলির ভিতর যারা বৈজ্ঞানিক মাল মসলা বেছে নিতে অভ্যস্ত তাদের পরিষ্কার মনে হবে যে এই প্রশ্ন অবশ্য জিজ্ঞাস্য। এই প্রশ্ন না করতে পারার অর্থ বিজ্ঞানকে বিকৃত করা—বাচালতায় নির্ভর করা। এবং এই প্রশ্ন উত্থাপিত

হলে—তার উত্তর সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সর্ব্বহারার বৈপ্লবিক একনায়কত্ব বুর্জ্জোয়ার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ; এবং এই বল প্রয়োগের প্রয়োজন বিশেষ করে সৃষ্টি হয়েছে সামরিক ও আমলাতন্ত্র মূলক শাসন ব্যবস্থা থাকার ফলে। এই ব্যাপারটী মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ বারবার বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। (বিশেষ করে ফরাসীর গৃহযুদ্ধ বইটাতে ও তার ভূমিকায়)। কিন্তু ঠিক এই প্রতিষ্ঠানগুলি (সামরিক শাসন ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্র) উনবিংশ শতাব্দীর ৭০ সালের দিকে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বর্ত্তমান না থাকায় মার্ক্স তাঁর পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য করেছিলেন (এখনকার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই অবস্থাগুলি বর্ত্তমান)। বিশ্বাসঘাতকতা ঢাকবার জন্য বস্তুতঃ প্রত্যেকটী ধাপে কাউট্স্কিকে অসৎ হতে হয়েছে। এবং দেখুন কেমন বোকার মত তিনি তাঁর চেরাখুর দেখিয়ে ফেলেছেন; তিনি লিখেছেন: "শান্তিপূর্ণ উপায়ে—অর্থাৎ গণ-তান্ত্রিক উপায়ে।" একনায়কত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কাউট্স্কি পাঠকবর্গের কাছে এই ধারণাটীর মূল লক্ষণ—অর্থাৎ বৈপ্লবিক বল প্রয়োগ কথাটী লুকিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখন সত্য ফাঁস হয়ে গেছে;

আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—হিংসাত্মক ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মধ্যে বিরোধ কি? সম্পূর্ণ প্রশ্নটাই হচ্ছে এই। যত কিছু এড়িয়ে যাওয়া, যত বাক্জাল ও চোরা বিকৃতি কাউট্স্কি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন—তা কেবল নিজেকে হিংসাত্মক বিপ্লব থেকে দূরে রাখতে, নিজে যে এই মত ত্যাগ করেছেন সেটা ঢেকে রাখতে ও উদারনৈতিক শ্রমিক রাজনীতিতে ভিড়ে যেতে—অর্থাৎ বুর্জ্জোয়া দলে ভিড়তে। এই হচ্ছে আসল কথা।

"ইতিহাস-বেত্তা" কাউট্স্কি এমন নির্লজ্জ ভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন যে একটা গোড়ার কথা ভুলে গেছেন। প্রাক্-একচেটিয়া ধনতন্ত্র যা উনবিংশ শতাব্দীর ৭০ সালের দিকে উন্নতির শিখরে উঠেছিল, তার মূল অর্থনৈতিক লক্ষণ বশতঃ (যা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অত্যন্ত লক্ষিত হত) তা' শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ—অর্থাৎ—একচেটিয়া ধনতন্ত্র, যা বিংশ শতাব্দীতেই কেবল চূড়ান্ত ভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে তার মূল অর্থনৈতিক লক্ষণ বশতঃ শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতি সবচেয়ে কম অনুরাগের জন্য ও সর্ব্বত্র প্রবলতম এবং বিশ্ব-বিস্তৃত সামরিক শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ।

কি পরিমাণে শান্তিপূর্ণ অথবা হিংসাত্মক বিপ্লব সম্ভব বা সূচিত হচ্ছে—এই আলোচনায় পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার লক্ষ্য না রাখার মানে—বুর্জ্জোয়াদের সাধারণ চাটুকারদের দলে নেমে যাওয়া।

দ্বিতীয় ফাঁকি ঃ—প্যারি 'কম্যুন' সর্ব্বহারাদের একনায়কত্বের অবস্থা, কিন্তু নির্ব্বাচন হয়েছিল **সাধারণ ভোটাধিকারের** দ্বারা, বুর্জ্জোয়ারাও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় নি,—অর্থাৎ 'কম্যুন' "গণতান্ত্রিক উপায়ে" নির্ব্বাচিত হয়েছিল। তাই কাউট্স্কি খুসী হয়ে বলেছেন ঃ—

> "মার্ক্সের কাছে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব এমন একটা অবস্থা যা স্বভাবতঃই পূর্ণ গণতন্ত্রে ঘটে থাকে—যদি সর্ব্বহারারা প্রচুর সংখ্যাধিক্যে থাকতে পায়।"

কাউট্স্কির এই যুক্তি এমনি মজার যে, এর কত বেশী উত্তর দিতে পারি তাই হিসাব কর্ত্তে যন্ত্রনায় পড়তে হয়। প্রথমত সকলেই জানে যে সেরা সেনানীদল,—বুর্জ্জোয়াদের উপরের স্তর—প্যারিস থেকে ভার্সাই পালিয়ে যায়। ভার্সাই-এ "সমাজ-তান্ত্রিক" লুই ব্ল্যাঙ্ক ছিল,—প্রসঙ্গক্রমে এই ব্যাপারটা (লুই ব্ল্যাঙ্ক

থাকার) প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্যারি 'কম্যুনে' সব দলের সমাজতান্ত্রিকরা যোগ দিয়েছিল—কাউট্স্কির এই নির্দ্ধারণটা ভুল। প্যারির অধিবাসীদের মধ্যে যে যুদ্ধমান দুটী দল হয়েছিল,—যার একটীতে সমগ্র সংগ্রামশীল ও রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় বুর্জ্জোয়ারা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল—তাদের "পূর্ণগণতন্ত্র" ও "সাধারণ ভোটাধিকারের" আখ্যা দেওয়া হাস্যকর নয় কি? *দ্বিতীয়তঃ ঠিক তেমনি ভাবে প্যারি 'কম্যুন'* ভার্সাইএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল যেমন ভাবে ফরাসী শ্রমিকসরকার বুর্জ্জোয়াসরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। যে ক্ষেত্রে প্যারি ফরাসীর ভাগ্য নির্দ্ধারণ করেছে—সে ক্ষেত্রে "পূর্ণগণতন্ত্র" "সাধারণ ভোটাধিকার" কথার কি মূল্য থাকতে পারে? যখন মার্ক্স মত দিয়েছিলেন যে, ব্যাঙ্ক, যা সমস্ত ফরাসীর সম্পত্তি তা দখল না করে প্যারি কম্যুন ভূল করেছে, (ফরাসীর গৃহযুদ্ধ দ্রষ্টব্য) তখন মার্ক্স কি "পূর্ণগণতন্ত্রের" মত ও পথ থেকে হিসাব স্থুরু করেছিলেন?

অবশ্য, কাউট্স্কি এমন দেশে বসে বই লিখেছেন যেখানে দল বেধে হাসা পুলিসের বারণ, নতুবা লোকের হাসির চোটেই কাউট্স্কি মারা যেতেন।

তৃতীয়তঃ কাউট্স্কি, যাঁর কাছে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ মুখস্থ, 'তাঁকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—"পূর্ণগণতন্ত্রের" দিক থেকে প্যারি কম্যুনের সম্পর্কে এঙ্গেলস্ যে মন্তব্য করেছিলেন ঃ—

> "এই সব ভদ্রলোকেরা (কর্ত্তৃত্ব বিরোধীরা) কখনও কি বিপ্লব দেখেছেন? বিপ্লব নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সব চেয়ে কর্ত্তৃত্বশালী জিনিষ। বিপ্লব এমন ক্রিয়া যাতে জন-সাধারণের এক অংশ তাদের ইচ্ছা অন্যাংশের ঘাড়ে চাপায় রাইফেল, বেওনেট্ ও কামান প্রভৃতি অত্যন্ত কর্ত্তৃত্বশালী যন্ত্রপাতি দ্বারা। এবং এই সব যন্ত্রপাতি প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে যে ভয়ের সঞ্চার করতে থাকে—তার দ্বারাই বিজয়ী দল তাদের শাসন কায়েম করতে স্বভাবতই বাধ্য হয়। যদি প্যারি কম্যুন স্বশস্ত্র জনগণের কর্ত্তৃত্ব বুর্জ্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করতো—তা হ'লে কি ২৪ ঘণ্টার বেশী বাঁচতে পারতো? তাই, কম্যুন তার এই কর্ত্তৃত্ব অত্যন্ত কম ব্যবহার করেছে বলে আমরা যদি তাকে নিন্দা করি তা হ'লে কি অনুচিত হবে?"

এখানে "পূর্ণগণতন্ত্রের" নমুনা পাচ্ছেন। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ সম্পর্কে পেটিবুর্জ্জোয়া "সোশ্যাল

ডেমক্রেটরা” (ফরাসী অর্থে, গত শতাব্দীর ৪র্থ দশকের সময়ানুযায়ী এবং ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় অর্থে) যদি “খাঁটি গণতন্ত্রের” কথা মাথায় আনতো—তা হ’লে এঙ্গেলস্ তাদের কিরূপ বিদ্রূপ করতেন ! কিন্তু যথেষ্ট। কাউট্‌স্কির যত সব বাজে বকুনী তুলে দেখান অসম্ভব—কারণ তার প্রত্যেকটী কথা বিশ্বাসঘাতকতার অতল গহ্বর। প্যারি কম্যুনকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং দেখিয়ে ছিলেন যে, এর কৃতিত্ব রয়েছে “চলিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে” ধ্বংস করে চুরমার করে দেওয়ার মধ্যে। এই সিদ্ধান্তটীকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ এত প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন যে “অপ্রচলিত” সাম্যবাদীর ইস্তাহারে ১৮৭২ সালে তাঁরা এইটাই **একমাত্র** সংশোধন হিসাবে গ্রথিত করেন। (১৮৭২ সালে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর যে জার্ম্মাণ সংস্করণ বার হয়—তার মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য) মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন যে, প্যারি কম্যুন সরকারী সৈন্যদল ও আমলাতন্ত্র ধ্বংস করেছিল, আইন সভার শাসন-পদ্ধতি উঠিয়ে দিয়েছিল, “পরগাছার ঝাড়রাষ্ট্র” প্রভৃতি ধ্বংস করেছিল, কিন্তু মহাবিচক্ষণ কাউট্‌স্কি মাথায় রাতের টুপি পরে, উদারনৈতিক

অধ্যাপকের দল হাজার বার যে "খাঁটিগণতন্ত্রের" কথা বলেন, তারই শ্লোক আওড়াচ্ছেন। ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে রোজা লাক্‌সেম্‌বার্গ যে বলেছিলেন—জার্ম্মাণ সমাজতন্ত্রীরা বর্ত্তমানে 'পচামড়া' সে কথা মোটেই অন্যায় নয়। (ঐ তারিখে সমাজ-তান্ত্রিক প্রতিনিধিরা জার্ম্মাণ রাইখে যুদ্ধঋণ মঞ্জুরের পক্ষে ভোট দেয়।)

তৃতীয় ফাঁকিঃ—"যখন একনায়কত্বকে শাসন ব্যবস্থার একটা ধরণ বলে মনে করি তখন আমরা একটী শ্রেণীর একনায়কত্বের কথা বলতে পারি না—কারণ আগেই বলেছি একটা শ্রেণী কেবল প্রাধান্য লাভই করতে পারে—শাসন করতে পারে না।"

" "সংগঠনগুলি "অথবা "দলগুলিই" শাসন করে।"

ওহে বোকা বুদ্ধিদাতা! (জার্ম্মান সমাজতান্ত্রিকদল শাসন ক্ষমতা লাভ করে কাউট্‌স্কিকে রাষ্ট্রের পরামর্শদাতা আখ্যায় ভূষিত করেছিল—সেই ব্যাপারটাকে লেনিন বিদ্রূপ করে বলছেন) আপনি বাজে, একেবারে বাজে বকছেন। একনায়কত্ব "একধরণের শাসন যন্ত্র" নয়; এ কথাটা হাস্যকর ভাবে অর্থহীন। এবং মার্ক্স ও **শাসনযন্ত্রের** ধরণের কথা বলেন নি, বলছেন **রাষ্ট্রের** ধরণের কথা। জিনিষটা একেবারেই পৃথক। এবং

একথা বলাও একেবারে ভুল যে একটা শ্রেণী শাসন করতে পারে না। এই ধরণের অদ্ভুত কথা কেবল আইন সভারোগগ্রস্ত চির অপরিনতদের মুখেই বের'য়—যারা বুর্জ্জোয়া আইন সভা ছাড়া আর কিছু দেখে না—যারা "শাসকদল" ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করেনি তাদের মুখ থেকে বের'য়। ইউরোপের যে কোন দেশে কাউট্‌স্কির জন্য **শাসক-শ্রেণীর** শাসন যন্ত্রের উদাহরণ মিলবে—যেমন যদিও নিজেদের মধ্যে পুরা সংগঠন ছিল না তবু মধ্যযুগে জমিদার শ্রেণী শাসন করেছিল।

এক কথায়ঃ কাউট্‌স্কি সর্ব্বহারার একাধিপত্য ধারণাটা অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে কদর্থ করেছেন—এবং মার্ক্সকে একটা সাধারণ উদারনৈতিকে রূপান্তরিত করেছেন—অর্থাৎ তিনি নিজেই গড়িয়ে গড়িয়ে এমন উদারনৈতিকের ধাপে নেমেছেন, যে "খাঁটি গণতন্ত্র" সম্বন্ধে সস্তা বুলি আওড়ায়, বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রকে পোষাক পরিয়ে দেখায়, তার শ্রেণীরূপকে ঢেকে দিতে চায়. এবং সর্ব্বোপরি,--অত্যাচারিত শ্রেণী **বৈপ্লবিক** বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ ক'রবে বলে সাঙ্ঘাতিক ভীত হয়ে পড়ে। অত্যাচারিত শ্রেণী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে **বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগ** করবে না—সর্ব্বহারার বৈপ্লবিক একাধিপত্যের

ব্যাখ্যা এই ভাবে করে কাউট্স্কি মার্ক্সকে উদার-নৈতিকরূপে কদর্থ করার ব্যাপারে জগতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন—এবং দলত্যাগী কাউট্স্কি এ বিষয়ে দলত্যাগী বার্ণ ষ্টাইনকে শিশু বানিয়ে ছেড়েছেন।

বুর্জ্জোয়া এবং সর্ব্বহারা গণতন্ত্র

যে প্রশ্ন নিয়ে কাউট্স্কি এত নৈরাশ্যজনক ভাবে গোলমাল পাকিয়েছেন সেটা আসলে দাঁড়ায় এই রকম :—যদি ইতিহাসকে এবং সাধারণ বুদ্ধিকে আমরা উপহাস না করি—তা হ'লে এটা স্পষ্ট ব্যাপার যে, যতক্ষণ বিভিন্ন শ্রেণীগুলি রয়েছে—ততক্ষণ আমরা "খাঁটি গণতন্ত্রের" কথা বলতে পারি না ; আমরা কেবল বলতে পারি শ্রেণী গণতন্ত্রের কথা। (ব্যাকরণ অশুদ্ধ করে বল্লে কথাটা দাঁড়ায় এই যে "খাঁটি গণতন্ত্র" কেবল একটা বোকার মত কথা যাতে করে শ্রেণী সংগ্রাম ও রাষ্ট্রের রূপ না বোঝাই প্রকাশ পায় ; শুধু এমন নয়—পরন্তু ওই কথাটা ফাঁপাও বটে—কারণ সাম্যবাদী সমাজে গণতন্ত্র ক্রমান্বয়ে বদলাতে থাকবে ও অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে, এবং শেষে ঝরে পড়ে যাবে ; কিন্তু "খাঁটি গণতন্ত্র" কখনও হবে না)।

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

"খাঁটি গণতন্ত্র" কথাটা সেই ধরণের উদারনৈতিকের মিথ্যা বুলি, যিনি শ্রমিক শ্রেণীকে বোকা বানাতে চান। সামন্ত-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র এবং বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সর্ব্বহারা গণতন্ত্র—এ খবর ইতিহাস রাখে।

কাউট্‌স্কি একগাদা কাগজ ব্যয় করেছেন এই "প্রমাণ করতে" যে মধ্যযুগীয় অবস্থার তুলনায় বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র উন্নতিশীল এবং বুর্জ্জোয়াজীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্ব্বহারাদের আবশ্যক এটাকে কাজে লাগানো—তখন তিনি কেবল শ্রমিকদের ঠকানোর বাঁধা উদারনৈতিক বুলি কপ্‌চাচ্ছেন মাত্র। এ কথাটা কেবল শিক্ষিত জার্ম্মানীর পক্ষেই সত্য নয়, এ সময়ে অশিক্ষিত রুশের পক্ষেও সত্য। কাউট্‌স্কি যখন গম্ভীর ভাবে ওয়েট্‌লিঙ ও প্যারাগুয়ের জেস্যুইট সম্প্রদায়ের কথা এবং আরও অনেক কথা বলছেন—তখন তিনি কেবল শ্রমিকদের চোখে "পাণ্ডিত্যের" ধূলি নিক্ষেপ করছেন না, পরন্তু প্রচলিত অর্থাৎ ধনতন্ত্রমুলক গণতন্ত্রের বুর্জ্জোয়া সারটা শ্রমিকদের কাছে বলতে বিরত হচ্ছেন। মার্ক্স্‌বাদের যেটুকু উদারনৈতিকদের, বুর্জ্জোয়াদের গ্রহণ যোগ্য (যেমন মধ্যযুগের সমালোচনা এবং সাধারণ ভাবে ধনতন্ত্রের যে

অংশটুকু ও বিশেষ ভাবে ধনতন্ত্রমূলক গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক উন্নতিশীল অংশটুকুর কথা) সেইটুকুই কাউট্স্কি গ্রহণ করেন—এবং বুর্জ্জোয়াদের কাছে যেটুকু গ্রহণ যোগ্য নয় (যেমন বুর্জ্জোয়াদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সর্ব্বহারাদের বৈপ্লবিক বল প্রয়োগ) সেটা তিনি ছুড়ে ফেলে দেন, অবজ্ঞা করেন বা এড়িয়ে যান। এই কারণে—তাঁর মনের সিদ্ধান্ত যাই হোক—তাঁর বাস্তব অবস্থার জন্য—তিনি অবশ্যম্ভাবীরূপে বুর্জ্জোয়াদের মো-সাহেব হতে বাধ্য।

মধ্যযুগের তুলনায় বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র ঐতিহাসিক ভাবে উন্নত পর্য্যায়ের হলেও ধনতন্ত্রের অধীনে ওটা সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনাময়। ধনীর স্বর্গ শোষিত দরিদ্রের কাছে ফাঁদ ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়—অন্য কিছু হতেও পারে না। এই সোজা সত্যি যা মার্ক্সের সকল শিক্ষার সারবস্তু তা "মার্ক্সবাদী" কাউট্স্কি বুঝতে পারেন না। যে সব অবস্থার জন্য সমস্ত বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র কেবল ধনীর গণতন্ত্র—সে সকল অবস্থার বৈজ্ঞানিক সমালোচনা না করে এই মূল প্রশ্ন সম্পর্ক কাউট্স্কি আমাদের যা দিচ্ছেন তা বুর্জ্জোয়াদের কাছে অত্যন্ত প্রীতিকর।

দলত্যাগী কাউট্স্কি

মার্ক্স এঙ্গেলসের মতবাদমূলক সিদ্ধান্তগুলি যা পণ্ডিত কাউট্স্কি (বুর্জ্জোয়াদের খুসী করবার জন্য) এত হীনভাবে "ভুলে গেছেন" সেগুলি আগে মহাপণ্ডিত কাউট্স্কিকে স্মরণ করিয়ে দিই তার পরে সমস্যাটীকে সাধারণের বোধগম্য ক'রে বোঝাব।

কেবল সনাতন বা সামন্তযুগীয় নয়—অন্যপক্ষে·—প্রচলিত প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রও শ্রমিকদের শোষণ করবার জন্য পুঁজিবাদীদের অস্ত্র। (এঙ্গেলস্—পরিবারের উৎপত্তি)

যেহেতু রাষ্ট্র এমনি একটা রূপান্তরের অবস্থা যা সংগ্রামে, বিপ্লবে, আমাদের বিরোধীদের সবলে ধ্বংস করার জন্য অবশ্যই ব্যবহৃত হবে সেই হেতু এটাকে "জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র" বলা পরিস্কার বোকামী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বহারারা রাষ্ট্রকে প্রয়োজন বলে মনে করে—সে প্রয়োজন স্বাধীনতার খাতিরে নয়,—বিরোধীদের ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মাত্র—তারপর যখন স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়—তখন রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায়—তা লোপ পেয়ে যায়। (এঙ্গেলস লিখিত বেবেলের চিঠি—মার্চ্চ ২৮, ১৮৭৫) [গোথা কার্য্যসূচির সমালোচনা দ্রষ্টব্য] বস্তুত·· ··একটী শ্রেণী কর্ত্তৃক আর একটী শ্রেণীকে অত্যাচার করার যন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্র আর কিছু নয়, এবং এটা যেমন রাজতন্ত্রে

> তেমনি গণতন্ত্র-মূলক সাধারণ তন্ত্রেও কম সত্যি নয়......
> (মার্ক্স লিখিত ফরাসীর গৃহযুদ্ধের ভূমিকা—এঙ্গেলস্।)
> শ্রমিক শ্রেনীর পূর্ণতার পরিচায়ক হ'লো সাধারণের ভোটাধিকার। **বর্ত্তমান রাষ্ট্রে এটা হতে পারে না—এবং কখনও এর বেশী হবে না।** (এঙ্গেলস্—পরিবারের উৎপত্তি)

এই সিদ্ধান্তের প্রথম অংশটা কাউট্স্কি বিরক্তিকর ভাবে রোমন্থন করেছেন—কারণ সেটা বুর্জ্জোয়াদের প্রীতিকর—কিন্তু, যেহেতু তিনি দলত্যাগী সেই হেতু দ্বিতীয় অংশটা (যেটা আমরা দাগ দিয়েছি) তিনি সুবিধামত বাদ দিয়ে গেছেন—কেন না, ওটা বুর্জ্জোয়াদের মুখরোচক নয়।

> পার্লামেন্টের মত না করে কম্যুন একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন করবে এবং প্রয়োগ করবে···পার্লামেন্টে যেমন তিন বছর অথবা ছয় বছর অন্তর ঠিক হয় শাসক শ্রেণীর কোন সভ্য জনগণের মিথ্যা প্রতিনিধিত্বের জন্য আসবে—তেমনি না করে সাধারণ ভোটাধিকার দ্বারা জনগণ কম্যুন নিযুক্ত ক'রবে—যে ভাবে ব্যক্তিগত নির্ব্বাচন পদ্ধতির দ্বারা কোন মালিক তার ব্যবসায়ের মজুর ও ম্যানেজার নিযুক্ত করে থাকে। (ফরাসীর গৃহযুদ্ধ—মার্ক্স।)

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

এই সিদ্ধান্তগুলির প্রত্যেকটা মহাপণ্ডিত কাউট্‌স্কির খুব ভাল করে জানা আছে এবং এগুলি সোজা তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে ও তাঁর বিশ্বাসঘাতকতাকে নগ্ন করে দেখাচ্ছে। কাউট্‌স্কি তাঁর পুস্তিকায় কোথাও এই সত্যগুলি বুঝবার নুন্যতম চেষ্টা ও করেননি। সমগ্র পুস্তিকাটা মার্ক্সবাদের মুখ ভেঙচানী ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রচলিত রাষ্ট্রগুলির মূল আইন দেখুন, তাদের শাসন পদ্ধতি দেখুন, সভা সমিতি করার অধিকার—ছাপাখানার স্বাধীনতা এবং আইনের কাছে সব নাগরিকের সমতা দেখুন, তাহ'লে পাবেন প্রত্যেকটা ধাপে বুর্জ্জোয়া গনতন্ত্রের সেই সব ধাপ্পাবাজির প্রমান, যার সঙ্গে প্রত্যেকটা সৎ এবং শ্রেণী সজাগ শ্রমিক পরিচিত। প্রত্যেক তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এমন সব আইনের ফাঁক রাখা হয়েছে যাতে করে বুর্জ্জোয়ারা সহজেই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আইন সঙ্গত উপায়ে সৈন্য পাঠাতে পারবে, সামরিক আইন জারি করতে পারবে,—আরও এমনি ধরণের কাজ করতে পারবে যে ক্ষেত্রে তারা মনে করবে যে "শান্তির বিঘ্ন" ঘটছে অর্থাৎ শোষিত শ্রেণী তাদের দাসত্বের অবস্থার বিরুদ্ধে বিপর্য্যয়

সুরু করে দিচ্ছে এবং অ-দাস সুলভ ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। কাউট্‌স্কি লজ্জাহীন ভাবে বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রকে আভরন পরাতে চান এবং আমেরিকা ও সুইজারল্যাণ্ডের অত্যন্ত গণতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক বুর্জ্জোয়ারা কি ভাবে শ্রমিক ধর্ম্মঘট দমন করে—সে সব কথা চেপে দিতে চান।

জ্ঞানী এবং বিদ্বান কাউট্‌স্কি এই সব ব্যাপারে নিরব! এই পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞটা বোঝেন না যে, এই ব্যাপারে নিরব থাকা ঘৃণার্হ। তিনি শ্রমিকদের এই মর্ম্মে ছেলে ভুলানো গল্প বলতে পছন্দ করেন যে, গণতন্ত্র মানে "সংখ্যাল্পকে রক্ষা করা।" বিশ্রী হলেও অভিযোগটা সত্যি। খৃষ্টজন্মের ১৯১৮ সালটাতে, সারা দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকাণ্ডের এবং "জগতের সব গণতন্ত্রে" সংখ্যাল্প আন্তর্জ্জাতিকতাবাদীদের (যারা রেনডেলস, লংগুয়েট, সিইডম্যান, কাউট্‌স্কি, হেণ্ডারসন ও ওয়েবদের মত ঘৃন্যভাবে সমাজ-তন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি) গলাটিপে মারবার পঞ্চম বর্ষে বিদ্বান কাউট্‌স্কি সংখ্যাল্পদের রক্ষার মিষ্টি গান গাইছেন। উৎসুক যাঁরা তাঁরা কাউট্‌স্কির পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠাটা পড়তে পারেন। এবং ১৬ পৃষ্ঠায় এই বিদ্বান ব্যক্তিটা

অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের হুইগ ও টোরীদের * কথা বলছেন!

ওঃ আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য! ওহো,—বুর্জ্জোয়াদের কাছে কেমন চোস্ত দাসত্ব! আহা-হা,—বুর্জ্জোয়াদের সামনে কেমন ভদ্রভাবে হামাগুড়ি দেওয়া ও জুতা লেহন করা! আমি যদি একটা ক্রাপ অথবা সিইডম্যান, একটা ক্লেমাঁসো অথবা রেনডেল হতাম, তা হলে আমি কাউট্স্কিকে লাখ লাখ টাকা দিতাম। জুডার চুম্বনে পুরস্কৃত করতাম, শ্রমিকদের সামনে প্রশংসা করতাম—এবং তাঁরমত মানী লোকের সঙ্গে "সমাজতান্ত্রিক সংহতির" জন্য আবেদন করতাম। সর্ব্বহারার একনায়কত্বের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লেখা, অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের হুইগও টোরিদের সম্পর্কে বোলচাল ঝাড়া, গণতন্ত্র মানে "সংখ্যাল্পদের রক্ষা" এই সিদ্ধান্ত বজায় রাখা এবং "গণতন্ত্রী" আমেরিকার সাধারনতন্ত্রে আন্তর্জ্জাতিকতা-বাদীদের উপর যে **অত্যাচার** হচ্ছে—তার সম্পর্কে নিরব থাকা, সেটাকি বুর্জ্জোয়াদের কাছে মো-সাহেবী করা হচ্ছে না?

বিদ্বান কাউট্স্কি একটা "তুচ্ছ জিনিষ" "ভুলে গেলেন"

* ইংলণ্ডের তখনকার উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দল।

—অবশ্য দৈবাৎ যে: বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রে শাসকদল "সংখ্যাল্পদের স্বার্থরক্ষার" অধিকার কেবল অন্য বুর্জ্জোয়া দলকেই দেয় এবং অন্যান্য **জরুরী, গুরুতর ও মূল বিষয়ে** শ্রমিক শ্রেণী "সংখ্যাল্পদের স্বার্থরক্ষার" বদলে পায়—সামরিক আইন ও জনহত্যা। **এই গণতন্ত্র যত উন্নত হবে ততই, যে সব গুরুতর রাজনৈতিক বিরোধে বুর্জ্জোয়াদের বিপদাশঙ্কা আছে, সেইসব ক্ষেত্রে আশু জনহত্যা ও গৃহযুদ্ধ হবার আশঙ্কা।** বিদ্বান কাউট্স্কি বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের এই "নিয়ম" অধ্যয়ন করতে চাইলে সাধারনতন্ত্রী ফরাসীর ড্রেফাস ব্যাপার, আমেরিকার সাধারনতন্ত্রে নিগ্রো ও আন্তর্জ্জাতিকতাবাদীদের লিঞ্চএর ব্যাপার—গণতান্ত্রিক ইংলণ্ড শাসিত আয়রল্যাণ্ডের ও আলষ্টারের ব্যাপার এবং ১৯১৭ সালের এপ্রিলে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক সাধারন তন্ত্রে বলশেভিকদের উপর অত্যাচার এবং ব্যাপক আকারে জনহত্যার চেষ্টা-প্রভৃতি থেকে তিনি অনেক শিখতে পারতেন। আমি উদাহরণগুলি বাছতে গিয়ে ইচ্ছা করেই যুদ্ধের ও যুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থা থেকে নিয়েছি। কিন্তু ভাবপ্রবন কাউট্স্কি বিংশ শতাব্দীর এই সব ঘটনা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকতে খুসী—এবং তার

পরিবর্তে ১৮০০ সালের টোরি ও হুইগ সম্পর্কে শ্রমিকদিগকে আশ্চর্য্য রকমের নূতন, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, অস্বাভাবিক রূপে শিক্ষণীয় এবং অভাবনীয় জরুরী গল্প শোনাচ্ছেন।

বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টগুলির দিকে চেয়ে দেখুন। এমন কথাকি হতে পারে যে বিদ্বান কাউট্স্কি জানেন না যে **যতই** গণতন্ত্র পূর্ণতা লাভ করতে থাকে **ততই** বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টগুলি ষ্টক্এক্সচেঞ্জ ও ব্যাঙ্কের মালিকদের হাতে পড়তে থাকে? এতে অবশ্য একথা মনে করার কারন নেই যে, আমরা বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্ট ব্যবহার করব না—(জগতের অন্যান্য যে কোন দলগুলি থেকে বলশেভিক দল এবিষয়ে পার্লামেণ্টকে ভাল ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে—যেমন ১৯১২-১৪ সালে চতুর্থ ডুমার সমগ্র শ্রমিক অংশটা আমরা দখল করে ছিলাম)। কিন্তু একথা মনে করা চলে যে কাউট্স্কি যেমন করেছেন—তেমনি করে কেবল উদারনৈতিকরাই বুর্জ্জোয়া পার্লিয়ামেণ্টের **ঐতিহাসিক সঙ্কীর্ণতা ও গতানুগতিক চরিত্র** ভুলে যেতে পারে। এমন কি অত্যন্ত গণতান্ত্রিক বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতেও নিপীড়িত জনসাধারণ প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পায় পুঁজিবাদীদের

"গণতন্ত্র" ঘোষিত **মামুলি** সাম্যের মধ্যেও হাজার একটা **প্রকৃত** বাধা নিষেধের গণ্ডী, যাতে করে সর্ব্বহারা **মজুরীর দাসে** (wage slave) পরিণত হচ্ছে ;—এর মধ্যে একটা মুখর বিরোধ রয়েছে—এবং ঠিক এই বিরোধগুলিই জনগনের চোখ খুলে দেখিয়ে দেয়—ধনতন্ত্রের পচা, ভণ্ড ও মিথ্যা রূপ। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রচারকরা **জনগণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে** ক্রমাগত তাদের সামনে এই বিরোধগুলি ধরিয়ে দিচ্ছে। তাই এখন সেই বিপ্লবের যুগ যেই সুরু হ'লো—কাউট্স্কি অমনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের গুনকীর্ত্তন করতে সুরু করলেন।

সর্ব্বহারার গণতন্ত্র, সোভিয়েট শাসনতন্ত্র যার একটা অন্যতম রূপ, গণতন্ত্রকে এমনি ভাবে বর্দ্ধিত করেছে এবং প্রসারিত করেছে বিশেষ করে জনগণের বিরাট অংশে, শোষিত ও শ্রমরতদের মধ্যে, যা' জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। গণতন্ত্র সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ পুস্তিকা লিখতে গিয়ে, যেমন কাউট্স্কি করেছেন, (যেটাতে তিনি দু'পাতা একনায়কত্ব সম্বন্ধে এবং একগাদা পাতা "খাঁটি গণতন্ত্র" সম্বন্ধে ব্যয় করেছেন) পূর্ব্বোক্ত জিনিষ

না লক্ষ্য করার অর্থ হ'লো বিষয়টাকে উদার নৈতিকদের পন্থায় বিকৃত করা।

পররাষ্ট্রনীতি বিচার করুন। কোন বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রে, এমন কি অত্যন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এ ব্যাপারটা প্রকাশ্য ভাবে ঠিক করা হয় না। সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে, ফরাসী, সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা অথবা ইংলণ্ডে— অন্যান্য দেশের তুলনায়, জনগন ব্যাপক ও চতুর ভাবে প্রতারিত হচ্ছে। সোভিয়েটতন্ত্র বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে পর-রাষ্ট্র নীতির এই রহস্যময় যবনিকা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। কাউট্স্কি এটা লক্ষ্য করেন নি এবং এ বিষয়ে চুপচাপ আছেন, যদিও বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রভাবান্বিত জায়গাগুলি ভাগ বাঁটোয়ারার জন্য (অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক দস্যুগুলির মধ্যে জগতের ভাগ বাঁটোয়ারার জন্য) দস্যুতা মূলক যুদ্ধ ও গুপ্তচুক্তির ফলে বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—কারণ লক্ষ লক্ষ জনগনের শান্তি ও জীবন-মরন সমস্যা এর উপর নির্ভর করছে।

রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী দেখুন। কাউট্স্কি সর্ব্ব রকম "তুচ্ছ" জিনিষ থেকে এই তর্কে পোঁচেছেন যে, সোভিয়েট তন্ত্রের অধীনে সরাসরি নির্ব্বাচন হয় না—কিন্তু আসল জিনিষ তিনি ফেলে গেছেন। তিনি রাষ্ট্রের যন্ত্র, শ্রেণী,

মুলক্ শাসন যন্ত্র হিসাবে দেখছেন না ; বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রে পুঁজিবাদীরা হাজার রকম উপায়ে এবং এই উপায়গুলি "খাটি গণতন্ত্র" বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ রকমে চাতুর্য্যপূর্ণ ও ফলদায়ী হয়, জনগণকে শাসন কার্য্য থেকে দূরে রাখে— এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও সভা সমিতি করার অধিকার ব্যর্থ করে দেয়। জনগণকে, বিশেয করে নিপীড়িত জনগণকে শাসন কার্য্যে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে সোভিয়েট তন্ত্র জগতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে—(শুদ্ধ করে বল্লে .দ্বিতীয়—কারণ প্যারী কম্যুন ঠিক এই কাজই সুরু করেছিল)। শ্রমজীবি সাধারণের পক্ষে বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টে অংশ গ্রহণ করার হাজার রকম বাধা ছিল (এই পার্লামেণ্টে বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রে জরুরী সমস্যা **কখনও সমাধান হয়না**। কারণ সেগুলি হয় ষ্টক্‌এক্সচেঞ্জে ও ব্যাঙ্কে) কিন্তু এখন শ্রমিকরা জানছে ও বুঝছে, দেখছে ও অনুধাবন করছে যে, বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্ট তাদের প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান, বুর্জ্জোয়া কর্ত্তৃক সর্ব্বহারাদের **অত্যাচার করার যন্ত্র**, বিরুদ্ধ শ্রেণী ও সংখ্যাল্প শোষকদের প্রতিষ্ঠান।

সোভিয়েটগুলি শ্রমজীবি ও শোষিত জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংগঠন যার ভিতর দিয়ে তারা সংগঠিত হচ্ছে ও সর্ব্বপ্রকারে নিজেরাই রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য চালাচ্ছে—

এবং ঠিক এই কারনেই সহরের সর্ব্বহারা, যারা শোষিতও শ্রমরত জনগণের অগ্রগামী দল—এতে সুযোগ লাভ করছে, কারন বড় বড় প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে এরা সব থেকে বেশী সংগঠিত; এদের পক্ষেই নির্ব্বাচনে যোগ দেওয়া ও নির্ব্বাচনগুলি পর্য্যবেক্ষন করা বেশ সহজ। সোভিয়েট তন্ত্র **আপনা থেকেই** সমস্ত শোষিত ও শ্রমরত জনগণকে তাদের অগ্রগামী দল সর্ব্বহারার চারিপাশে সমবেত করার কাজে **সাহায্য করেছে**। পুরাতন বুর্জ্জোয়াতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, ধনদৌলত, বুর্জ্জোয়া শিক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতির নানা বিচিত্র সুযোগ—যা বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র বাড়ার সঙ্গে বাড়তে থাকে—সবই সোভিয়েট সংগঠনে লোপ পেয়েছে। সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় ভণ্ডামী লোপ পেয়েছে। কারন ছাপাখানা ও কাগজের গুদাম বুর্জ্জোয়াদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভাল ভাল প্রাসাদ, বাড়ী ও জমিদারের বাড়ীঘর সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শোষকদের কাছ থেকে হাজার হাজার ভাল বাড়ী নিয়ে সোভিয়েটতন্ত্র সভা সমিতির অধিকারকে—যা ব্যাতিরেকে গণতন্ত্র জোচ্চুরী—লক্ষ গুণ "গণতান্ত্রিক" করেছে। ভিন্ন জায়গার (non-local) সোভিয়েটগুলিতে অপ্রত্যক্ষ

নির্ব্বাচন দ্বারা প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থার ফলে সোভিয়েটগুলির কংগ্রেস আহ্বান করা সহজ হয়েছে, সমগ্র শাসনযন্ত্রটীর ব্যয় সংক্ষেপ হয়েছে, সহজে পরিবর্ত্তনীয় হয়েছে ও শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষে সহজ গম্য হয়েছে। বিশেষ করে সেই সময় যখন সমাজ জীবনে উত্তেজনার কারণ থাকে এবং যখন কোন প্রতিনিধিকে তাড়াতাড়ি পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য ডাকা হয় অথবা সাধারণ কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠানোর দরকার হয় সেই সময় এগুলি করা হয়েছে।

যে কোন বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সর্ব্বহারার গণতন্ত্র লক্ষ গুণে বেশী গণতান্ত্রিক ; অত্যন্ত গণতান্ত্রিক বুর্জ্জোয়া সাধারণতন্ত্র থেকে সোভিয়েটতন্ত্র লক্ষ গুণে গণতান্ত্রিক। কেবল যারা ভেবে চিন্তে বুর্জ্জোয়ার সেবা করে অথবা যারা রাজনৈতিক দিক থেকে একেবারে মৃত, বুর্জ্জোয়া কেতাবের ধূলি মলিন পাতাগুলির আড়ালে যারা প্রকৃত জীবনকে দেখতে পায় না, যারা বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারে একেবারে আচ্ছন্ন এবং সেই কারণেই বস্তুতঃ বুর্জ্জোয়াদের মো-সাহেব হয়ে দাঁড়িয়েছে তারাই কেবল এটা দেখতে পায় না।

কেবল তারাই এটা দেখতে পায় না—যারা

সমস্যাটীকে অত্যাচারিতের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে অক্ষম।

জগতে এমন একটা দেশও কি আছে—এমন কি অত্যন্ত গণতান্ত্রিক বুর্জ্জোয়া দেশগুলির মধ্যে এমন একটি **গড়পড়তা সাধারণ মজুর**, সাধারণ **গ্রামের মজুর** অথবা গ্রামের অর্দ্ধ-সর্ব্বহারা আছে (অর্থাৎ অত্যাচারিত জনগণের প্রতিনিধি, যারা সমগ্র জনসংখ্যার অত্যন্ত অধিক অংশ) যারা এমনি ধরণের **স্বাধীনতার** নিকটেও পৌঁছাতে পেরেছে—যেমন উৎকৃষ্ট বাড়ীতে সভা সমিতি করা—ভাল ভাল ছাপাখানা ও প্রচুর কাগজ ব্যবহার করতে পারা, নিজের আদর্শ প্রচারের জন্য, নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য, স্বশ্রেণীর নরনারীকে শাসন কার্য্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উন্নীত করার জন্য যেমনটী সোভিয়েট রাশিয়ায় হয়েছে ?

এটা ভাবাও হাস্যকর যে কাউট্স্কি একটা দেশে ভাল খোঁজ খবর রাখা মজুর বা চাষী, হাজারের মধ্যে একটীও পেয়েছেন—যারা এই প্রশ্নটী সম্পর্কে সন্দেহ-জনক উত্তর দেবে ? বুর্জ্জোয়া প্রেসের টুক্রো স্বীকারোক্তি থেকে যতটুকু শুনেছে তাতেই সমগ্র জগতের শ্রমিকরা স্বভাবতই সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রকে সহানুভূতি

দেখায়—বিশেষ করে এই জন্য যে, তারা জানে যে এটা সর্ব্বহারার গণতন্ত্র, গরীবের গণতন্ত্র, ধনীর নয়—যেমন বাস্তবিক হয়ে রয়েছে প্রত্যেক বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র—এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতেও। বুর্জ্জোয়া দেশগুলিতে, তাদের মধ্যেকার অত্যন্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নিপীড়িত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ লোকেরা তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে এই সহজ, অবিসম্বাদিত ও প্রকৃত সত্য অনুভব করছে এবং প্রত্যক্ষ করছে যে, তারা বুর্জ্জোয়া আমলাতন্ত্র, পার্লামেণ্টের বুর্জ্জোয়া সভ্য ও বিচারক দ্বারা শাসিত হচ্ছে; (এবং তাদের রাষ্ট্র এদের দ্বারা "পরিচালিত") রাশিয়াতে আমলাতন্ত্ররূপ যন্ত্র একেবারে গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছে—এর একটা পাথরও ফেলে রাখা হয় নি; পুরানো বিচারপতিদের সকলকেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে—এবং শ্রমিক ও কৃষকের অনেক বেশী প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তাদের সোভিয়েট আমলাতন্ত্রের পরিবর্ত্তে আসন গ্রহণ করেছে অথবা তাদের সোভিয়েট বর্ত্তমানে আমলতন্ত্রকে আয়ত্বাধীনে রাখছে এবং তাদের সোভিয়েট বর্ত্তমানে বিচারপতি নির্ব্বাচন করে। সোভিয়েটতন্ত্রকে নিজের বলে গণ্য করতে—এই

ঘটনা একাই সমস্ত নির্য্যাতিত শ্রেণীর পক্ষে যথেষ্ট অর্থাৎ বর্ত্তমান ধরণের সর্ব্বহারার একনায়কত্ব অত্যন্ত গণতান্ত্রিক বুর্জ্জোয়া সাধারণতন্ত্র থেকেও যে লক্ষগুণ বেশী গণতান্ত্রিক একথা মেনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রত্যেকটী শ্রমিকের কাছে যা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য কাউট্স্কি তা বুঝতে পারেন না, কারণ তিনি "ভুলে গেছেন" "শিক্ষা গুলিয়ে ফেলেছেন"-এই প্রশ্ন করতে যে গণতন্ত্র কোন শ্রেণীর? তিনি তর্ক করছেন "খাঁটি গণতন্ত্রের" দিক থেকে (অর্থাৎ শ্রেণী সম্পর্কহীন গণতন্ত্র অথবা শ্রেণী বিভেদের উপরেরও কোন গণতন্ত্র?) শাইলকের মত কাউট্স্কি তর্ক করছেন—"আমি এক পাউণ্ড মাংস চাই—তার কম হলে চলবে না।" সমস্ত লোকের জন্য সমান ব্যবস্থা—তা না হ'লে সেটা গণতন্ত্রই নয়।

পণ্ডিত "মার্ক্সবাদী" এবং "সমাজতান্ত্রিক" কাউট্স্কিকে আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করবঃ শোষিত ও শোষকদের মধ্যে কি সাম্য হতে পারে?

দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের আদর্শদাতা নেতার লিখিত বই আলোচনা করতে গিয়ে এই ধরণের প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত অন্যায় এবং সাঙ্ঘাতিক। কিন্তু "একটা কাজ

হাতে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়,—" তাই আমি যখন কাউট্স্কি সম্বন্ধে লিখবোই বলে সুরু করেছি তখন আমি নিশ্চয় এই পণ্ডিতটীকে বোঝাব কেন শোষিত ও শাসকের মধ্যে সাম্য থাকতে পারে না।

শোষক ও শোষিকের মধ্যে কি সমতা থাকতে পারে ?

কাউট্স্কি বলছেন :—

"শোষকেরা সব সময়েই জন সংখ্যার ক্ষুদ্রাংশ।" (১৪ পৃষ্ঠা-কাউট্স্কির পুস্তিকা)

অত্যন্ত খাঁটি কথা। এটা থেকে সুরু করলে কি যুক্তিতে পৌছান যায় ? শোষক-শোষিতের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কেউ মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে বা সমাজ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে তর্ক করতে পারে—আবার কেউ সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাল্পের সম্পর্কের ভিত্তিতে উদার-নৈতিক ও বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিকদের ন্যায় ও তর্ক করতে পারে। যদি আমরা মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে তর্ক করি তাহলে আমাদের নিশ্চয় বলতে হবে : শোষকরা রাষ্ট্রকে (আমরা গণতন্ত্রের কথাই বলছি—অর্থাৎ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রকারের কথা বলছি) তাদের শ্রেণীর, শোষক

শ্রেণীর প্রভূত্বের যন্ত্রে নিশ্চিত রূপান্তরিত করবেই—শোষিতদের উপর ব্যবহার করবার জন্য। তাই যতক্ষণ শোষকরা সংখ্যাধিক্য-শোষিতদের শাসন করবে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তখনও পর্য্যন্ত অনিবার্য্যভাবে শোষকদের গণতন্ত্রই থাকবে। শোষিতদের রাষ্ট্র অবশ্য মূলতঃ এই ধরণের রাষ্ট্র থেকে পৃথক হবে, সেটা হবে শোষিতদের গণতন্ত্র এবং **শোষকদের দাবিয়ে দেবার** যন্ত্র—এবং কোনও শ্রেণীকে দাবিয়ে দেবার অর্থ সেই শ্রেণীর প্রতি অ-সমান ব্যবহার, তাকে "গণতন্ত্র" থেকে বাহিরে রাখা।

যদি আমরা উদারনৈতিকদের মত তর্ক করি তা হ'লে অবশ্যই বলতে হয়ঃ সংখ্যাধিক্য যারা তারা সিদ্ধান্ত করে,—সংখ্যাল্পেরা মেনে নেয়। যারা মানে না—তাদের সাজা হয়—এই-ই হ'ল মোদ্দা কথা। সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণী বৈশিষ্ট বা বিশেষ রূপ "খাঁটি গণতন্ত্রের" কথা বলার দরকার নেই—কারণ এসব অবান্তর। এক পাউণ্ড মাংস এক পাউণ্ড মাংসই—এবং তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর ঠিক এই ভাবেই কাউট্স্কি তর্ক করেছেন। তিনি বলছেনঃ

"এমন একটা রূপ সর্ব্বহারার শাসন কেন নিতে যাবে—কোন দরকারে নেবে, যাতে করে তা গণতন্ত্রের সঙ্গে অচল হয়.?" (২১ পৃষ্ঠা)

এর পর আছে লম্বা চওড়া ও বাক্যাড়ম্বর পূর্ণ এক ব্যাখ্যা, মার্ক্সের একটা নজির ও প্যারি কম্যুনের নির্ব্বাচন ফলাফল, যাতে দেখানো আছে যে সর্ব্বহারা সংখ্যাধিক্য আছে—এবং মন্তব্য হচ্ছে ঃ—

> "যে শাসনতন্ত্র এত দৃঢ়ভাবে জনগণের মধ্যে শিকড় গেড়েছে—তার পক্ষে গণতন্ত্রের নিয়ম না মেনে চলার পক্ষে এতটুকু কারণ নেই। যেখানে জোর করে গণতন্ত্রকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা হতে পারে সে সব ক্ষেত্রে সব সময়ে বলপ্রয়োগ না করে চলে না। বলপ্রয়োগ দ্বারাই বলপ্রয়োগ নিবারণ হতে পারে। কিন্তু যে শাসনতন্ত্র জানে যে তার পিছনে জনগণের সমর্থন রয়েছে সে কেবল তখনই শক্তি প্রয়োগ করবে—যখন গণতন্ত্র **রক্ষা** করার প্রয়োজন হবে—গণতন্ত্র **ধ্বংস** করার প্রয়োজনে নয়। সাধারণ ভোটাধিকার প্রবল নৈতিক শক্তির আধার—তারই অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভিত্তি উপর এই শাসন দাঁড়াবে—তাই তাকে নষ্ট করতে যাওয়ার মানে হ'লো বোকার মত আত্মহত্যা করা"।

তাহ'লে দেখতে পাচ্ছেন কাউট্স্কির যুক্তি থেকে

শোষিত-শোষক সম্পর্ক একেবারে উঠে গেছে—যা আছে তা কেবল সাধারণ সংখ্যাধিক্য, সাধারণ সংখ্যাল্প সম্প্রদায়, সাধারণ গণতন্ত্র আর আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত "খাঁটি গণতন্ত্র"। লক্ষ্য রাখবেন এই সব কথাবার্ত্তা আবার প্যারী কম্যুনের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। প্যারী কম্যুন প্রসঙ্গে একনায়কত্ব সম্পর্কে আলোচনায় মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ কি বলেছেন তা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উদ্ধৃত করছি।

মার্ক্স :—শ্রমিকেরা যখন বুর্জ্জোয়া একনায়কত্বের পরিবর্ত্তে তাদের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব প্রবর্ত্তন করে… …বুর্জ্জোয়াদের প্রতিরোধ গুঁড়ো করে দেবার জন্য…… শ্রমিকেরা তখন রাষ্ট্রকে পরিবর্ত্তন মুখী ও বৈপ্লবিক করে নেয়…… ।

এঙ্গেলস :—বিপ্লববিরোধীদের মনে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র যে ত্রাসের উদ্রেক করে—তার দ্বারা বিপ্লবে জয়ী দল তার শাসন বজায় করতে অবশ্য বাধ্য। যদি প্যারী কম্যুন বুর্জ্জোয়াদের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব না প্রয়োগ করতো—তা হ'লে কি ২৪ ঘণ্টার বেশী কম্যুন বেঁচে থাকতো? আর এই কর্ত্তৃত্ব খুব কম ব্যবহার করেছে বলে আমরা কম্যুনকে যদি অপরাধী সাব্যস্ত করি—তাহ'লে কি সেটা উচিৎ হবে না?

এঙ্গেলস্ :—আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগকে বল

প্রয়োগের দ্বারা ধ্বংস করার জন্য বিপ্লবে রাষ্ট্র কেবল রূপান্তরের অবস্থা হিসাবে অবশ্যই ব্যবহার্য্য—এবং সেই জন্য একে জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র বলা অত্যন্ত বোকামী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বহারার কাছে রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে—ততক্ষণ এটা তারা চাইবে—স্বাধীনতার খাতিরে নয়—শুধু বিরুদ্ধবাদীদিগকে ধ্বংস করার জন্য; এবং যেই যথার্থ স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হবে—তখনই রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায়—তার অস্তিত্ব লোপ পাবে।

একজন উদারনৈতিক থেকে সর্ব্বহারা বিপ্লবী যেমন দূরে, পৃথিবী থেকে আকাশ যেমন দূরে—তেমনি কাউট্স্কি, মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ থেকে দূরে। কাউট্স্কির কথিত "খাঁটি গণতন্ত্র" ও সরল "গণতন্ত্র", জনগণের "স্বাধীন রাষ্ট্র" অর্থাৎ **খাঁটি বোকামীর** নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। আরাম কেদারাশায়ী অতিপণ্ডিত মূর্খের মত পণ্ডিতি চালে অথবা ১০ বছরের মেয়েটীর সরলতার ভান করে কাউট্স্কি প্রশ্ন করছেন ঃ—আমরা যখন সংখ্যাধিক্যের দল তখন এক নায়কত্বের প্রয়োজন কি? আর মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্রয়োজনের কারণ দেখাচ্ছেন ঃ

(ক) বুর্জ্জোয়াদের প্রতিরোধ গুঁড়ো করার জন্য।

(খ) প্রতিক্রিয়াশালীদিগকে ভয় দেখানোর জন্য।

(গ) বুর্জ্জোয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য।

(ঘ) সর্ব্বহারা যাতে বলপ্রয়োগে শত্রুকে রোধ করতে পারে তার জন্য!

কিন্তু কাউট্‌স্কি এসব ব্যাখ্যা বোঝেন না। গণতন্ত্রের "খাঁটিত্বে" মাতোয়ারা হয়ে—এর বুর্জ্জোয়া প্রকৃতি না বুঝতে পেরে তিনি "যথারীতি" বলে চলেছেন যে, সংখ্যাধিক্য দল, তার সংখ্যাধিক্য হেতু, সংখ্যাল্পের "প্রতিরোধ ভাঙ্গবার" প্রয়োজন বোধ করে না—"জোর করে দলন" করবার দরকার মনে করে না—যে সব জিনিষ গণতন্ত্রের বিঘ্ন ঘটাবে—সেই সব ব্যাপার দলন করাই যথেষ্ট। সমস্ত বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিকরা সব সময়ে যে ভুল করে, কাউট্‌স্কি গণতন্ত্রের "খাঁটিত্বের" নেশায় ঠিক সেই ছোট ভুলটা করছেন—অর্থাৎ কথার কথা সাম্যকে (যা ধনতন্ত্রের আমলে কেবল প্রবঞ্চনা ও প্রতারনা মাত্র)—**প্রকৃত** সাম্য বলে তিনি মেনে নিচ্ছেন একেবারে বাজে! শোষক ও শোষিত সমান হতে পারে না। এই সত্য কথা, তা কাউট্‌স্কির কাছে যত অপ্রীতিকর-ই হোক না কেন, এই-ই সমাজ-তন্ত্রের সার বস্তু।

আর একটা সত্য ঃ—এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষনের সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা যতক্ষণ না লোপ পাচ্ছে—ততক্ষণ কোন প্রকৃত সাম্য হতে পারে না। শক্তি কেন্দ্রে সফল বিদ্রোহ ঘোষণা অথবা সৈন্যদলে বিদ্রোহ একঘায়ে শোষকদের পরাজয় ঘটাতে পারে; কিন্তু এ ছাড়া খুব কম ও বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র একঘায়ে তাদের হটানো যায়। একটা বড় দেশে সমস্ত জমিদার ও পুঁজিবাদীদিগকে একঘায়ে সর্ব্বস্বান্ত করা অসম্ভব। তা ছাড়া কেবল সর্ব্বস্বান্ত করে অধিকার করা—আইন সঙ্গত বা রাজনৈতিকভাবে হলেও শীঘ্র সব কিছু নিষ্পত্তি হয় না। কারণ কার্য্যের দ্বারা জমিদার ও পুঁজিবাদীদের **সরানো** প্রয়োজন। তাদের কারখানা বা জমিদারীপরিচালনার **পরিবর্ত্তে** শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালনা কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজন। শোষক—যারা যুগ যুগ ধরে শিক্ষা, সুযোগ ও সম্পদের সুবিধাগুলি ভোগ করে আস্‌ছে, তাদের ও শোষিতদের—যাদের অধিকাংশই অত্যন্ত উন্নত ও গণতান্ত্রিক বুর্জ্জোয়া সাধারণতন্ত্রগুলিতেও অবনত, অনুন্নত, ভীত ও অগঠিত—, এর মধ্যে সাম্য থাকতে পারে না। বিপ্লব ঘটবার অনেকদিন পরেও শোষকরা অনিবার্য্যভাবে

অনেকগুলি প্রকৃত সুযোগ ভোগ করতে থাকে। তখনও তাদের টাকা থাকে, (কারণ চট্ করে টাকা তুলে দেওয়া অসম্ভব) কিছু অস্থাবর সম্পত্তি থাকে—প্রায় বেশ অনেক পরিমাণে সামাজিক সম্পর্ক সমেত, পরিচালনা ও সংগঠনের অভ্যাস, পরিচালনার "গুপ্তমন্ত্র" (চিরাচরিত প্রথা, উপায়ও সুযোগ) জানা থাকে, উচ্চশিক্ষা, বড় বড় বিশেষজ্ঞদের (যাদের চিন্তা ও বাস পদ্ধতি বুর্জোয়া ধরণের) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে, সামরিক বিষয়ে অতুলনীয় অধিক অভিজ্ঞতা (এটা অত্যন্ত দরকারী) প্রভৃতি এই ধরণের অনেক কিছু সুবিধা তাদের থাকে।

যদি শোষকরা মাত্র এক দেশে পরাজিত হয়,—এবং এটাই স্বাভাবিক কারণ এক সঙ্গে অনেকগুলি দেশে বিপ্লব কদাচিত ঘটে থাকে—**তা হ'লেও** তারা শোষিতদের থেকে শক্তিশালী থাকে—কারণ তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রচুর। শোষিতদের একাংশ অথবা মধ্যবিত্ত কৃষকদের বোকা অংশ, কারিগর ও অনুরূপ জনগণ যে বাস্তবিক শোষকদের মেনে চলতে পারে—তার নজির আগেকার সমস্ত বিপ্লবে রয়েছে—এবং প্যারী কম্যুন ও তার অন্যতম নজির। (ভার্সাই সৈন্যদলে যে

সর্ব্বহারাও ছিল—অতি পণ্ডিত কাউট্স্কি তা ভুলে গেছেন মনে হচ্ছে)।

এইসব ক্ষেত্রে কোনও গুরুতর ও গভীর বিপ্লবে সমস্যাগুলিকে সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পের দৃষ্টিতে বিচার করার অর্থ হচ্ছে—মূর্খতার চূড়ান্ত পরিচয়—সাধারণ উদারনৈতিকদের বোকামী সুলভ সংস্কার এবং একটা অত্যন্ত সু-প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্যকে জনগণের কাছে গোপন করার চেষ্টা হিসাবে এটা জনগণকে **একটা প্রবঞ্চনা করা**। এই ঐতিহাসিক সত্য হ'ল এই যে, প্রত্যেকটি গুরুতর বিপ্লবে একটা নিয়ম হচ্ছে, যেহেতু শোষকরা কয়েক বছর কতগুলি প্রয়োজনীয় সুযোগ শোষিতদের উপর ভোগ করার অধিকার পায়—সেই হেতু তারা **দীর্ঘ, দৃঢ় ও প্রাণপণ বাধা** সৃষ্টি করবে। ভাবপ্রবণ মূর্খ কাউট্স্কির ভাববিলাসের রাজ্য ছাড়া অন্য কোথাও শোষক-সম্প্রদায় চূড়ান্ত রকম প্রাণপণ যুদ্ধে বা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে তাদের সুযোগ ব্যবহার না করার আগে শোষিত সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তে রাজী হবে না।

ধনতন্ত্র থেকে সাম্যে পৌঁছবার পথে একটা পুরা ঐতিহাসিক অবস্থান্তরের যুগ রয়েছে। এই যুগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শোষকরা অবশ্যই ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার

আশা পোষণ ক'রবে—এবং এই আশা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বার বার রূপান্তরিত হবে। তাদের প্রথম গুরুতর পরাজয়ের পর, পরাজিত শোষকরা—যারা পরাজয় আশা করেনি, যারা কখনও বিশ্বাস করেনি যে, এমন ব্যাপার ঘটতে পারে—যাদের কল্পনায় এ চিন্তার অনধিকার প্রবেশ ছিল—তারা দশগুণ উৎসাহে, ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় ও একশোগুণ বিদ্বেষে তাদের হৃত "স্বর্গ" উদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে—কারণ তাদের পরিবারবর্গ যারা এতদিন মিঠে ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছিল—তাদেরকে "সাধারণ লোকের দল" ধ্বংস ও সম্বলহীন করেছে (অথবা সাধারণ কাজে নিযুক্ত করেছে) …। পুঁজিবাদী শোষকদের এই দলে দেখা যাবে পেটি বুর্জোয়াদের বিস্তৃত অংশটা—, এদের দোটানা ও ইতস্তত করা স্বভাবের সাক্ষ্য প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় যুগ যুগ ধরে রয়েছে, একদিন হয়তো তারা সর্ব্বহারাদের অনুগমন করে—পরের দিন বিপ্লবের বিঘ্ন দেখে ভয় পেয়ে যায়—শ্রমিকদের প্রথম অথবা অর্দ্ধ পরাজয়েই হৃদ্‌কম্প বোধ ক'রতে সুরু করে—এরা বিরক্ত হয়, ছুটে বেড়ায়, কান্নাকাটি করে,—এদল থেকে ও দলে ভিড় জমায়; ঠিক

যেমনটা আমাদের মেনশোভিকরা ও সমাজ বিপ্লবীরা করছে।

আর এমন অবস্থাতে, সুতীক্ষ্ণ ও বেপরোয়া সংগ্রাম কালে যখন যুগ যুগের সুযোগকে ইতিহাস জীবন মরণের সমস্যা রূপে দৈনন্দিন হিসাবের খাতায় দাঁড় করিয়েছে—এই সময় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্প, "খাঁটি গণতন্ত্র", এক-নায়কত্বের অপ্রয়োজনীয়তা ও শোষক-শোষিতদের মধ্যে সাম্য প্রভৃতির কথা! কতখানি অতল মূর্খতা ও অজ্ঞতা এর জন্য দরকার।

কিন্তু ১৮৭১ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত "শান্তিপূর্ণ" ধনতন্ত্রের যুগে সমস্ত অজ্ঞতা, শক্তিহীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার এমন আস্তাবোল (Augean stable : প্রবাদ আছে যে Augean-এর আস্তাবোলে এত ময়লা হয়েছিলো যে, হারকিউলিস একটা নদী বইয়ে তবে তা' পরিষ্কার ক'রতে সমর্থ হন) তৈরী হয়েছিল সমাজ-তান্ত্রিক দলগুলিতে যা কেবল সুবিধাবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টাই করেছে।

পাঠক বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন যে কাউট্স্কি তাঁর পুস্তিকার উদ্ধৃত অংশে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের উপর আক্রমণ সম্পর্কে বলেছেন। (এই সুযোগে সার্ব্বজনীন

ভোটাধিকারকে এই বলে প্রশংসা করেছেন যে ওটা প্রবল নৈতিক কর্ত্তৃত্বের গভীর আধার। অপর পক্ষে প্যারী কম্যুন ও একনায়কত্ব সম্পর্কে একই প্রশ্নে এঙ্গেলস্ বলেছিলেন বুর্জ্জোয়ার উপর সশস্ত্র জনগণের কর্ত্তৃত্বের কথা—'কর্ত্তৃত্ব' সম্পর্কে একজন বিপ্লবী ও আর এক মহামূর্খের দৃষ্টিভঙ্গির চারিত্রিক পার্থক্য—এতে বেশ পরিষ্কার)।

এটা লক্ষ্য করা উচিত যে বুর্জ্জোয়াদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার **সমস্যাটা পুরোপুরি রুশ দেশের** এবং এ সমস্যা সর্ব্বহারার একনায়কত্বের সম্পর্কে সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য নয়। শঠতা দূরে রেখে কাউট্স্কি যদি তাঁর পুঁথির নামকরণ করতেন "বলশেভিকদের বিরুদ্ধে"—তাহ'লে নামের সঙ্গে পুঁথিগত বস্তুর মিল থাকতো—এবং ভোটাধিকার সম্পর্কে সোজা আলোচনায় কাউট্স্কির নামা বিচারসহ হ'ত। কিন্তু মুখ্যতঃ কাউট্স্কি "নীতি বাগীশ" হিসাবে লিখতে চেয়েছেন। পুঁথির নামকরণ করেছেনঃ সাধারণভাবে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব। পঞ্চম ভাগ থেকে আরম্ভ করে বইয়ের কেবল শেষার্দ্ধটিতে তিনি বিশেষ করে সোভিয়েট এবং রাশিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথমাংশে

যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং যার থেকে আমি উদ্ধৃত করেছি—সেটা হচ্ছে **গণতন্ত্র** ও **সাধারণ একনায়কত্ব**। ভোটাধিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলশেভিকদের এমন প্রতিপক্ষ সেজেছেন যে **মত সম্পর্কে কানা-কড়ির ধার ধারে না**; মতের দিক থেকে অর্থাৎ গণতন্ত্রের ও একনায়কত্বের সাধারণ (জাতীয় এবং বিশেষ নয়) শ্রেণীগত বনিয়াদ সম্পর্কিত আলোচনায় শুধু ভোটাধিকারের মত বিশেষ প্রশ্ন না তুলে বরং তোলা উচিত ছিল—এই ধরণের প্রশ্ন যেমন: শোষক দিগকে উচ্ছেদ করা ও শোষকদের রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে শোষিতদের রাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করার ঐতিহাসিক যুগে **ধনী ও শোষকদের জন্য গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় কিনা**।

মাত্র এই ধরণেই কোন নীতিজ্ঞের পক্ষে সমস্যাটা উপস্থিত করা যেতে পারে।

প্যারী কম্যুনের উদাহরণ আমরা জানি, এ সম্পর্কে মার্ক্সবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যত কিছু বলেছেন তাও আমরা জানি। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব্বে "রাষ্ট্র ও আবর্ত্তন" নামে যে বইটী লিখেছিলাম—তাতে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব সম্পর্কিত সমস্যাটী আমি পূর্ব্বোক্ত মাল মশলার ভিত্তিতে বিচার করেছিলাম। ভোটাধিকার খর্ব্ব করা

সম্পর্কে আমি একেবারে কিছুই বলিনি। এখন অবশ্য বলতে হবে যে ভোটাধিকার খর্ব্ব করার সমস্যাটা নির্দ্দিষ্ট ভাবে জাতীয় সমস্যা, একনায়কত্বের সাধারণ সমস্যা নয়। রুশ বিপ্লবের **বিশেষ অবস্থা** ও তার বিকাশের **বিশেষ পথের** কথা ভেবে ভোটাধিকার খর্ব্ব করার সমস্যা আলোচনা করা উচিত। এই পুস্তিকায় সেটা পরে করা হবে। আসন্ন ইউরোপীয় বিপ্লবে সব ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে বুর্জ্জোয়াদের ভোটাধিকার খর্ব্ব করা হবে আগে থেকে এই ধরণের দৃঢ় ধারণা করা ভুল। হয় তো এই রকম হতে পারে। যুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে সম্ভবতঃ ঐ রকমই হবে। কিন্তু একনায়কত্ব পেতে হলে ওটা যে **না হ'লেই নয়** এমন নয়, একনায়কত্ব রূপ ন্যায়শাস্ত্র মূলক ধারণায় ওটা আবশ্যকীয় লক্ষণ নয়, একনায়কত্বের ঐতিহাসিক ও শ্রেণীগত ধারণায় ওটা আবশ্যকীয় কারণ ও নয়।

একনায়কত্বের আবশ্যকীয় অবস্থা, আবশ্যকীয় লক্ষণ হচ্ছে—শ্রেণী হিসাবে শোষকদের **সবলে** নিষ্পেষণ করা এবং তার ফলে "খাঁটি গণতন্ত্রের" নিয়মভঙ্গ অর্থাৎ সেই শ্রেণীর স্বাধীনতা ও সাম্যের গোলযোগ।

কেবল এই ভাবেই নীতি বিচারের দিক থেকে এ

সমস্যা উঠতে পারে। কাউট্স্কি তা' না ক'রে প্রমাণ করেছেন যে তার বলশেভিক বিরোধীতা মতবাদী হিসাবে নয়—সুবিধাবাদ ও বুর্জ্জোয়াদের চাটুকার হিসাবে।

কোন দেশগুলিতে এবং ধনতন্ত্রের তদ্দেশীয় জাতিগত বৈশিষ্ট হেতু—শোষকদের গণতন্ত্র সমগ্র ভাবে অথবা অংশতঃ খর্ব্ব হতে পারে? ধনতন্ত্রের অথবা কোন ও বিপ্লবের জাতীয় বৈশিষ্টের জন্য এ প্রশ্ন উঠতে পারে। নীতি মূলক প্রশ্ন একেবারে অন্য ধরণের—যেমনঃ **শোষক-শ্রেণীর গণতন্ত্রকে খর্ব্ব না করে** সর্ব্বহারার একনায়কত্ব কি সম্ভব?

আর ঠিক এই প্রশ্ন—যেটাই কেবল মতের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ—সেটাকে কাউট্স্কি এড়িয়ে গেছেন। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের নানারকম বাক্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন—**কেবল** এই সমস্যা সম্পর্কে যা আছে সেইগুলি এবং আমি যা উপরে উদ্ধৃত করেছি সেগুলি বাদ দিয়ে।

কাউট্স্কি এমন সব কথা আলোচনা করেছেন যা উদারনৈতিক, বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিকদের গ্রহণ যোগ্য হয়—এবং এদের চিন্তার ধারা ছাড়িয়ে কোথাও যাননি—কিন্তু সর্ব্বহারারা বুর্জ্জোয়াদের **প্রতিরোধ ভগ্ন না করে,**

লপ্রয়োগে শত্রুদের দমন না করে, আর এটা যখন "বলপ্রয়োগে দমন"—তখন "স্বাধীনতা" বা "গণতন্ত্র" অবশ্যই ধ্বংস না করে, জয়লাভ করতে পারবে না—এই আসল কথাটী কাউট্স্কি বলেন নি।

এটা কাউট্স্কি বুঝতে পারেন নি।

রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও সোভিয়েট এবং গণ-পরিষদ সম্পর্কে যে বিরোধে শেষোক্তটী নষ্ট হয়েছিল ও বুর্জ্জোয়াদের ভোটাধিকার-চ্যুত করা হয়েছিল—আমরা এখন সেই সমস্যা বিচার করবো।

সোভিয়েটগুলি রাষ্ট্র সংগঠনে পরিণত হতে সাহস করে না।

সোভিয়েটগুলি হচ্ছে রুশ ধরনের একনায়কত্ব। যদি একজন মার্ক্সনীতিজ্ঞ সর্ব্বহারার একনায়কত্ব সম্পর্কে লিখতে বসে বিষয়টীকে গভীর ভাবে (মেনশেভিকদের ব্যথার গান কপ্চিয়ে কাউট্স্কি যেমন একনায়কত্ব সম্পর্কে কেবল পেটি বুর্জ্জোয়া মড়া কান্নার পুরানো সুর তুলেছেন তেমনি না করে) অধ্যয়ন করতেন—তা হ'লে তিনি প্রথমেই একনায়কত্ব সম্পর্কে সাধারণ সংজ্ঞা দিতেন এবং তারপর তার বিশিষ্ট জাতিগত রূপ সোভিয়েট,

বিচার করতেন; এটাকে তিনি সমালোচনা করতেন সর্ব্বহারার একনায়কত্বের অন্যতম রূপ হিসাবে'।

একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্ক্সের মতবাদকে উদারনৈতিক ভাবে ব্যাখ্যা করার পর কাউট্স্কির কাছে ও ছাড়া আর কিছু আশা করা যাবে না সেটা না বল্লে ও চলে! কিন্তু সোভিয়েটগুলি কি—এই সমস্যা সম্পর্কে যে ভাবে তিনি এগিয়েছেন বা আলোচনা করেছেন সেটা অত্যন্ত লাক্ষণিক।

১৯০৫ সালে বিপ্লবের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন যে সোভিয়েট সৃষ্টি করে ছিল

অত্যন্ত ব্যাপক সর্ব্বহারা সংগঠন কারণ, সমস্ত মজুরেরা এর আওতায় পড়েছিল।

১৯০৫ সালে এগুলি স্থানীয় সংগঠন ছিল—১৯১৭ সালে জাতীয় সংগঠনে পরিণত হ'লো।

কাউট্স্কি বলছেন:

> সোভিয়েট সংগঠনের পিছনে একটা বড় ও মহত্ত্ব পূর্ণ ইতিহাস রয়েছে এবং তা ছাড়াও সামনে এর প্রবল ভবিষ্যত, আর সেটা কেবল রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা সর্ব্বত্র দেখা গেছে যে, ফিনান্স ক্যাপিট্যালের আয়ত্ত্বে যে বিরাট অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি আছে তার বিরুদ্ধে সর্ব্বহারাদের পুরানো পদ্ধতিতে

> রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম পরাজয় মানে। অথচ এই পুরানো পদ্ধতি পরিত্যাগ করা চলেনা, স্বাভাবিক অবস্থায় তারা এখনও প্রয়োজনীয়; কিন্তু সময় সময় এমন দায়িত্ব আসে যা তারা পালন করতে পারেনা এবং যথার্থ পালন করতে হলে কেবল শ্রমিক শ্রেণীর সকল প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অস্ত্রের ক্ষমতাকে সংযুক্ত করতে পারা দরকার। (৩২ পৃষ্ঠা)

তারপরে সাধারণ ধর্ম্মঘট ও "ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্র" সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে: যাতে বলা হয়েছে যে ট্রেডইউনিয়ন আমলাতন্ত্র, ট্রেডইউনিয়নের মত সমান প্রয়োজনীয় হলেও শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান

> বর্ত্তমান সময়ের যে সব প্রবল শ্রেণী সংগ্রাম চলছে তা চালনা করার পক্ষে অনুপযুক্ত। কাউট্স্কি এই রূপে সিদ্ধান্ত করছেন যে আমাদের যুগে সোভিয়েট সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। মূলধন ও শ্রমের যে বিরাট চূড়ান্তকারী যুদ্ধে আমরা এগিয়ে চলেছি এই সোভিয়েট সেখানে একটা হেস্তনেস্ত করবে।
>
> কিন্তু এ ছাড়া আরও বেশী সোভিয়েটের কাছ থেকে আশা করা কি আমাদের উচিত হবে? নভেম্বর (অক্টোবর) বিপ্লবের পর বলশেভিকরা বামপন্থী সমাজ বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে রুশ শ্রমিকপ্রতিনিধিদের

সোভিয়েটগুলিতে সংখ্যাধিক্য লাভ করেছিল, তারপর গণ পরিষদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর তারা সোভিয়েটগুলিকে একটা **শ্রেণীর সংগ্রামশীল সংগঠন থেকে একটা রাষ্ট্র সংগঠনে** রূপান্তরিত করে। মার্চ্চ (ফেব্রুয়ারী) মাসে রাশিয়ার জনগণ যে গণতন্ত্র লাভ করেছিল তা তারা ধ্বংস করে। তদনুযায়ী বলশেভিকরা নিজেদের **সোস্যাল ডেমক্রাট** বলছেনা, **কম্যুনিষ্ঠ** বলছে। (বিশেষ চিহ্ন কাউট্স্কি প্রদত্ত, ৩৩ পৃষ্ঠা)

যাঁরা রুশ দেশের মেনশেভিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত তাঁরা অবিলম্বে বুঝতে পারবেন যে কি রকম দাসসুলভ বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাউট্স্কি মার্টভ, একসেল্‌রড, ষ্টেন কোম্পানীকে নকল করেছেন। হ্যাঁ, "দাস সুলভ বিশ্বস্ততা"—কারণ মেনশেভিকসংস্কারের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে তিনি ঘটনাগুলিকে হাস্যকর ভাবে বিকৃত করেছেন। বলশেভিকদের কম্যুনিষ্ট নাম গ্রহণ ও সোভিয়েটগুলিকে রাষ্ট্র সংগঠনে পরিনত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রশ্ন কখন প্রথম উঠেছিল সে সম্বন্ধে কাউট্স্কি তাঁর সংবাদ দাতাদের (বার্লিনের ষ্টেন ও ষ্টকহলমের একসেল্‌রড্) কাছে জানবার কষ্ট স্বীকার করেন নি। যদি এই সামান্য অনুসন্ধানটী তিনি করতেন তা হ'লে এই হাস্যকর লাইনগুলি তাঁকে লিখতে হ'ত না

কারণ ঐ দুটী প্রশ্নই বলশেভিকরা ১৯১৭ সালের এপ্রিলে তুলেছিল। যেমন ১৯১৭ সালে আমার এপ্রিল থিসিস্‌-যা ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের **অনেক আগে** গ্রহণ করা হয়। (এবং ১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেবার অনেক দিন আগে নিশ্চয়ই)।

কিন্তু কাউট্‌স্কির যুক্তির যে-অংশটা আমি পুরা উদ্ধৃত করেছি—তাতেই সোভিয়েটগুলির সমস্যা সম্পর্কে **চূড়ান্ত** কথা আছে। এই চরম কথার সমস্যা হচ্ছেঃ সোভিয়েটগুলিকে রাষ্ট্র সংগঠনে পরিণত করার আশা করা কি উচিত (১৯১৭ সালের এপ্রিলে বলশেভিকরা রব তুলেছিল "সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েটকে দাও"—এবং এই মাসের পার্টি সম্মেলনে তারা ঘোষনা করেছিল যে তারা বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রে সন্তুষ্ট নয় তাই দাবী করেছিল প্যারী কম্যুন বা সোভিয়েট ধরণে মজুর-কিষানের সাধারণ তন্ত্র)—না সোভিয়েট গুলিকে এ চেষ্টা ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করতে বিরত হওয়া উচিত, রাষ্ট্র সংগঠনে পরিবর্ত্তিত না হয়ে **একটা শ্রেণীর সংগ্রামশীল** সংগঠন রূপে থাকা উচিত? মার্টভ্‌ ঠিক এই ভাবই প্রকাশ করেছিল। সম্ভবতঃ তার আশা ছিল যে এই সদিচ্ছার আড়ালে একথাটা ঢাকা থাকবে যে বস্তুতঃ

মেনশেভিকদের নেতৃত্বে সোভিয়েটগুলি **শ্রমিকদিগকে বুর্জ্জোয়াদের অধীন রাখার যন্ত্রই ছিল।**

কাউট্‌স্কি দাসসুলভ ভাবে মার্টভের কথাগুলি কপ্‌চিয়েছেন। বলশেভিক ও মেনশেভিকদের নীতি মূলক তর্কের অংশ কুড়িয়ে নিয়েছেন এবং অযৌক্তিক ও অজ্ঞানের মত সেগুলিকে সাধারণ নীতি এবং ইউরোপীয় ক্ষেত্রে বপন করেছেন। ফলে এমন গোঁজামিলের সৃষ্টি হয়েছে যে রাশিয়ার প্রত্যেক শ্রেণী-চেতনা সম্পন্ন শ্রমিক, যারা কাউট্‌স্কির এই যুক্তি শুনেছে তারা কবি হোমারের উল্লিখিত হাসি চেপে রাখতে পারেনি।

এবং আমরা যখন প্রত্যেক ইউরোপীয় শ্রমিককে প্রকৃত আলোচ্য সমস্যা বুঝিয়ে দেব তাঁরাও (কতিপয় মেরুদণ্ডবিহীন সমাজ সাম্রাজ্যবাদী ছাড়া) সেই একই অট্টহাস্যে কাউট্‌স্কিকে অভ্যর্থনা করবে।

মার্টভের ভুলটাকে প্রকাশ্য মূর্খতায় পরিণত করিয়ে কাউট্‌স্কি তার ভাল করতে গিয়ে মন্দটাই করে বসে আছেন। দেখা যাক্ কাউট্‌স্কির যুক্তির মর্ম্মটা কি।

সোভিয়েট সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে ঘিরে রয়েছে। সর্ব্বহারাদের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সংগ্রামের পুরানো কৌশল ফিনান্স ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত

নয়, সোভিয়েটের মহান ভবিষ্যত রয়েছে এবং সেটা কেবল রাশিয়াতে নয়। ইউরোপে মজুরী ও মূলধনের শেষলড়াইয়ে সোভিয়েট চূড়ান্তকারী অংশ গ্রহণ করবে—এই হ'ল কাউট্স্কির বক্তব্য।

চমৎকার। কিন্তু "শ্রমিক ও পুঁজির চূড়ান্ত যুদ্ধ" এই সমস্যাকে অর্থাৎ এই দুইদলের কোন্‌টা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করবে—তা' সমাধান করে দেবেনা কি?

দোহাই ঈশ্বর এ রকমটা যেন না হয়!

যে সংগঠনের আওতায় সমস্ত শ্রমিক রয়েছে, "চূড়ান্তকারী" যুদ্ধে সে সংগঠন **অবশ্য যেন রাষ্ট্র সংগঠনে পরিবর্ত্তিত না হয়।** কিন্তু রাষ্ট্র কি?

একটা শ্রেণী কর্ত্তৃক আর একটা শ্রেণীকে নিপীড়ন করার যন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্র আর কিছু নয়।

তাই, অত্যাচারিত শ্রেণী, আধুনিক সমাজের বঞ্চিত ও শ্রমরত জনসাধারণের সম্মুখ বাহিনী "পুঁজি ও শ্রমিকের চূড়ান্তকারী যুদ্ধে" অবশ্য এগিয়ে যাবে কিন্তু যে যন্ত্রের দ্বারা পুঁজি শ্রমিককে অত্যাচার করে তা' **অবশ্য যেন স্পর্শ না করে!** ও যন্ত্রকে **অবশ্য যেন না ভাঙ্গে! শোষকদিগকে নিষ্পেষিত করার উদ্দেশ্যে** যেন ঐ ব্যাপক সংগঠন না ব্যবহৃত হয়!

মিষ্টার কাউট্স্কী, চমৎকার! মহান! "আমরা" শ্রেণী সংগ্রাম মানি সেই ভাবে যে ভাবে উদার নৈতিকরা মানে অর্থাৎ বুর্জ্জোয়াকে উচ্ছেদ করে না যে শ্রেণী সংগ্রাম তাকেই মানি!

ঠিক এইখানেই কাউট্স্কির সঙ্গে মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ পরিস্ফুট হয়েছে। বস্তুতঃ এতেই বুর্জ্জোয়া দলে ভিড়ে যাওয়া যায়—কারণ যে শ্রেণীকে তারা অত্যাচার করে এসেছে—সেই শ্রেণীর সংগঠনের কাছে রাষ্ট্র শক্তি হস্তান্তরিত করা ছাড়া তারা আর সব কিছুতেই রাজী হতে প্রস্তুত। গুরুতর বৈষম্যগুলিকে কথার প্যাঁচে ঢেকে এবং প্রত্যেকটা জিনিষ গোঁজামিল দিয়ে কাউট্স্কির পক্ষে আর নিজের অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

শ্রমিক শ্রেণী কর্ত্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করা—হয় কাউট্স্কি অস্বীকার করুণ না হয় বলুন যে বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রমিক শ্রেণী নিতে পারে তবে সেটাকে ভেঙ্গে, গুড়ো করে, নতুন করে সর্বহারা মূলক করা দরকার এটাতে তিনি রাজী না। যে ভাবেই কাউট্স্কির যুক্তির "অর্থ" বা "ব্যাখ্যা" করা হোক মার্ক্সবাদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ও বুর্জ্জোয়া দলে ভিড়ে যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

দলত্যাগী কাউট্স্কি

বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণী কি ধরণের রাষ্ট্র চায় সেই লিখ্‌তে গিয়ে মার্ক্স ইতিপূর্ব্বেই "সাম্যবাদীর ইস্তাহারে" লিখেছিলেন: "এমন রাষ্ট্র যেখানে সর্ব্বহারা শাসক শ্রেণী হিসাবে গঠিত"।

এখন এই অবস্থায় একটা লোক নিজেকে মার্ক্সবাদী দাবী করেও বলছে যে সর্ব্বহারা প্রত্যেকে সংগঠিত হয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে "চূড়ান্ত লড়েও" তাদের শ্রেণী সংগঠনকে রাষ্ট্র সংগঠনে পরিণত করতে পারবে না! এইখানে কাউট্‌স্কি "রাষ্ট্র সম্পর্কে তার অযৌক্তিক বিশ্বাস" প্রকাশ করে ফেলেছেন। জার্ম্মাণে এই অবস্থা সম্পর্কে এঙ্গেলস্ ১৮৯১ সালে বলেছেন: এই অযৌক্তিক অবস্থা বুর্জ্জোয়া এমন কি শ্রমিকদের মনেও ছেয়ে রয়েছে। শ্রমিকরা সংগ্রাম চালাও! আমাদের মূর্খেরা "তাতে রাজী।" (প্রত্যেক বুর্জ্জোয়াই তাতে রাজী—কারণ শ্রমিকরা তো সব সময়ে লড়ছেই শুধু বিরক্তির কারণ এইটুকু যে কি ভাবে শ্রমিকদের অস্ত্রকে ভোঁতা করা যায় তাই উদ্ভাবন) লড়ো, **কিন্তু জয়ের আশা ক'রনা!** বুর্জ্জোয়াদের রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস ক'র না; বুর্জ্জোয়া "রাষ্ট্রযন্ত্রের" যায়গায় সর্ব্বহারা "রাষ্ট্রযন্ত্র" বসিওনা!

রাষ্ট্র একটা শ্রেণী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীকে শাসন করার

যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়—মার্ক্সবাদের এই কথাটীকে যে যথার্থ বিশ্বাস করেছে বা এ জিনিষটা নিয়ে যে আলোচনা করেছে সে কখনও এই বিশ্রি সিদ্ধান্তে পৌছাতো না যে সর্ব্বহারা সংগঠন ফিনান্স ক্যাপিটালকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হলেও রাষ্ট্রযন্ত্রে পরিণত হবে না। এইখানেই পেটি বুর্জ্জোয়াদের সেই ধারণা প্রকাশ পায়—যার দ্বারা তারা বলে বেড়ায়—"যাই বলা বা করা হোক" রাষ্ট্র শ্রেণীর বাইরে—শ্রেণীর উপরের বস্তু। বাস্তবিক কেন মূলধনের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারাকে, "একটী শ্রেণীকে" দৃঢ় সংগ্রাম চালাতে দেওয়া হয়—যে ক্ষেত্রে মূলধন সকলকে, সমস্ত পেটি বুর্জ্জোয়াকে, সমস্ত চাষীকে শাসন করছে? কিন্তু সর্ব্বহারার, "একটী শ্রেণীর" সংগঠনকে কেনই বা রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করতে দেওয়া হবেনা? কারণ পেটি বুর্জ্জোয়া শ্রেণী সংগ্রামের ভয়ে ভীত এবং এর যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্তে, **প্রধান উদ্দেশ্যে**, শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে চায় না।

কাউট্স্কি একেবারে গুলিয়ে ফেলেছেন এবং নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন। লক্ষ্য করুন, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ইউরোপ মজুরী ও মূলধনের চূড়ান্ত যুদ্ধে এগিয়ে চলেছে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

সংগ্রামের পুরানো পদ্ধতি শ্রমিকের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই পুরানো পদ্ধতি ছিল বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা। তাহলে ?……

কিন্তু এর থেকে যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কাউট্‌স্কি ভয় পাচ্ছেন।

তাই কেবল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, কেবল শ্রমিক-শ্রেণীর শত্রু, কেবল বুর্জ্জোয়াদের চাটুকাররাই বর্ত্তমানে অকেজো অতীতের দিকে মুখ ফেরাতে পারে, বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের গুণ বর্ণনা করতে পারে এবং খাঁটি গণতন্ত্রের কথা নিয়ে বাজে বকতে পারে। মধ্যযুগের তুলনায় বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র উন্নতিশীল ছিল তাই তাকে ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এটা অপর্য্যাপ্ত। বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের স্থানে সর্ব্বহারা গণতন্ত্র পত্তন করতে এখন পিছনে তাকাবো না, সামনে তাকাবো ? যদিও সর্ব্বহারা বিপ্লবের সূচনার কাজকর্ম্ম, সর্ব্বহারা সেনাদলের গঠন ও শিক্ষাদান বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রের কাঠামোর ভিতর করা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয় ও বটে কিন্তু যখন আমরা "চূড়ান্ত সংগ্রামের" পর্য্যায়ে পৌঁচেছি তখন সর্ব্বহারাকে ঐ কাঠামোর মধ্যে রাখার অর্থ হচ্ছে,

সর্ব্বহারাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, দলত্যাগী হওয়া। কাউট্‌স্কি বিশেষ করে হাস্যাস্পদ হয়েছেন মার্টভের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে। অথচ লক্ষ্য করেন নি যে মার্টভের যুক্তি অন্য আর একটা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে যুক্তি কাউট্‌স্কি নিজে ব্যবহার করেন না! মার্টভ বলেছেন (এবং কাউট্‌স্কি তা পুনরাবৃত্তি কচ্ছেন) যে রাশিয়া সমাজতন্ত্রবাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এই কথার থেকে যুক্তিসঙ্গত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে সংগ্রামের যন্ত্র থেকে সোভিয়েটগুলি রাষ্ট্রযন্ত্রে পরিণত করার সুযোগ এখনও হয় নি, (পড়ুন: **সোভিয়েটগুলিকে মেনশেভিক নেতাদের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়াদের কাছে শ্রমিকদের বশ করে রাখার যন্ত্র হিসাবে পরিণত করার এই সুযোগ**)। কাউট্‌স্কি মোটের উপর খোলাখুলি বলতে পারেন না যে ইউরোপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্য প্রস্তুত নয়। ১৯০৮ সালে যখনও তিনি দলত্যাগী হন নি তখন তিনি লিখেছিলেন যে অপরিনত ভাবে যদি বিপ্লব সুরু হয় তাতে ভয় করার কোনও কারণ নেই, আর পরাজয়ের ভয়ে যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে কথা বলছে সে বিশ্বাস-ঘাতক। এটা এখন খোলাখুলি ভাবে অস্বীকার করতে

কাউট্স্কি সাহস করেন না। তাই আমরা এমনি ধরণের অসার কথা শুনতে পাচ্ছি যাতে কেবল মূর্খও কাপুরুষ পেটি বুর্জোয়া স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে, যেমন : একদিকে ইউরোপ সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে এবং মজুরী ও মূলধনের চূড়ান্ত সংগ্রামক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে অপরদিকে **সংগ্রাম সংগঠন** (অর্থাৎ যার জন্ম, বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় সংগ্রাম কালেই ঘটতে থাকে), সর্ব্বহারার সংগঠন, অগ্রগামী সংগঠন, শোষিত শ্রেণীর সংগঠনকারী ও নেতা—তাকে রাষ্ট্র সংগঠনে **কিছুতেই** রূপান্তরিত করা হবে না।

সোভিয়েট সংগ্রামশীল সংগঠন হিসাবে প্রয়োজনীয় অথচ রাষ্ট্রযন্ত্রে রূপান্তরিত হবে না একথাটা মতের দিক যতটা অদ্ভুত বাস্তব রাজনীতিতে তার ও বেশী অদ্ভুত। এমন কি শান্তিপূর্ণ অবস্থায়, যখন কোন বৈপ্লবিক অবস্থা নেই, তখন ধনীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যে সংগ্রাম সুরু করে—যেমন ধর্ম্মঘট ব্যাপক হয় তখন দুইপক্ষেই তিক্ততা ও তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়, বুর্জোয়া প্রভু তার নিজের এলাকায় কর্ত্তা সেজে থাকতে চায়। কিন্তু বিপ্লবের সময় যখন রাজনৈতিক জীবন ফুটন্ত জলের অবস্থায় এসেছে তখন সোভিয়েটের মত একটা সংগঠন যার আওতায়

সমস্ত শ্রমিক, সমস্ত শিল্প, সমস্ত সৈন্য এবং গ্রামের জনসংখ্যার সমস্ত শ্রমরত ও দরিদ্র অংশ রয়েছে, তেমনি সংগঠনের পক্ষে সংগ্রামের পথে আক্রমন ও আত্মরক্ষার অত্যন্ত সরল যুক্তিতে আপনা থেকেই এই ক্ষমতা হাতে নেবার সমস্যা সোজা উপস্থিত হবে। মাঝামাঝি পথ নেবার চেষ্টা, বুর্জ্জোয়ার সঙ্গে সর্ব্বহারার মিটমাটের কথা তোলা হবে প্রচণ্ড মূর্খতা এবং বিশ্রী পরাজয়। মার্টভ ও অন্যান্য মেনশেভিক নেতাদের প্রচারের এই ফল রাশিয়াতে ঘটেছিল এবং সোভিয়েট গুলি যদি ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়, একত্র ও শক্তিশালী হতে পারে তাহলে জার্ম্মাণী বা অন্যান্য দেশে ঠিক অনুরূপ ব্যাপার হবে।

সোভিয়েটকে বলাহবে যুদ্ধকর কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা সবটা তোমাদের হাতে নিওনা, রাষ্ট্র সংগঠনে পরিবর্ত্তিত হয়োনা এর মানে হচ্ছে শ্রেণী সহযোগ ও বুর্জ্জোয়া ও শ্রমিকদের ভিতর সামাজিক শান্তি প্রচার করা। একটা প্রবল সংগ্রাম কালে এমনি অবস্থায় পরাজয় ছাড়া আর কিছু হতে পারে এটা ভাবতে ও উপহাসাস্পদ হতে হয়। কিন্তু কাউট্স্কির চিরকেলে ভাগ্য হচ্ছে দুই টুলের মাঝখানে বসা। তিনি ভান

করেন যে মতের কোন যায়গাতেই তিনি সুবিধাবাদীদের সঙ্গে এক নন কিন্তু কাজের বেলায় প্রত্যেকটী আসল ক্ষেত্রে যেমন বিপ্লব সম্পর্কে সব কিছুতে তিনি তাদের সঙ্গে একমত।

গণপরিষদ এবং সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র

গণপরিষদ এবং বলশেভিক কর্ত্তৃক সেটা ভেঙ্গে দেওয়ার সমস্যা কাউট্স্কির পুস্তিকায় মুখ্যস্থান অধিকার করে বসে আছে। তিনি বার বার এই সমস্যায় ফিরে আসছেন এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই তত্ত্বদর্শী নেতাটীর সমগ্র সাহিত্য চর্চ্চা, কিভাবে বলশেভিকরা "গণতন্ত্র" ধ্বংস করেছে তার নিন্দাতে ভরে রয়েছে। এই সমস্যাটা প্রকৃতপক্ষে চিত্তাকর্ষক এবং জরুরীও বটে কারণ বিপ্লবের দ্বারা বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র ও সর্ব্বহারা গণতন্ত্রের সম্পর্ক বাস্তব রূপ ধারণ করছে। দেখা যাক আমাদের "মার্ক্সনীতিজ্ঞ" কি ভাবে সমস্যাটা আলোচনা করেছেন।

১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারী (১৯১৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর) মাসে প্রাভ্দায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ "গণপরিষদ সম্পর্কে নির্দ্দেশমূলক রচনা" তিনি তুলে

দেখিয়েছেন। সকলেই ভাব্‌বে উক্তবিষয় সম্পর্কে গুরুতর মনোযোগ বা নথিপত্র আলোচনার ইচ্ছার এর থেকে ভাল নজির কাউট্‌স্কির কাছ থেকে আশা করা যায় না। কিন্তু দেখুন কিভাবে উদ্ধৃত করছেন। এই ধরণের নির্দ্দেশমূলক রচনা যে ১৯টী ছিল কাউট্‌স্কি তা বলেননি। এই প্রবন্ধে সাধারণ বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে, গণপরিষদ ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের যে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে এবং বিপ্লবের অগ্রগমনের পথে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব ও গণপরিষদের যে বিভেদের ইতিহাস আলোচনা হয়েছে তা' তিনি বলেননি। কাউট্‌স্কি সব চেপে দিয়ে শুধু বলছেন "এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দুটী খুব দরকারী"। একটী হচ্ছে, গণপরিষদ অধিবেশনের আগে এবং নির্ব্বাচনের পরে সমাজ বিপ্লবীদের ভিতরে ভাঙ্গন ধরে (কাউট্‌স্কি উল্লেখ করেননি যে এটা পঞ্চম প্রবন্ধে আছে) এবং অন্যটী হচ্ছে যে সোভিয়েট সাধারনতন্ত্র গণপরিষদের থেকে উচ্চতর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান (এখানেও কাউট্‌স্কি উল্লেখ করেননি যে এটা তৃতীয় প্রবন্ধ)।

তৃতীয় প্রবন্ধ থেকে কেবল এই অংশটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন :—

দলত্যাগী কাউট্স্কি

"...সোভিয়েট সাধারনতন্ত্র...গণপরিষদের মুকুট পরা সাধারণ বুর্জোয়া সাধারনতন্ত্র থেকে কেবল উচ্চ ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয় পরন্তু এটাই একমাত্র রূপ যার থেকে অত্যন্ত কম বেদনাদায়ক ভাবে * সমাজতন্ত্রের অবস্থান্তর হতে পারে (কাউট্স্কি এই সাধারণ কথাটা) বাদ দিয়েছেন এবং প্রবন্ধটার ভূমিকায় যাতে বুর্জোয়া থেকে সমাজতন্ত্রে, সর্ব্বহারার একনায়কত্বে পৌছুতে হবে এমন কথা উল্লেখ আছে সেটা. প্রকাশ করেননি।

এই সব বচন উদ্ধৃত করে কাউট্স্কি প্রচণ্ড পরিহাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ঃ—

দুঃখের বিষয় এই সিদ্ধান্ত (গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার) যখন হ'ল তখন বলশেভিকরা গণপরিষদে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়। এর আগে গণপরিষদ ডাকার জন্যে লেনিনের থেকে কেউ বেশী হল্লা করেনি।

* প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে কাউট্স্কি নিশ্চিত তামাসা করবার জন্য "অত্যন্ত কম বেদনাদায়ক ভাবে" অবস্থান্তর কথাটার বার বার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেমন ভাবে তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায় তেমনি ভাবে তিনি কয়েক পাতা পরে অল্প একটু জোচ্চুরি করে মিথ্যা উদ্ধৃত করেছেন "বেদনাহীন অবস্থান্তর"। অবশ্য এই ভাবে কোন বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের মুখে যাতা' বসানো চলে। কিন্তু এই জোচ্চুরী যুক্তি আসল তথ্যটাকে এড়িয়ে যাওয়ার সাহায্য করে, যেমন সমাজতন্ত্রবাদে অত্যন্ত কম বেদনা দায়ক ভাবে পৌছানো যাবে তখনই যখন সমস্ত গরীব সংগঠিত (সোভিয়েটে) এবং যখন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র শক্তি (সর্ব্বহারাদের) সাহায্য করবে গরীবদের সংগঠিত করতে।

কাউট্‌স্কি তার বইয়ের ৩১ পাতায় এই লিখেছেন !

এটা একটা হীরার টুকরো ! প্রশ্নটা ,এই রকম মিথ্যা ভাবে তোলা শুধু বুর্জ্জোয়া চাটুকারদের দ্বারা সম্ভব যাতে পাঠকদের মনে এই ধারনা জন্মায় যে বলশেভিকরা যে উচ্চতর রাষ্ট্রের কথা বলে বেড়ায় সেটা তখনই তারা আবিষ্কার করেছে যখন তারা দেখেছে যে তারা গণপরিষদে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় ভুক্ত। যে বুর্জ্জোয়াদের কাছে আত্ম-বিক্রয় করে অথবা পি, একসেলরডের কথায় বিশ্বাস করে (দুটো কাজই এক প্রকারের) এবং কোথা থেকে উক্ত সংবাদ মিলেছে তা' গোপন করতে চায় শুধু তারই মত বদমায়েসের পক্ষে এই রকম ঘৃণ্য মিথ্যা প্রচার করা সম্ভব।

প্রত্যেকেই জানে যে আমি যেদিন রাশিয়াতে পা দিই (এপ্রিল ১৭ই, ১৯১৭) সেদিনই আমি প্রকাশ্যে আমার প্রবন্ধ পড়ি যাতে আমি ঘোষণা করেছিলাম যে বুর্জ্জোয়া আইন সভামূলক গনতন্ত্রের থেকে প্যারি কম্যুনের মত গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ। পরে আমি বার বার এই জিনিষটা ছাপার অক্ষরে বার করি যথা : রাজনৈতিক দল সম্পর্কে একটা পুস্তিকায় সেটা ইংরাজীতে অনুদিত হয়েছিল এবং ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

নিউইয়র্ক Evening post এ ছাপানো হয়েছিল (Political parties in Russia and task of proletariat, collected works vol. xx 158.) এ ছাড়া, ১৯১৭ সালের এপ্রিলের শেষে ও মে মাসের প্রথমে বলশেভিক পার্টির যে সভা হয় তাতে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যার মর্ম্ম হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের সাধারণতন্ত্র বুর্জ্জোয়া আইন সভামূলক সাধারন তন্ত্র থেকে উচ্চতর তাই আমাদের পার্টি শেষোক্ত জিনিষ নিয়ে সন্তুষ্ট হবেনা—তাই পার্টির কর্ম্মসূচী এই অনুযায়ী সংশোধিত হোক।

এইসব ঘটনার সামনে, কাউট্‌স্কি যে তার জার্ম্মাণ পাঠকদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে আমি গণপরিষদ ডাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম তার পরে যেই সেখানে বলশেভিকরা সংখ্যাল্প হয়ে গেল আর অমনি আমি গণ-পরিষদের সম্মান ও মর্য্যাদা খাটো করতে লেগে গেলাম —কাউট্‌স্কিরএই ধূর্ত্তামির কি নাম দেওয়া যায়?…… (প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই পুস্তিকায় মেনশেভিকসুলভ অনেক মিথ্যা কথা আছে। এটা ক্রুদ্ধ মেনশেভিকের লেখা কুৎসাপূর্ণ পুস্তিকা) কি ভাবে এই শাঠ্যের ক্ষমা করা যায়? কাউট্‌স্কি সব তথ্য অবগত নন এই বলে?

তাই যদি হবে তো এমনি বিষয়ে কেন তিনি লিখতে গেলেন? কেন তিনি সৎভাবে স্বীকার করলেন না যে তিনি মেনশেভিক ষ্টেন, একসেল্‌রড প্রভৃতির প্রেরিত তথ্যের উপর লিখছেন? তথ্যমূলক লেখার ভান করে তিনি সেইসব মেনশেভিকদের ভৃত্যের অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারটা চাপা দিতে চান যারা হেরে গেছে বলেই আজ অভিযোগকারী হয়েছে। কিন্তু এগুলি কেবল ফুল—এখনও ফলের দেরী আছে। ধরে নেওয়া যাক কাউট্‌স্কি তার সংবাদদাতাদের কাছ থেকে এই প্রশ্ন সম্পর্কে বলশেভিকদের প্রস্তাব বা ঘোষনার কোন অনুবাদ পান নি বা যোগাড় করতে পারেন নি (?) যাতে করে জানা যেত যে বলশেভিকরা বুর্জ্জোয়া আইন সভা মূলক সাধারণ তন্ত্র বা অন্য কিছু চেয়েছিলেন কিনা। এইটাই ধরা যাক যদিও এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু কাউট্‌স্কি তার বইয়ের ৩০ পাতায় আমার জানুয়ারী ৮, ১৯১৮ সালের প্রবন্ধ সোজা উল্লেখ করেছেন।

তিনি কি এইসব প্রবন্ধের সবটুকু জানেন না? ষ্টেন, একসেল্‌রড প্রভৃতির দ্বারা যেটুকু অনুবাদ পেয়েছেন সেইটুকুই জানেন? বলশেভিকরা গণপরিষদ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্রকে বুর্জ্জোয়া সাধারণ তন্ত্র

থেকে বড় বলে মনে করতো কিনা—এবং যদি করে থাকে তাহলে জনসাধারণকে সে কথা বলেছে কিনা এই মূল প্রশ্ন সম্পর্কে আমার তৃতীয় প্রবন্ধ কাউট্স্কি উদ্ধৃত করেছেন;

কিন্তু আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ উদ্ধৃত করেন নি। দ্বিতীয় প্রবন্ধে আছে:

> গণপরিষদ আহ্বান করার দাবী উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সমাজ-তান্ত্রিকরা ১৯১৭ সালের বিপ্লবের গোড়া থেকেই **বারবার বলে আসছে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, সাধারণ বুর্জ্জোয়া সাধারণতন্ত্র বা গণপরিষদ থেকে উচ্চতর পর্য্যায়ের গণতন্ত্র।**

বলশেভিকরা সর্ব্ব রকম নীতি থেকে চ্যুত, তারা "বিপ্লবী সুবিধাবাদী" (এই কথাটা কাউট্স্কি তাঁর বইয়ের কোন এক জায়গায় কোন সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন তা' মনে করতে পারছি না) এইটা প্রমাণ করবার জন্য কাউট্স্কি তার জার্ম্মাণ পাঠকদের কাছ থেকে এটা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন যে ঐ প্রবন্ধগুলিতে "বারবার ঘোষনার" সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়ে গেছে!

সর্ব্বহারা বিপ্লব ও

এইসব হীন, ঘৃনার্হ ও এবং নিম্নস্তরের উপায় কাউট্স্কি অবলম্বন করেন। এইভাবে তিনি নীতিগত সমস্যা অগ্রাহ্য করেন।

প্যারি কম্যুন ও সোভিয়েট তন্ত্র থেকে বুর্জ্জোয়া আইন সভামূলক সাধারণ তন্ত্র যে নিম্নস্তরের এটা সত্য কিনা? সমস্যার এইটা হচ্ছে সার কথা এবং এইটাই কাউট্স্কি এড়িয়ে চলেছেন। প্যারি কম্যুনের বিশ্লেষনের সময় মার্ক্স কি বলে গেছেন তিনি তা' "ভুলে গেছেন", বেবেলকে ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৫ সালে এঙ্গেলস্ যে চিঠি লিখেছিলেন যাতে করে মার্ক্সের সিদ্ধান্ত বাস্তব, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় আছে—রাষ্ট্র বলতে যা' বোঝায় কম্যুন আর তা ছিল না এ কথাও কাউট্স্কি ভুলে গেছেন।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিখ্যাত নীতি নির্দ্দেশক রাশিয়া সম্পর্কে "সর্ব্বহারার একনায়কত্ব" নামে বিশেষ পুস্তিকায় যেখানে বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র থেকে উচ্চতর রাষ্ট্রের কথা বারবার পরিষ্কার করা হয়েছে—সেই প্রশ্নই এড়িয়ে যাচ্ছেন। এর থেকে বুর্জ্জোয়া দলে ভিড়ে যাওয়া কোন ভাবে পৃথক? আমরা প্রসঙ্গের মাঝে মাঝে দেখাবো যে এ বিষয়েও কাউট্স্কি কেবল রাশিয়ার মেনশেভিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

শেষোক্তদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা মার্ক্স ও এঙ্গেলসের সমস্ত "বচন" জানেন—কিন্তু ১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর ও অক্টোবর ১৯১৭ থেকে অক্টোবর ১৯১৮ পর্য্যন্ত একটী মেনশেভিকও এই সমস্যাটীকে **একবারের জন্য ও** প্যারী কম্যুন ধরণের রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করেন নি। এমন কি প্লেখানভও এই সমস্যা এড়িয়ে রয়েছেন। **চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলে তিনি মনে করেছেন।**

এটা বলাই বাহুল্য যে, যে সমস্ত লোক নিজেদেরকে মার্ক্সবাদী বা সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেয় অথচ কার্য্যতঃ আসল সমস্যা এলে বুর্জ্জোয়া দলে ভিড়ে যায়, তাদের সঙ্গে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর প্যারী কম্যুন ধরণের রাষ্ট্রের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর সামিল। এই বইয়ের শেষে গণপরিষদ সম্পর্কে আমার প্রবন্ধের সম্পূর্ণ অংশটী জুড়ে দিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। পাঠক তাহলে দেখতে পাবেন যে ৮ই জানুয়ারী ১৯১৮ সালে (২৬ ডিসেম্বর ১৯১৭) এই সমস্যাটী মতবাদের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে এবং বাস্তব রাজনীতির দিক থেকে উত্থাপন করা হয়েছিল।

কাউট্‌স্কি যদি নীতিজ্ঞ হিসাবে মার্ক্সবাদ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে থাকেন তাহ'লে অন্ততঃ ঐতিহাসিক হিসাবেও তিনি গণপরিষদ ও সোভিয়েটের লড়াইটা পরীক্ষা করতে পারতেন। আমরা কাউট্‌স্কির অনেকগুলি লেখা থেকে জানি যে তিনি মার্ক্সীর ঐতিহাসিক হতে পারতেন এবং যদিও আজ তিনি দলত্যাগী হয়েছেন তবু তাঁর উক্ত লেখাগুলি সর্ব্বহারাদের চিরকালের সম্পত্তি হয়ে থাকবে। কিন্তু এই সমস্যায় ঐতিহাসিক হয়েও তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন, অত্যন্ত জানা ঘটনাগুলি অস্বীকার করছেন এবং চাটুকারদের মত ব্যবহার করছেন। বলশেভিকদের কোন নির্দ্দিষ্ট মত নেই বলে তিনি তাদের দাঁড় করাতে চান এবং তাঁর পাঠকদের বলছেন যে বলশেভিকরা গণপরিষদ ভাঙ্গবার আগে ঐটার সঙ্গে তাদের যে বিরোধ তা' ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। লজ্জা পাওয়ার মত কাজ আমরা একেবারে কিছুই করিনি; কথা ফিরিয়ে নেওয়ার ও আমাদের কিছু নেই। আমার প্রবন্ধ আমি সম্পূর্ণ দিয়েছি এবং সেখানে যত সরল ও পরিষ্কার ভাবে বলা যায় সেই ভাবে বলেছি: দোদুল্য চিত্ত পেটি বুর্জ্জোয়া দলের ভদ্র মহোদয়গণ যারা গণপরিষদে ঢুকেছেন, তারা

হয় সর্ব্বহারার এক নায়কত্ব মেনে নিন নতুবা আমরা "বিপ্লবী উপায়ে আপনাদের জয় ক'রব"। (১৮ এবং ১৯ প্রবন্ধ) দোদুল্যচিত্ত পেটি-বুর্জ্জোয়াদের প্রতি প্রকৃত বৈপ্লবিক সর্ব্বহারা এই ভাবে ব্যবহার করেছে এবং সর্ব্বদা করবেও। গণপরিষদের সম্পর্কে কাউট্স্কি একটী সাধারণ ভাব গ্রহণ করেছেন। আমার প্রবন্ধে আমি পরিষ্কার ভাবে বারবার বলেছি যে বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষা গণ-পরিষদের সাধারণ অধিকার রক্ষার থেকে অনেক বড় সমস্যা (১৬ এবং ১৭)। বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক, যারা সর্ব্বহারার স্বার্থ এবং সর্ব্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থ মানতে চায় না, সাধারণ গণতন্ত্রের দৃষ্টি নিয়ে তারাই চিন্তা করে। ঐতিহাসিক হিসাবে কাউট্স্কি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না যে বুর্জ্জোয়া আইন সভাগুলি কোন শ্রেণীর যন্ত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে বিপ্লবকে পরিহার করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে তিনি মার্ক্সবাদ ভোলা প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেন এবং এমন প্রশ্ন ও করলেন না যে **রুশিয়ার গণ-পরিষদ কোন শ্রেণীর যন্ত্র?** কাউট্স্কি বাস্তব অবস্থা বিচার করেন না—ঘটনার সম্মুখীন হতে চাননা—তিনি তাঁর জার্ম্মাণ পাঠকদের এমন একটী কথাও বলেন নি যাতে বোঝায় যে আমার প্রবন্ধে শুধু

বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার সমস্যার মতবাদমূলক বিশ্লেষণই (প্রবন্ধ ১৩) নেই, পার্টির তালিকায় গত অক্টোবর ডিসেম্বর মাসে যে অদল বদল হ'য়েছিল তার বাস্তব অবস্থার বিবরণ ও ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের আসল অবস্থা বর্ণনাই (৪-৭ প্রবন্ধ) শুধু নেই অপর পক্ষে ঐ সময়ের গৃহযুদ্ধ ও শ্রেণী সংগ্রামের কথাও আছে। (৭-১৫) এই প্রকৃত ইতিহাস থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম (১৪ প্রবন্ধ) "গণ-পরিষদে সমস্ত ক্ষমতা দাও" রবটী প্রকৃত পক্ষে ক্যাডেট, ক্যালেডিনবাদী ও তাদের সমর্থকদের বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঐতিহাসিক কাউট্‌স্কি এসব দেখতে পান না। ঐতিহাসিক কাউট্‌স্কি কখনও শোনেননি যে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার অনেক সময় পেটি-বুর্জ্জোয়া, প্রতিক্রিয়া-শীল এবং অনেক সময় বিপ্লব বিরোধী আইন সভাও তৈরী করে। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক কাউট্‌স্কি কখনও শোনেননি যে নির্ব্বাচনের উপায় এবং গণতন্ত্রের রূপ এক জনিষ আর কোনও অনুষ্ঠানের শ্রেণী চরিত্র অন্য জিনিষ। গণ-পরিষদের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে আমার প্রবন্ধে স্পষ্ট বলা ও উত্তর দেওয়া হয়েছে। হয়তো আমার উত্তর ভুল। আমাদের বিশ্লেষণটী যদি বাইরের কেউ মার্ক্সীয়

সমালোচনা করতেন তাহলে তার বেশী সৌভাগ্য আর কি আছে? কে কোথায় কি ভাবে বলশেভিকদের আলোচনায় বাধা দিচ্ছে প্রভৃতি বাজে কথা (এমনি বাজে কথা তাঁর বইতে অনেক আছে) না বলে তাঁর উচিত ছিল একটা সমালোচনা করা। আসল কথা হচ্ছে তাঁর সমালোচনার কিছুই নেই; সোভিয়েট ও গণ-পরিষদের শ্রেণী বিশ্লেষণও তিনি উত্থাপন করেননি। তাই তাঁর সঙ্গে তর্ক বা যুক্তি করা অসম্ভব। এবং আমরা পাঠকের কাছে এই প্রমাণ করতে পারি যে তাঁকে দলত্যাগী ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না।

গণ-পরিষদ ও সোভিয়েটের পার্থক্য ইতিহাসবদ্ধ হ'য়ে আছে; এ কথা যে সব ঐতিহাসিকরা শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী মানেন না তারাও অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এই ঘটনা-সম্বলিত ইতিহাস ও কাউট্স্কি স্পর্শ করেননি। মেনশেভিকরা আজ যা চেপে দিচ্ছে যথা: সোভিয়েট ও বুর্জ্জোয়া "রাষ্ট্রের" পার্থক্য মেনশেভিকদের প্রাধান্য লাভের সময়, ১৯১৭ সালের মার্চ্চ থেকে নভেম্বরেও ছিল এ সুপরিচিত ব্যাপারটা কাউট্স্কি তাঁর জার্ম্মাণ পাঠকদের কাছে লুকিয়ে রাখছেন। বস্তুতঃ বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে সর্ব্বহারার সহযোগ,

আপোষ-মীমাংসা ও নতি স্বীকারের অবস্থা গ্রহণ করার প্রচারক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন কাউট্স্কি। কাউট্স্কি এখন যতই অস্বীকার করুন না কেন তার সমস্ত পুস্তিকাটায় এটা বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হয়নি বলার অর্থ—বুর্জ্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামটাকে শেষ না করা, বুর্জ্জোয়াদের উচ্ছেদ না করা, এবং সর্ব্বহারাকে বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে মিটমাট করতে বলার সামিল। মেনশেভিকরা ১৯১৭ সালের মার্চ্চ থেকে নভেম্বরে যে জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল, যে সময় তারা কোন কিছুই করতে পারেনি—সে সম্পর্কে কাউট্স্কি কিছুই বলেননি কেন? যদি বুর্জ্জোয়া ও সর্ব্বহারার আপোষ মীমাংসা সম্ভবই ছিল তাহ'লে মেনশেভিকরা তা' করতে সমর্থ হয়নি কেন? বুর্জ্জোয়ারা সোভিয়েট থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইল কেন?

কেন মেনশেভিকরা সোভিয়েটকে "বৈপ্লবিক গণতন্ত্র" বলে ঘোষণা করে এবং বুর্জ্জোয়াদের "স্বত্ববিশিষ্ট অংশ বলে কেন? মেনশেভিকরাই তাদের প্রাধান্যের "যুগে" (১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর) সোভিয়েট গুলিকে "বৈপ্লবিক গণতন্ত্র" স্বীকার ক'রে তদ্দারা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সোভিয়েটকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিল

—একথা কাউট্স্কি তাঁর জার্ম্মাণ পাঠকদের কাছে লুকিয়ে রেখেছেন। এই ব্যাপারটা ঢেকেই ঐতিহাসিক কাউট্স্কি প্রমাণ করতে সমর্থ হচ্ছেন যে বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্র ও সোভিয়েটে পার্থক্যের কোন ইতিহাস নেই, সোভিয়েট হঠাৎ বিনা কারণে গজালো শুধু বলশেভিকদের বদমায়েসিতে। আসলে, ছ'মাসের অধিককাল ধরে (বিপ্লবের সময় এটা পর্য্যাপ্ত মনে করা যেতে পারে) মেনশেভিকদের আপোষ-মীমাংসার পদ্ধতি ও সর্ব্বহারা এবং বুর্জ্জোয়াদের মিটমাটের চেষ্টার অভিজ্ঞতা জনগণকে ঐ সকল চেষ্টার অসারতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ক'রেছিল, মেনশেভিকদের হাত থেকে সর্ব্বহারাদের ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল।

কাউট্স্কি স্বীকার করছেন যে সোভিয়েট সর্ব্বহারা-দের লড়বার পক্ষে চমৎকার অস্ত্র এবং সোভিয়েটের মহান ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু তাই হ'লে কাউট্স্কির অবস্থা তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়বে অথবা সেই সব পেটি-বুর্জ্জোয়াদের স্বপ্নের মত হবে যারা বিশ্বাস করে বুর্জ্জোয়া ও সর্ব্বহারাদের তীব্র সংগ্রাম এড়িয়ে চলা সম্ভব। বিপ্লব হচ্ছে অবিরত বেপরোয়া সংগ্রাম এবং সর্ব্বহারা শ্রেণী, সমস্ত শোষিত শ্রেণীর নেতা, মুক্তিকামী

সমস্ত নিপীড়িত জনগণের কেন্দ্রস্থল ও মধ্যমণি। তাই স্বভাবতঃই নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে সোভিয়েট অন্যান্য যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বেশী দ্রুত, বেশী সম্পূর্ণভাবে এবং বিশ্বস্ত ভাবে এই সব জনগণের মতি, মত পরিবর্ত্তন প্রতিবিম্বিত করবে (প্রসঙ্গতঃ এই একটা কারণ যাতে সোভিয়েট গণতন্ত্র অন্যান্য গণতন্ত্র থেকে উচ্চতর)।

১৯১৭ সালের ১৩ই মার্চ্চ থেকে ৭ই নভেম্বর (২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর ২৫) সোভিয়েটগুলি সমস্ত শ্রমিক ও সৈন্যদের, চাষীদের ৭০।৮০ অংশ নিয়ে, রাশিয়ার বিরাট জনগণের অধিকাংশ নিয়ে দুটি নিখিল রাশিয়ার প্রতিনিধি মহাসভার অধিবেশন করে— এ ছাড়া জেলা, সহরতলী, প্রাদেশিক প্রভৃতি কত সম্মেলন তারা করেছে তা' না বল্লেই চলে। অথচ এই সময়ের মধ্যে বুর্জ্জোয়ারা এমন একটাও সম্মেলন আহ্বান করতে পারে নি যার পিছনে অধিকাংশের সমর্থন ছিল (অবশ্য তথাকথিত "গণতান্ত্রিক সম্মেলন" ছাড়া,—ওটা একেবারে বাজে ও তামাসার বস্তু হয়েছিল এবং সর্ব্বহারাদের বিরক্ত করেছিল।) প্রথম (জুন) নিখিল রুশ সোভিয়েট সম্মেলনে জনগণের যে মনোভাব,

যে রাজনৈতিক দল বিভাগ দেখা যায়—গণপরিষদে ও ঠিক তেমনি অবস্থা প্রতিবিম্বিত হ'য়েছিল। গণপরিষদ যখন ডাকা হয়েছিল (জানুয়ারী ১৯১৮) ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোভিয়েট সম্মেলন হয় (নভেম্বর-অক্টোবর ১৯১৭ এবং জানুয়ারী ১৯১৮) এবং উভয় ক্ষেত্রেই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছিল যে জনগণ বামপন্থী হয়েছে—বৈপ্লবিক হয়েছে, মেনশেভিক ও সমাজ বিপ্লবীদের হাত থেকে চলে এসেছে এবং বলশেভিকদের সঙ্গে মিশে গেছে; অর্থাৎ পেটি-বুর্জ্জোয়া নেতৃত্ব ত্যাগ করেছে, বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা লোপ করে দিয়েছে এবং সর্ব্বহারা বিপ্লবে যোগদান করেছে বুর্জ্জোয়াদের উচ্ছেদ করতে।

তাই, সোভিয়েটের **বাইরের** ইতিহাসই দেখিয়ে দিচ্ছে যে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া অনিবার্য্য হ'য়েছিল এবং গণপরিষদ একটী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান মাত্র।

কিন্তু কাউট্‌স্কি তাঁর বুলি প্রাণপণে আকড়িয়ে ধরেছেন: বিপ্লব ধ্বংস হোক—বুর্জ্জোয়া সর্ব্বহারাদের হারিয়ে দিক—কিন্তু "খাঁটি গণতন্ত্র" যেন বেঁচে থাকে! পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক কিন্তু ন্যায় যেন বেঁচে থাকে!

নিচের সংখ্যাগুলিতে দেখা যাবে রাশিয়ার বিপ্লবের সারা সময়টাতে নিখিল রুশ সোভিয়েট সম্মেলন কি ভাবে গঠিত হয়েছিল :

নিখিল-রুশ সোভিয়েট সম্মেলন	প্রতিনিধি সংখ্যা	বলশেভিক	শতকরা বলশেভিক
১লা জুন ১৬, ১৯১৭	৭৯০	১০৩	১৩
২রা নভেম্বর ৭, ১৯১৭	৬৭৫	৩৪৩	৫১
৩রা জানুয়ারী ২৩, ১৯১৮	৭১০	৪৩৪	৬১
৪র্থ মার্চ্চ ১৪ ”	১২৩২	৭৯৫	৬৪
৫ই জুলাই ৪ ”	১১৬৪	৭৭৩	৬৬

এই সংখ্যাগুলির উপর একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায় গণপরিষদ সমর্থন এবং বলশেভিকরা যে জনগণের অধিক সমর্থন পায় নি এই রটনা (কাউট্স্কির মত লোকের দ্বারা) কেন রাশিয়াতে হাস্যাস্পদ হয়েছে।

সোভিয়েট গঠনতন্ত্র

আমি আগেই দেখিয়েছি যে বুর্জ্জোয়াদের ভোটাধিকার চ্যুত করা সর্ব্বহারা একনায়কত্বের প্রয়োজনীয় সর্ত্ত নয়। রাশিয়াতে যেমন বলশেভিকরা

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

নভেম্বরের (অক্টোবরের) অনেক আগে সর্ব্বহারা এক নায়কত্বের রব তুলেছিল বটে কিন্তু শোষকদের ভোটাধিকার চ্যুত করতে হবে এমন কথা বলেনি। কোনও বিশেষ দলের প্ল্যান অনুযায়ী একনায়কত্বের এই অঙ্গটী দেখা দেয় নি—সংগ্রামকালে নিজের প্রয়োজনে এটা সৃষ্টি হয়েছিল, অবশ্য ঐতিহাসিক কাউট্‌স্কি এটা দেখতে পাননি। তিনি এটাও বুঝতে পারেননি যে মেনশেভিকরা, যারা বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে আপোষের পক্ষে বলে বেড়ায়—তারা যখন সোভিয়েট গুলিতে অধিক সংখ্যায় ছিল সেই সময়েই বুর্জ্জোয়ারা ইচ্ছা করে সোভিয়েট থেকে দূরে চলে যায়, সোভিয়েটকে বর্জ্জন করে—তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

কোনও গঠনতন্ত্র না নিয়ে সোভিয়েট জন্মগ্রহণ করে এবং **প্রায় ১২ মাসের** অধিক (১৯১৭ সালের বসন্তকাল থেকে ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত বিনা গঠনতন্ত্রে টেঁকে ছিল। শোষিতদের এই স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বশক্তিমান (কারণ সর্ব্বব্যাপক) সংগঠন গুলির বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়াদের ক্রোধ, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়াদের স্বার্থপর, ঘৃনার্হ ও নীতিবিহীন সংগ্রাম ও শেষে ক্যাডেট থেকে দক্ষিনপন্থী সমাজবিপ্লবীদের, মাইল্যয়কভ থেকে

কেরেনস্কি প্রভৃতি বুর্জ্জোয়াদের করনিলভ বিদ্রোহে যোগদান—সোভিয়েট থেকে বুর্জ্জোয়াদের সাধারণ ভাবে বাদ দেওয়ার **পথ পরিষ্কার করে দেয়।**

কাউট্স্কি এই করনিলভ বিদ্রোহের ব্যাপার শুনেছেন কিন্তু এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য, সংগ্রামের ধারা ও রূপ যা' একনায়ত্বের রূপকে নির্দ্ধারিত করেছিল তা' তিনি সাড়ম্বরে অবহেলা করেছেন। বাস্তবিক, "খাঁটিগণতন্ত্রে"র কাছে তথ্যের কি প্রয়োজন? এই কারণেই বুর্জ্জোয়াদের ভোটাধিকার চ্যুত করা সম্পর্কে কাউট্স্কি'র "সমালোচনা" এত মিঠে সারল্যেভরা যা' কেবল শিশুকেই চঞ্চল করতে পারে—কিন্তু সরকারী ভাবে যে লোককে দূর্ব্বল চিত্ত বলে এখনও ঘোষনা করান হয়নি তাঁর কাছে এটা বিরক্তিকর।

"যদি তারা (ধনতান্ত্রিক) দেখে যে তারা একেবারে সংখ্যাল্প তাহ'লে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের আঁওতায়—তারা সহজেই তাদের ভাগ্য মেনে নেবে (৩৩ পৃঃ)"

চমৎকার, তাইনা? চতুর কাউট্স্কি ইতিহাসের অনেক ঘটনা দেখেছেন এবং তাঁর ভূয়োদর্শন থেকে তিনি অবশ্য ভালকরে জানেন যে এমন জমিদার বা ধনতান্ত্রিক আছে যারা সংখ্যাধিক্য শোষিতদের ইচ্ছার প্রতি বিবেচনা

করে। চতুর কাউট্‌স্কি তাই দৃঢ়ভাবে "বিরোধীদল" মনোভাব গ্রহণ করেছেন—অর্থাৎ আইন সভায় সংগ্রাম চালনার পন্থা মেনে নিয়েছেন। এইটাই সোজা ভাষায় তার "বিরোধ"—(৩৪ পৃঃ ও অন্যান্য স্থান দ্রষ্টব্য)

ওহে পণ্ডিত ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ, "বিরোধ" এমনি একটা কথা যা কেবল শান্তিপূর্ণ আইন সভামূলক সংগ্রামে—অর্থাৎ অ-বৈপ্লবিক—বা **বিপ্লবের** অনুপস্থিতির অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়—একথা আপনার পক্ষে না জানা সম্ভব নয়। বিপ্লবের সময় আমাদিগকে নির্ম্মম শত্রুর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে ব্যপৃত থাকতে হয়; এবং কাউট্‌স্কির মত যে সব পেটি বুর্জ্জোয়া বিলাপকারী এই যুদ্ধ ভয় করে—তাদের কারো কথায় এই ঘটনার ব্যতিক্রম হবেনা। যখন বুর্জ্জোয়ারা সর্ব্বপ্রকারের অপরাধ করতে প্রস্তুত—তখন নির্ম্মম গৃহযুদ্ধের সমস্যাটাকে এই ভাবে দেখা—বিশেষ করে ভার্সাইয়ে বিসমার্কের সঙ্গে বুর্জ্জোয়াদের সম্পর্কের উদাহরণ (প্যারী কম্যুনের বিপ্লব বিরোধী থিয়ের—বিসমার্কের সঙ্গে চুক্তি করে কম্যুনধ্বংস করেছিল) যার কথা মনে করলে কেউ ইতিহাসকে সোজা ভাবে না দেখে ভিতরকার অর্থ উপলব্ধি করবে—বিশেষকরে সেই অবস্থায়—যেখানে বুর্জ্জোয়ারা

বিপ্লবের বিরোধিতা করার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছে—সেখানে সমস্যাগুলি ঐ ভাবে বিচার করা হাস্যকর। "নির্ব্বোধ মন্ত্রী কাউট্স্কির" মত সর্ব্বহারা দল রাতের টুপি পরে বুর্জ্জোয়াদের, যারা ডুটাভ, ক্রাসনভ এবং চেকোশ্লাভক বিপ্লব বিরোধী বিদ্রোহগুলি তৈরী করেছে, যারা বিপ্লব ধ্বংস করার জন্য লাখো লাখো টাকা ব্যয় করছে তাদের কে আইনমাফিক "প্রতিপক্ষ" বলে মেনে নিক! কি গভীরতা!

কাউট্স্কি সমস্যাটীর আইনগত, রীতি গত দিকটাই দেখতে চান এবং সোভিয়েট গঠনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর যে আলোচনা তা পড়লে অনিচ্ছার সঙ্গে বেবেলের সেই কথাটীই মনে পড়ে যে আইন ব্যবসায়ীরা পাকারকমের বিপ্লব বিরোধী।

কাউট্স্কি লিখছেন:

> "বস্তুতঃ ধনতান্ত্রিকরা একলাই ভোটাধিকার চ্যুত হতে পারেনা। আইনগত ভাবে ধনতান্ত্রিক কথাটীর অর্থ কি? সম্পত্তির অধিকারী? এমনকি জার্ম্মাণীর মত দেশে যেখানে অর্থনৈতিক উন্নতি এত দূর ঘটেছে, যেখানে সর্ব্বহারার সংখ্যা এত অধিক—সেখানে যদি

> সোভিয়েট গণতন্ত্র করা হয়—তাহলে জনগনের অনেকেই ভোটাধিকার চ্যুত হবে। ১৯০৭ সালে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যেরতিনটী বড় ব্যবসায়—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে —পরিবার সমেত, ৩,৫০,০০,০০০ শ্রমিক ও মাহিনাকরা লোক ছিল আর ১,৭০,০০,০০০ স্বতন্ত্র লোকছিল। এতে দেখা যায়—শ্রমিকদের দলটী সংখ্যাধিক্য হত বটে—কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার হিসাবে দলটী সংখ্যাল্প বলে পরিগণিত হ'ত (৩৩ পৃঃ)।

কাউট্‌স্কির যুক্তির এই একটা উদাহরণ। এটা কি একটী বুর্জ্জোয়ার বিপ্লব-বিরোধী স্থর ভাঁজা নয়? মহাশয় কাউট্‌স্কি, যখন আপনি ভালকরেই জানেন রুশ চাষীদের প্রচুর অংশ মজুর খাটায় না এবং তার ফলে তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও হারায় না—তখন আপনি "স্বতন্ত্র দল" টীকে ভোটাধিকারহীন পর্য্যায়ে ফেলছেন কেন? এটা ধাপ্পাবাজি না?

পণ্ডিত অর্থনীতিবেত্তা, ১৯০৭ সালের ঐ জার্ম্মাণ আদমসুমারী রিপোর্টে—চাষ বাসের খামার এবং তার সংলগ্ন কৃষিমজুরদের যে তথ্য গুলি আছে, যা' আপনি অত্যন্ত ভালকরেই জানেন, সেগুলি আপনি উদ্ধৃত করেন নি কেন?

আপনার পুস্তিকার পাঠক, জার্ম্মানশ্রমিকদের উপকারের জন্য ঐ সকল ঘটনা উদ্ধৃত করেন নি কেন যাতে করে তারা জানতে পারতো—কতগুলি শোষক আছে,—জার্ম্মান নথিপত্রে যাদের চাষী বলা হয় তাদের কত অল্পাংশ শোষক পর্য্যায় ভুক্ত ?

এর কারণ আপনার দলত্যাগী অবস্থা আপনাকে বুর্জ্জোয়া স্তাবকে পরিণত করেছে।

দেখতে পারছেননা যে ধনতান্ত্রিক কথাটী—আইনের প্যাঁচে ধোঁয়াটে রাখা হয়েছে এবং কাউট্‌স্কি তার বইয়ের অনেকখানি জায়গায় সোভিয়েট গঠনতন্ত্রে "অত্যাচার" সম্পর্কে তাঁর মনের ঝাল ঝেড়ে নিয়েছেন। নতুন (মধ্য যুগের তুলনায় নতুন) বুর্জ্জোয়া গঠনতন্ত্র তৈরী করতে ব্রিটিশ বুর্জ্জোয়ারা যে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিয়েছে তাতে এই "গম্ভীর পণ্ডিতটীর" কোন আপত্তি নেই—কিন্তু মোসাহেবী বিজ্ঞানের এই প্রতিনিধিটী আমাদের, শ্রমিক-কৃষকদের একটুও সময় দিতে চান না। তিনি চান যে ২।১ মাসের ভিতর আমরা একটা সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্র তার শেষ কথাটী দিয়ে তৈরী করে ফেলি।

"অত্যাচার"! —ভেবে দেখুনএই ধরণের গালি-গালাজের ভিতর বুর্জ্জোয়াদের প্রতি কত নীচ বশ্যতা এবং

নির্ব্বোধ বাকচাতুরী রয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী পুরা বুর্জ্জোয়া এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল আইন ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করার জন্য, তাদের হাত পা বেঁধে দেওয়ার জন্য—অসংখ্য শ্রমরত জনসাধারণের উন্নতির পথে হাজারো বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করার জন্য নানা খুঁটি নাটি আইন, ধারা-উপধারা এবং তার নানা ব্যাখ্যার সৃষ্টি ক'রে—শ্রমিকদের পীড়ন করার ব্যবস্থা করেছে—তখন বুর্জ্জোয়া উদারনৈতিকরা বা কাউট্‌স্কি তার মধ্যে "অত্যাচার" দেখেননি! এই হচ্ছে কাউট্‌স্কির "আইন এবং শৃঙ্খলা"! কি ভাবে গরীবদের দাবিয়ে রাখতে হবে —তা' ভাল করেই চিন্তা করে লিখে রাখা হয়েছে। হাজার হাজার বুর্জ্জোয়া আইন ব্যবসায়ী ও সরকারী আমলারা রয়েছে (কাউট্‌স্কি এই আমলাদের সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, কারণ অবশ্যই বোধ হয় যে মার্ক্স—আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রকে ভাল করেই ভেঙ্গে দেওয়ার পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন) যারা ঐ সকল আইন কানুনের ব্যাখ্যা এমনি ভাবে করবে যাতে করে সাধারণ শ্রমিক বা কৃষক আইনের এই কাটাতারের বেড়া অতিক্রম না করতে পারে। এসব অবশ্য বুর্জ্জোয়াদের

"অত্যাচার" নয়— ! ঘৃন্য, স্বার্থপর শোষক সম্প্রদায়, যারা গরীবদের রক্ত চুষে নিচ্ছে—এটা তাদের এক নায়কত্ব নয় ! ও সব কিছুই নয়—ও কেবল "খাঁটি গণতন্ত্র" যা দিন দিন খাঁটি থেকে খাঁটিতর হচ্ছে।

কিন্তু আজ যখন শ্রমরত ও শোষিত শ্রেণী সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধে—বিদেশস্থ ভাইদের সম্পর্ক চ্যুত হয়েও ইতিহাসের প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজেদের সোভিয়েট সৃষ্টি করেছে—যে সব জনগণ এতকাল বুর্জ্জোয়াদের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিমূঢ় হয়েছিল আজ তারা রাজ-নৈতিক গঠন কার্য্যে ব্যপৃত হয়েছে—নতুন সর্ব্বহারা রাষ্ট্র যারা গড়তে আরম্ভ করেছে—সংগ্রামের উত্তপ্ত তীব্রতার মধ্যে, গৃহ যুদ্ধের আগুনের মধ্যে, যারা শোষক হীন রাষ্ট্রের মূলনীতি যখন ছ'কে নিচ্ছে—তখন বদমায়েস বুর্জ্জোয়া দল, সমস্ত রক্তখাদকের দল আর কাউট্‌স্কিও তাদের প্রতিধ্বনি করে, "অত্যাচার" বলে চীৎকার করছেন।

বাস্তবিক, এই অশিক্ষিত লোকগুলি, এই চাষী ও মজুরেরা, এই "জনতা" কি করে এই সব আইন ব্যাখ্যা করবে ?

শিক্ষিত আইন ব্যবসায়ী, বুর্জ্জোয়া লেখক, কাউট্‌স্কির

দলবল এবং ঝুনো আমলাদের সাহায্য না নিলে সাধারণ শ্রমিকদের বিচার বুদ্ধি জন্মাবে কেন ?

১৯১৮ সালের ২৯ শে এপ্রিল তারিখে আমার বক্তৃতার একটী অংশ কাউট্স্কি উদ্ধৃত করেছেন : "জনগণ নিজেই নির্ব্বাচনের সময় ও পদ্ধতি ঠিক করবে।" আর কাউট্স্কি, "খাঁটি গণতান্ত্রিক" এর থেকে অনুমান করছেন :—

> "এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নির্ব্বাচকদের প্রত্যেকটী সভা তাদের খুসীমত নির্ব্বাচন পদ্ধতি ঠিক করে নিতে পারে। সর্ব্বহারাদের নিজেদের মধ্যেই অবাঞ্ছনীয় প্রতিপক্ষদের অত্যাচার করা ও সরিয়ে দেবার সুযোগ এতে করে বেশ ভাল ভাবেই করে দেওয়া হল।" (৩৭ পৃঃ)

আচ্ছা, তাহ'লে ধনতান্ত্রিকদের ভাড়াটে সাংবাদিক, যারা বলে যে ধর্ম্মঘটের সময় যে সব পরিশ্রমী শ্রমিক খাটতে চায় অন্যান্য শ্রমিকের অত্যাচারের ভয়ে পারেনা—তাদের এইরূপ মন্তব্যের সঙ্গে এর পার্থক্য কি ? বুর্জ্জোয়া পদ্ধতিতে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা, আমলাদের পরিচালিত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা, "খাঁটি বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রে" কি অত্যাচার নয় ? অল্প কয়েক জন সরকারি আমলা,

বুদ্ধিজীবি ও আইন ব্যবসায়ী, যারা হাজারো রকমে বুর্জ্জোয়া সংস্কারে আচ্ছন্ন—তাদের থেকে জনগনের যারা তাদের বহুকালের প্রবঞ্চকদের বিরুদ্ধে লড়তে উঠেছে—যারা এই সংগ্রামে শিক্ষিত ও মজবুত হচ্ছে—তাদের বিচার বুদ্ধি কম হবে কেন? কাউট্স্কি একজন প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদী। এই অতি সাধু ব্যক্তিটাকে, একটী পরিবারের অত্যন্ত মাননীয় পিতার নিষ্ঠাকে সন্দেহ করতে সাহস করবেন না। শ্রমিকদের বিজয়ের —সর্ব্বহারা বিপ্লবের সাফল্যের একজন বড় সমর্থক তিনি। তিনি যা কিছু চান তা'হচ্ছে এই যে জনগণ কিছু করার আগে—শোষকদের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হবার আগে (অবশ্য গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে—) ভাবপ্রবণ পেটি বুর্জ্জোয়া রাতের টুপি পরা বুদ্ধিজীবিরা প্রথমে এমন একটা নরম এবং ধরাবাঁধা আইন তৈরী করবে যাতে করে বিপ্লবের বিকাশ হয়।

প্রবল নৈতিক বিদ্বেষে জ্বলে আমাদের অতি পণ্ডিত যাদুশকা গোলভ্লেভ (একটী নভেলের চরিত্র, অর্থ হ'চ্ছে বকধার্ম্মিক—কাউট্স্কির সম্পর্কে প্রযোয্য-অনুবাদক) জার্ম্মাণ শ্রমিকদের বলছেন যে ১৯১৮ সালের ১৪ই এপ্রিল-এ সোভিয়েটদের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী

সমিতি দক্ষিণপন্থী সমাজ বিপ্লবী এবং মেনশেভিক প্রতিনিধিদের তাড়িয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করে। তাই মহান ঘৃনায় প্রজ্বলিত হ'য়ে যাদুশকা কাউট্স্কি লিখছেন :—

"এই ব্যবস্থা কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন অপরাধের জন্য গ্রহণকরা হয়নি……সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্রের গঠননীতিতে সোভিয়েট প্রতিনিধিদের আইনের কবলহতে উদ্ধার পাওয়া সম্পর্কে একটা কথাও লেখা নেই। নির্দ্দিষ্ট কতগুলি **লোক নয়** নির্দ্দিষ্ট কতগুলি **দলই** সোভিয়েট থেকে তাড়িত হয়েছে।"

হাঁ, আমাদের বিপ্লবী যাদুশকা কাউট্স্কি যে সকল নিয়মের দ্বারা বিপ্লব করবেন তার দিক থেকে, খাঁটি-গণতন্ত্রের দিক থেকে—এটা অসহনীয়, অতিবিশ্রী রকমের অবনতি। আমরা রুশ বলশেভিকরা—আমাদের প্রথমে উচিত ছিল স্যাভনিকভের দল, লিবার-ড্যানের দল এবং পোট্রেসভের দলকে আইনের কবল থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করে—তারপরে একটা দণ্ডবিধি আইন প্রণয়ন করা, যাতে চেকোশ্লোভাক বিপ্লব বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করা, জর্জ্জিয়া বা উক্রেনে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য বাদীদের সঙ্গে মিলে এ দেশের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যাওয়া অপরাধ বলে গণ্য হবে—এবং

ঠিক্ এর পরেই খাঁটি গণতন্ত্রের "নীতি ও ঐ দণ্ডবিধি" আইনের ওপর ভিত্তি করে কতগুলি লোককে সোভিয়েট থেকে তাড়ানো আমাদের উচিত ছিল। এও বলা বাহুল্য যে স্যাভনিকভ, পোট্রেসভ এবং লেবার-ড্যানদের সাহায্যে বা তাদের আন্দোলনের জন্য আংলো-ফরাসী ধনতান্ত্রিকরা চেকোশ্লোভাকিয়ার বিদ্রোহে সাহায্য করছিল এবং উক্রেনের ও তিফলিশের মেনশেভিকদের সাহায্যে ক্রাসনভ জার্ম্মাণদের কাছ থেকে কামানের গোলা পাচ্ছিল—। এরা বুঝি ততক্ষণ চুপ করে বসে অপেক্ষা ক'রতো যতক্ষণ না আমরা উপযুক্ত দণ্ডবিধি আইন প্রণয়ন করে "খাঁটি গণতান্ত্রিকের" মত প্রস্তুত হই—তারা বুঝি আইন সভার বিরোধী দল হিসাবে বসে থাকতো?

সোভিয়েট গঠনতন্ত্রে আছে যে যারা লাভ করার জন্য মজুর খাটায় তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। এ ব্যাপারটাতে কাউট্স্কির বুকে কম ঘৃনার উদ্রেক হয় নি। তিনি লিখছেন :—

> "একটী শ্রমিক তার নিজের বাড়ীতে অথবা একটী ছোট ভূস্বামী একটী শ্রমিক খাটিয়েও নিজেকে সর্ব্বহারার পর্য্যায় ভুক্ত বলে মনে করতে পারে। কিন্তু তার ও ভোটাধিকার থাকবে না"। (৩৬ পৃষ্ঠা)।

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

খাঁটি গণতন্ত্র থেকে কত অবনতি! কি অন্যায়! আজ পর্য্যন্ত সমস্ত মার্ক্সবাদীরা ভেবে আসছেন—অসংখ্য ঘটনা তাদের এই চিন্তার সত্যতা সপ্রমাণ করেছে যে এই সব ছোট ছোট ভূস্বামীরা অত্যন্ত বেয়াড়া রকমে এবং মারাত্মক ভাবে শ্রমিককের শোষণ করে—কিন্তু আমাদের যাদুশকা কাউট্‌স্কি এই সব ছোট ভূস্বামীদের শ্রেণী হিসাবে গণ্য করতে চাননা (শ্রেণী সংগ্রাম নামক মারাত্মক মতবাদ কে আবিস্কার করেছে?)—তিনি তাদের সাধারণ ব্যক্তি বা এমন শোষক পর্য্যায় ভুক্ত করতে চান যারা "সর্ব্বহারাদের জীবন যাপন করে বা নিজেদের সেই রকম বোধ করে।" বিখ্যাত "মিতব্যয়ী এগ্‌নেস" যে বহুদিন আগে মরে গেছে বলে আমরা ভেবেছিলাম সে আবার কাউট্‌স্কির লেখায় জন্মগ্রহণ করেছে। বুর্জ্জোয়া ইউজেনরিচার একজন "খাঁটি গণতান্ত্রিক," কয়েক বছর আগে জার্ম্মাণ সাহিত্যে এই "মিতব্যয়ী এগ্‌নেস" কথাটা প্রচলিত করেন। ধনতান্ত্রিকদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত ক'রলে, সর্ব্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রলে কি ভীষণ দুঃখের অবস্থা হবে তার ভবিষ্যৎ বাণী করে তিনি সরল মানুষের মত প্রশ্ন করতেন—ধনতান্ত্রিক কথাটার আইনগত অর্থ কি?

উদাহরণ স্বরূপ তিনি একটী গরীব মিতব্যয়ী দরজী মেয়ে (মিতব্যয়ী এগ্‌নেস) যার শেষ কপর্দ্দক সর্ব্বহারার বদমায়েস নায়কেরা কেড়ে নিয়েছে—তার উল্লেখ করতেন। এক সময় ছিল যখন সমস্ত জার্ম্মাণ সমাজতন্ত্রীরা খাঁটি গণতান্ত্রিক ইউজেন রিচারের এই মিতব্যয়ী এগ্‌নেসের কথা নিয়ে তামাসা ক'রতো। কিন্তু সেটা আজ অনেক দিন হয়ে গেল—তখন ও বেবেল বেঁচে ছিলেন এবং সরল ও সত্যভাবে তিনি জানিয়ে দিতেন যে আমাদের দলে অনেক স্বদেশী-উদারনৈতিকরা আছেন; এটা অনেক দিন আগের কথা, তখনও কাউট্‌স্কি দলত্যাগী হন নি। এখন সেই "মিতব্যয়ী এগ্‌নেস" জীবনে ফিরে এসেছে—"ছোট ছোট প্রভু, যারা সর্ব্বহারার মত বাস করে, চিন্তা করে ও একটী মজুর খাটায়" তাদের রূপ ধরে। বদমায়েস বলশেভিকরা এইসব ছোট ছোট মালিকদের অত্যাচার করছে, তাদের ভোট দেবার ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে! এটা সত্যি যে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে কাউট্‌স্কির কথামত "নির্ব্বাচকদের প্রত্যেকটী সভায়" ঐ ধরণের গরীব মালিক, যে বাস্তবিক কোন কারখানায় নিযুক্ত আছে বা যে শোষক নয়, নিজেকে সর্ব্বহারার দলভুক্ত

মনে করে—তার একটা যায়গা হতে পারে এবং তাও ব্যতিক্রম হিসাবে। কিন্তু সাধারণ কারখানার মজুরদের একটা সভা বিনা নিয়মে অথচ বিচারসঙ্গত ভাবে নিষ্পন্ন হবে, কোন লিখিত নিয়মাবলী থাকবে না এটা কি শুধু জীবনের সাধারণ জ্ঞানের উপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া যায়?—(কি সাঙ্ঘাতিক কথা!) পরিষ্কার ভাবে—তাহ'লে এই হ'ল যে কোথায় কোন মিতব্যয়ী এগ্‌নেস, ছোট ছোট প্রভূ যারা সর্ব্বহারার মত জীবন যাপন করেছে বা ঠিক তাদেরই মত মনের অবস্থা—তারা পাছে অত্যাচারিত হয় সেইজন্য—সমস্ত শোষকদের—যারা মজুরী দিয়ে লোক খাটায় তাদের সকলকে—ভোটাধিকার দেওয়া ভাল নয় কি? এই ঘৃন্য, বদমায়েস দলত্যাগীরা, বুর্জ্জোয়া শ্যভিনিষ্টদের প্রশংসা ধ্বনির ভিতর, শোষকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হ'য়েছে বলে আমাদের সোভিয়েট গঠননীতির নিন্দা করে করুক।

(আমি এইমাত্র ১৯১৮ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখের ফ্রাঙ্কফার্টার জিইটাঙ কাগজে একটী বিশিষ্ট প্রবন্ধে কাউট্স্কির এই পুস্তিকার উৎসাহী আলোচনা দেখেছি। ষ্টক একস্‌চেঞ্জের এই মুখ পত্রটী যে খুসী

হয়েছে তাতে কোনও আশ্চর্য্য নেই। সঙ্গে সঙ্গে একটী কমরেড বার্লিন থেকে লিখেছেন যে সিইডম্যানদের মুখপত্র Forward কাগজ একটী বিশেষ প্রবন্ধে কাউট্স্কির প্রত্যেকটী লাইনকে সমর্থন করেছে। বহুত অভিনন্দন !)

এটা ভাল কথা কারণ সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক পুরানো নেতা সিইডম্যান, কাউট্স্কি, রেনডেলস্ এবং লংগুয়েট, হেনডারসন ও ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতির সঙ্গে ইউরোপের বিপ্লবী শ্রমিকদের বিভেদটা এতে করে বাড়বে—গভীর হবে।

নিপীড়িত শ্রেণীর জনগণ, শ্রেণী সজাগ ও প্রকৃত বিপ্লবী সর্বহারা নেতারা আমাদের পক্ষে আসবে। এই সকল সর্ব্বহারা ও জনগণের সোভিয়েট গঠননীতির সঙ্গে পরিচয় যথেষ্ট হবে—যাতে করে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারবে : "বাস্তবিক এরা আমাদের লোক, এদের দল সত্যিকারের শ্রমিক দল, এদের সরকার সত্যি শ্রমিক সরকার; কারণ এই সরকার—পূর্ব্বোক্ত নেতারা যেমন করেছে সেই ভাবে সংস্কারের কথা বলে না; তারা সত্যিই শোষণের বিরুদ্ধে লড়ছে, সত্যিই একটা বিপ্লব ঘটাচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ মুক্তির জন্য যথার্থই লড়ছে।"

দলত্যাগী কাউট্স্কি

১২ মাস "অভিজ্ঞতার" পর সোভিয়েটরা যে শোষকদের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে—এতেই প্রমাণ হয় যে সোভিয়েট সত্যই নিপীড়িত জনগণের সংগঠন, যে সব স্বদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও শান্তিবাদীরা নিজেদেরকে বুর্জ্জোয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে—তাদের সংগঠন, নয়, সোভিয়েট যে শোষকদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে—এতেই প্রমাণ হয় যে মালিকদের সঙ্গে পেটি-বুর্জ্জোয়া আপোষ মীমাংসার সংগঠন এটা নয়—আইন সভার কচকচানির (কাউট্স্কি ও ম্যাকডোনাল্ড বা লংগুয়েটের মত) প্রতিষ্ঠান ও এটা নয় বরং শোষকদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণের লড়াই যারা লড়ছে এটা সেই বিপ্লবী সর্ব্বহারা দলের প্রতিষ্ঠান।

(কয়েকদিন আগে বার্লিন থেকে আমাদের একটী ওয়াকিবহাল কমরেড জানিয়েছেন যে "পুস্তিকাটী এখানে প্রায় অপরিচীত।")

আমি আমাদের জার্ম্মাণ ও সুইজারল্যাণ্ডের রাজদূতদের বলতাম যে তারা যেন এই বই কিনে বিনা মূল্যে শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের কাছে বিলাবার জন্য হাজার খানেক ব্যয় করতে বিরত না হয় যাতে করে ঐ শ্রমিকরা "ইউরোপীয়" সাম্রাজ্যবাদী এবং সংস্কার

বাদী সোশ্যাল ডেমক্রাসী—যা বহুদিন আগে কাদার মধ্যে "পচা মড়ার" মত পড়ে রয়েছে তাকে পদদলিত করতে পারে।

কাউট্স্কি তার বইয়ের শেষে, ৬১ পাতায় এই ব্যাপারটীতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে "এই নতুন মতবাদ (বলশেভিকবাদকে ইনি এই বলেন, প্যারী কম্যুন সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের আলোচনাকে তিনি স্পর্শ করতেও ভয় পেয়েছেন) সুইজারল্যাণ্ডের মত পুরানো গণতন্ত্রগুলির ও সমর্থন পেয়েছে।" "জার্ম্মাণ সমাজতান্ত্রিকরা কি করে এই মতবাদ গ্রহণ করতে পারে—কাউট্স্কি তা' বুঝতে পারেন না"।

না, এটা বেশ বোঝা যায়। কারণ যুদ্ধের গুরুতর শিক্ষার পর বৈপ্লবিক জনগণ সিইডম্যান ও কাউট্স্কির দলবলের সম্পর্কে ক্লান্ত ও জ্বালাতন হয়ে গেছে।

কাউট্স্কি লিখছেন "আমরা" সব সময়েই গণতন্ত্রের সমর্থক, এখন কি হঠাৎ তা' ত্যাগ করতে পারি ?

সোশ্যাল ডেমক্রাসীর সুবিধাবাদী "আমরা" সব সময়েই সর্ব্বহারার একনায়কত্বের বিরুদ্ধতা করেছি এবং বহু দিন আগেই ক্লব কোং সে কথা জানিয়ে দিয়েছে। কাউট্স্কি এটা জানেন ; এবং তিনি যে

বার্ণষ্টেইন ও ক্লবের "দলে ফিরে গেছেন"—এই ঘটনাটা তাঁর পাঠকদের কাছ থেকে লুকাতে পারবেন বলে যদি তিনি ভাবেন—তাহ'লে তাঁর সে কল্পনা ব্যর্থ হবে।

"আমরা" বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদীরা কখনও "খাঁটি" (বুর্জ্জোয়া) গণতন্ত্রকে দেবতা বানাইনি। ১৯০৩ সালে প্লেখানভ যখন বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদী ছিলেন তখন থেকেই এটা ভাল করে জানা ছিল (আজ প্লেখানভ শোচনীয় ভাবে রুশ সিইডম্যানের আসন গ্রহণ করেছেন)। সেই বছর প্লেখানভ পার্টি কংগ্রেসে কার্য্যক্রম গ্রহণ করানোর সময় ঘোষণা করেন: বিপ্লবের সময় প্রয়োজন হ'লে সর্ব্বহারারা ধনীদের ভোটাধিকার চ্যুত করবে এবং বিপ্লব বিরোধী বলে গণ্য হলে **যে কোন প্রতিনিধি সভাকে ভেঙ্গে দেবে।**

উপরে আমি মার্ক্স ও এঙ্গেলসের যে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছি তার থেকে প্রত্যেকের কাছে এটা সরল হবে যে পূর্ব্বোক্ত মতই একমাত্র ওদের সঙ্গে মেলে—; মার্ক্সবাদের মূলনীতিগুলি থেকে বিচার সঙ্গত ভাবে কেবল এতেই পেঁাছানো যায়।

"আমরা" বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদীরা এমনি ভাবে জনগণের কাছে কখনও বক্তৃতা করি নাই যে বক্তৃতা সমস্ত

জাতির কাউট্স্কি সম্প্রদায় বলবে। এরা বুর্জ্জোয়াদের কাছে নত হয়, বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টারী প্রথা মেনে নেয়, আধুনিক গণতন্ত্রের বুর্জ্জোয়া স্বরূপ সম্পর্কে যারা চুপ করে থাকে এবং যারা তাকে কেবল বাড়াবার, তার যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্তে টেনে নিয়ে যাবার দাবী করে এরা তারাই।

"আমরা" বুর্জ্জোয়াদের বলেছি : তোমরা শোষক ও বঞ্চকের গণতন্ত্রের কথা বল কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে এমনি হাজারো রকমের বাধা সৃষ্টি ক'র যাতে শোষিত শ্রেণী রাজনীতিতে যোগ দিতে পারে না। জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তোমাদের শোষক দলের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে, বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করবার জন্য আমরা তোমাদের কথাতেই তোমাদের বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ দাবী করি। এবং আমাদের সর্ব্বহারা বিপ্লবে তোমরা, সব শোষকরা বাধা দেবার চেষ্টা ক'র তাহ'লে তোমাদের আমরা নিষ্ঠুর ভাবে দমন করবো, তোমাদের অধিকার কেড়ে নেব, তারপর আমরা তোমাদের খেতে দেব না কারণ আমাদের সর্ব্বহারা গণতন্ত্রে শোষকদের কোন অধিকার থাকবে না। তাদের আগুন ও জলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না, কারণ আমরা

খাঁটি সমাজতান্ত্রিক—সিইডম্যান বা কাউট্স্কির মত সমাজতান্ত্রিক নই।

• "আমরা" বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদীরা এই-ই বলেছি—আর বলবোও—এবং এই কারণেই শোষিত জনগণ আমাদের সমর্থন করে, আমাদের সঙ্গে চলে আর সিইডম্যান-কাউট্স্কির দল বিশ্বাসঘাতকতার পাঁকে ডুবে যাবে।

আন্তর্জাতিকতা কি ?

কাউট্স্কির স্থির সিদ্ধান্ত যে তিনি একজন আন্তর্জাতিকতা বাদী এবং নিজেকে তিনি তাই বলেন। সিইডম্যানদের তিনি বলেন "সরকারী সমাজতান্ত্রিক" (Government Socialist)। কিন্তু মেনশেভিকদের সমর্থন করতে গিয়ে তিনি (মেনশেভিকদের সঙ্গে খোলা খুলি সহযোগ স্বীকার করেন না, কিন্তু তিনি পুরাপুরি তাদের মতবাদ প্রচার করেন) তাঁর আন্তর্জাতিকতা বাদের স্বরূপ উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি একক নন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আঁওতায় যা' অনিবার্য্য বেড়ে উঠেছে সেই মতবাদের প্রতিনিধি হিসাবে (ফরাসীতে লংগুয়েট,

ইটালিতে তুরাতি, সুইজারল্যাণ্ডের নব-গৃম, জেবার-নায়েন, ইংলণ্ডের র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড) কাউট্স্কির "আন্তর্জাতিকতাবাদকে" সমালোচনা করলে ভাল হবে।

মেনশেভিকরা যে জিমারওয়াল্ড সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল—এই ব্যাপারটার উপর গুরুত্ব দিয়ে (এটা একটা পদবী বটে—কিন্তু কলঙ্কিত পদবী) কাউট্স্কি মেনশেভিকদের মত—যার সঙ্গে তিনি একমত তা' এই এই ভাবে প্রকাশ করেছেন :—

> "মেনশেভিকরা সাধারণ ভাবে শান্তি চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল যেন সমস্ত যুদ্ধরত জাতি এই নীতি মেনে নেয় যে কোন নূতন দেশ অধিকার করা এবং ক্ষতিপূরণ করা চলবেনা। এটা মেনে না নেওয়া পর্য্যন্ত রুশ সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে। অপর পক্ষে বলশেভিকরা যে কোন সর্ত্তে অবিলম্বে শান্তির দাবী জানিয়ে ছিল। প্রয়োজন হ'লে পৃথকভাবে শান্তি করতে তারা প্রস্তুত ছিল; এটা বলপূর্ব্বক আদায় করার জন্য তারা সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা চেয়েছিল এবং এই সৈন্যরা আগে থেকেই যথেষ্ট বিশৃঙ্খল ছিল (পৃঃ ২৯)"।

কাউট্স্কির মতে বলশেভিকদের ক্ষমতা হাতে

নেওয়া উচিত হয়নি, গণপরিষদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। তাহলে কাউট্‌স্কি ও মেনশেভিকদের আন্তর্জাতিকতাবাদের অর্থ এই দাঁড়ায় যে: সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া সরকারের কাছে সংস্কারের দাবী কর কিন্তু এই সরকারকে সমর্থনও কর—এবং যখন ঐ সরকার যুদ্ধ চালাতে থাকবে তখনও সমর্থন চলবে যতদিন না অন্যান্য যুদ্ধরত দেশগুলি পূর্ব্বোক্ত নীতি অর্থাৎ না অন্যদেশ জয়, না ক্ষতিপূরণ নীতি মেনে নেয়। কাউট্‌স্কির দল, (হেস ও অন্যান্য) তুরাতি, লংগুয়েট কোম্পানী প্রভৃতি যারা "পিতৃভূমি রক্ষার" জন্য দাঁড়িয়ে ছিল তারা এই মত বার বার প্রকাশ করেছে।

মতের দিক থেকে—এই ব্যাপারটা হচ্ছে স্বদেশীওয়ালাদের থেকে নিজেদের পৃথক করার পক্ষে সম্পূর্ণ অক্ষমতা এবং পিতৃভূমি রক্ষার সমস্যা সম্পর্কে পুরোপুরি গোঁজামিল। রাজনৈতিক ভাবে এটা হ'চ্ছে আন্তর্জাতিকতার পরিবর্ত্তে পেটি বুর্জ্জোয়া জাতীয়তা স্থাপন ও সংস্কারবাদীদের দলে ভিড়ে যাওয়া—বিপ্লবকে পরিত্যাগ করা।

সর্ব্বহারার দৃষ্টিকোন থেকে "পিতৃভূমি রক্ষার" যুক্তি হ'ল: বর্ত্তমান যুদ্ধ বিচারসঙ্গত বলা এবং স্বীকার করা যে

যুদ্ধটা আইন সঙ্গত। রাজতন্ত্রে হোক বা সাধারণ তন্ত্রে হোক, আমার দেশের বা শত্রু পক্ষের দেশে হোক—ধরে নেওয়া যাক যে বর্ত্তমান সময়ে শত্রু পক্ষের সৈন্য সেস্থান অধিকার করে রয়েছে—তবুও এই যুদ্ধ সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ এবং এই ক্ষেত্রে পিতৃভূমি রক্ষার নীতি মেনে নেওয়া মানে আসলে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারী বুর্জ্জোয়াদের সমর্থনকরা—সমাজতন্ত্রের প্রতি সাঙ্ঘাতিক বিশ্বাস ঘাতকতা করা। রাশিয়াতে, কেরেনস্কির অধীনে এবং—বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্রেও—যুদ্ধটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই চলছে। বুর্জ্জোয়ারা শাসক শ্রেণী হিসাবে চালাচ্ছে (যুদ্ধ হ'চ্ছে "রাজনীতির ক্রমবিকাশ") ; পৃথিবীকে ভাগাভাগি ও অন্যদেশ লুণ্ঠনের জন্য ভূতপূর্ব্ব জার, ইংরাজ ও ফরাসী ধনীদের সঙ্গে যে গুপ্ত চুক্তি করেছিল—তা' অত্যন্ত চমৎকার ভাবে যুদ্ধের সাম্রাজ্য-বাদী রূপটা প্রকাশ করে দিয়েছে।

এই যুদ্ধটা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ বা বৈপ্লবিক যুদ্ধ এই কথা বলে মেনশেভিকরা জনগণকে অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে প্রতারনা করেছে ; এবং মেনশেভিকদের এই নীতি সমর্থন করে, জনগনকে প্রতারণা করা কাউট্স্কি সমর্থন করছেন, পেটি বুর্জ্জোয়ারা ধনতন্ত্রকে সাহায্য করার জন্য যে ভাবে

শ্রমিকদের ভুলিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের রথে তাদের যুথে দিচ্ছে—তাই সমর্থন করছেন। **একটা ধ্বনি তুললেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে** এই ভনিতাকরে কাউট্‌স্কি পুরো পেটি-বুর্জ্জোয়া বদমায়েসীর ভণ্ডনীতি প্রচার করছেন (এবং এই অসম্ভব ধারণা জনগণকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছেন)। এই দুরাশার বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়া গণ-তন্ত্রের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে! জনগণকে প্রতারনা করার জন্য নানারূপ চটকদার বুলি বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিকরা সব সময়ে বলেছে এবং এখন ও বলছে। কথা হচ্ছে তাদের বিশ্বস্থতা **পরীক্ষা করা**, তাদের **কাজের** সঙ্গে সঙ্গে কথার তুলনা করা; তাদের নীতিমূলক বড় বড় বাকচাতুরীতে সন্তুষ্ট হওয়ার দরকার নেই বরং শ্রেণীগত বাস্তবতায় নেমে আসা দরকার। কতগুলি বদমায়েস, বাক সর্ব্বস্ব বা পেটি বুর্জ্জোয়ারা আবেগপূর্ণ রব তুললেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অন্য কিছু হয়ে যাবে না; এটা তখনই অন্য কিছু হবে যখন যে **শ্রেণী** যা' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালাচ্ছে এবং যা' এই যুদ্ধের সঙ্গে লক্ষপ্রকারের অর্থ নৈতিক সুতায় (অনেক সময় দড়িতে) সংযুক্ত—তা' উচ্ছেদ হবে এবং তার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রে প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী সর্ব্বহারা ক্ষমতাশালী হবে। **সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ**

থেকে, সাম্রাজ্যবাদী ও লুণ্ঠনকারী শান্তি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

মেনশেভিকদের পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করে এবং সেটাকে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও জিমারওয়াল্ড মতাবলম্বী বলে কাউট্‌স্কি প্রথমতঃ জিমারওয়াল্ড সংখ্যাধিক দলের পচা সুবিধাবাদের সমর্থন করছেন (আমরা, জিমারওয়াল্ডের **বামপন্থীরা** কেন তার থেকে চলে এসেছিলাম তার অবশ্যই কারণ ছিল) এবং দ্বিতীয়তঃ—আর এটা অত্যন্ত গুরুত্বশালী—কেননা কাউট্‌স্কি সর্ব্বহারার অবস্থা থেকে পেটি-বুর্জ্জোয়া দলে চলে যাচ্ছেন—বিপ্লবের পন্থা থেকে সংস্কারবাদের পথে নেমে এসেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়াদের বৈপ্লবিক ভাবে উচ্ছেদ করার জন্য সর্ব্বহারা সংগ্রাম চালায় আর সাম্রাজ্যবাদকে সংস্কারের দ্বারা উন্নত করার জন্য, তাকে গ্রহণের ও তার কাছে নতি স্বীকারের জন্য পেটি-বুর্জ্জোয়াও লড়ে। কাউট্‌স্কি যতদিন পর্য্যন্ত মার্ক্সবাদী ছিলেন—যেমন ১৯০৯ সালে—তখন তিনি "**ক্ষমতা দখলের পথ**" বইয়ে লিখেছিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য ভাবে বিপ্লবের পথে চলবে এবং **বিপ্লবের যুগ** আসছে। ১৯১২ সালের বাজল্‌ ইস্তাহারে জার্ম্মাণ ও বৃটিশ সংযোগ সম্পর্কে

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কথা বলা হয়েছিল যা' সত্যিই ১৯১৪ সালে আরম্ভ হ'ল—সেই সম্পর্কে পরিষ্কার এবং সোজাসুজি সর্ব্বহারা বিপ্লবের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালে যুদ্ধের ফলে এই বিপ্লব আরম্ভ হ'ল তখন তার অনিবার্য্যতা নির্দ্দেশ না করে, বৈপ্লবিক পদ্ধতি ও বিপ্লবায়োজনের উপায় অনুধাবনের চিন্তা শেষ না করে—কাউট্‌স্কি মেনশেভিকদের সংস্কারবাদী নীতিকে আন্তর্জাতিকতা বলে ঘোষণা করতে আরম্ভ করলেন। এটা কি দলত্যাগ নয়? মেনশেভিকরা যে সৈন্যদলের যুদ্ধনৈপুন্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে তার জন্য তিনি প্রশংসা করেছেন এবং যে সৈন্যদল পূর্ব্ব থেকে যথেষ্ট বিশৃঙ্খল ছিল তাদের মধ্যে আরো 'বিশৃঙ্খলা' বাড়াবার চেষ্টা করেছে বলে বলশেভিকদের নিন্দা করছেন। এর অর্থ সংস্কারবাদকে প্রশংসা করা এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়াদের কাছে নতি স্বীকার করা ও বিপ্লবকে নিন্দা করা এবং ত্যাগ করা, কারণ কেরেনস্কির অধীনেও সৈন্যদলের রণনৈপুন্য বজায় রাখার অর্থ হচ্ছে বুর্জ্জোয়ার (যদিও সাধারণতন্ত্রী) নেতৃত্বে তাদের রাখা। সকলেই জানে এবং ঘটনার পরিবর্ত্তন বিশেষ করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে সাধারণতন্ত্রী

সেনাদলে করনিলভ ভাবধারা বজায় ছিল কারণ সৈন্যাধ্যক্ষরা সবই করনিলভের অনুবর্ত্তী ছিল। বুর্জ্জোয়া সেনাপতিরা করনিলভ অনুবর্ত্তী না হয়ে পারেনি—সাম্রাজ্যবাদের দিকে না ঝুঁকে পারেনি—সর্ব্বহারাকে সবলে দাবিয়ে না দিয়ে পারেনি। মেনশেভিকদের পদ্ধতির সবকিছুর অর্থ হচ্ছে এই যে **কার্য্যতঃ** সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমস্ত ভিত্তিগুলিকে ঠিক রাখা, বুর্জ্জোয়া একনায়কত্বের সমস্ত ভিত্তিকে পুরাপুরি বজায় রাখা, খুঁটিনাটিকে সংশোধন করা এবং ছোটখাটো ক্রুটীকে রঙমাখানো (সংস্কার করা)।

অপরপক্ষে কোন একটা বড় বিপ্লব সেনাদলকে "বিশৃঙ্খল" না করে পারেনি, এখনও পারে না; কারণ পুরানো শাসনশক্তি রক্ষার পক্ষে সবথেকে শক্ত অস্ত্র, বুর্জ্জোয়া নিয়মানুবর্ত্তিতার সব থেকে কঠিন অচলায়তন, ধনতন্ত্রের শাসন ক্ষমতার প্রধান বল, শ্রমরত জনসাধারণের ভিতর অধীনতার ভাব সঞ্চার করা ও বজায় রাখার প্রধান অস্ত্র হ'চ্ছে সেনা দল। সশস্ত্র সেনাদলের পাশাপাশি সশস্ত্র শ্রমিকরা দাঁড়াবে এটা বিপ্লব বিরোধীরা কখনও সহ্য করতে পারেনি, করবেও না। এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন যে ফরাসীর প্রত্যেকটী

বিপ্লবের পর শ্রমিকরা সশস্ত্র হয়েছিল : সুতরাং বুর্জোয়াদের যে কোন দল রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করুক না কেন তাদের প্রথম আদেশ ছিল শ্রমিকদের অস্ত্রহীন করা। (ফরাসীর গৃহযুদ্ধ ৯ পৃষ্ঠা)।

সশস্ত্র শ্রমিকরা হচ্ছে—**নতুন** সেনাদলের আত্মাবস্থা—**নতুন সমাজ ব্যবস্থার** অঙ্কুর। তাই বুর্জোয়াদের প্রথম আদেশ : অঙ্কুর বিনাশ কর, বাড়তে দিও না। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ বারবার বিশেষ জোরের সঙ্গে বলে ছিলেন যে প্রত্যেকটী বিজয়ী-বিপ্লবের প্রথম আদেশ হচ্ছে : পুরাণো সেনাদলকে ভেঙ্গে ধ্বংস করে দাও এবং তার পরিবর্ত্তে নতুন সেনা তৈরী কর। পুরাণো সেনাদলকে একেবারেই নষ্ট করতে হবে ; (প্রতিক্রিয়াশীলরা ও বদমায়েসরা চিৎকার করবে "বিশৃঙ্খলা" !) বিপদজনক ও বেদনাদায়ক সময় বিনা সৈন্যদলেই অতিক্রম করতে হবে (যেমন ফরাসী বিপ্লবে হয়েছিল) এবং গৃহযুদ্ধের সময় ক্রমে ক্রমে নতুন শ্রেণীর নতুন সেনা, নতুন নিয়ম এবং নতুন সামরিক সংগঠন তৈরী করে নিতে হবে এবং এমনি না করে কোন নতুন শ্রেণী কখনও শাসন ক্ষমতা দখল করতে বা শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করতে পারেনি, এখনও পারবে

না। পূর্ব্বে ঐতিহাসিক কাউট্স্কি একথা বুঝতেন, দলত্যাগী কাউট্স্কি তা' ভুলে গেছেন।

রুশ বিপ্লবে মেনশেভিকরা যে পন্থা গ্রহণ করেছে—তা' যদি কাউটস্কি সমর্থন করে থাকেন তাহ'লে সিইড-ম্যানদের "সরকার পক্ষীয় সমাজতান্ত্রিক" বলে ঘোষণা করার কি অধিকার তাঁর আছে? কেরেনেস্কীকে সমর্থন করে এবং তার মন্ত্রী সভায় আসন গ্রহণ করে মেনশেভিকরাও তো "সরকারপক্ষীয় সমাজতান্ত্রিক" (Government Socialists) হয়েছে। যদি কাউট্স্কি এই প্রশ্ন তুলতে চেষ্টা করেন যে: **কোন শাসক শ্রেণী** সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালাচ্ছে? তাহলে তিনি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের কবল থেকে কিছুতেই অব্যাহতি পাবেন না।

কিন্তু ঐ শাসক শ্রেণীর প্রশ্ন যা প্রত্যেক মার্ক্স-বাদীকেই অবশ্য উত্থাপন করতে হয়—তা' কাউট্স্কি এড়িয়ে যাচ্ছেন কারণ শুধু ঐ প্রশ্ন উঠলেই কাউট্স্কির দলত্যাগী রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

জার্ম্মাণীতে কাউট্স্কির দল, ফরাসীতে লংগুয়েটের দল এবং ইটালিতে তুরাতির দল এই ভাবে যুক্তি তর্ক করে: "সমাজতন্ত্র বলতেই বোঝায় সকল জাতির মধ্যে সাম্য, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র থাকবে সুতরাং আমাদের

দেশ যদি আক্রান্ত হয় বা শত্রু সৈন্যদল আমাদের দেশের উপর অভিযান করে তাহলে সমাজতান্ত্রিকদের কর্ত্তব্য হচ্ছে দেশকে রক্ষা করা।” কিন্তু মতবাদের দিক থেকে এই যুক্তি হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের অর্থহীন বিকৃতি বা ধাপ্পাবাজি ; বাস্তব রাজনীতির দিক থেকে এই যুক্তি হচ্ছে একটা অজ্ঞ রুশ চাষীর (মুজিক) যুক্তির সমান—কারণ ঐ রকম মুজিকের যুদ্ধ সম্পর্কে সামাজিক, শ্রেণী-বোধক কোন বিবেচনা বা একটা বিপ্লবী দলের প্রতি-ক্রিয়াশীল যুদ্ধে কি কর্ত্তব্য থাকতে পারে তার কোন ধারণাই নেই।

জাতির বিরুদ্ধে জাতির বল প্রয়োগ সমাজ তন্ত্রবাদের নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য। এ সম্পর্কে কোন আপত্তি চলবে না। কিন্তু জন সাধারণের প্রতিও বলপ্রয়োগ সমাজ-তন্ত্রের নীতি বহির্ভূত। তাই বলে ক্রীশ্চান-নৈরাজ্য-বাদী ও টলষ্টয়ের মতাবলম্বী ছাড়া আর কেউ এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে আসবে না যে **বৈপ্লবিক** বল প্রয়োগ সমাজ তন্ত্রবাদের নীতি বিগর্হিত। সুতরাং যে সব অবস্থার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বলপ্রয়োগে ও বৈপ্লবিক বল প্রয়োগে পার্থক্য রয়েছে সেগুলি পরীক্ষা না করে “সাধারণ ভাবে বল প্রয়োগের” কথা যারা বলে তারা

হচ্ছে সেই সমস্ত পেটি বুর্জ্জোয়া যারা বিপ্লব পরিত্যাগ করেছে—নতুবা তারা এড়ো তর্কে নিজেদের বা অপরকে প্রতারিত কচ্ছে।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বল প্রয়োগ সম্পর্কেও এই যুক্তি খাটে। প্রত্যের যুদ্ধই জাতির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের কার্য্য কিন্তু তাই বলে সমাজতান্ত্রিকরা যে **বৈপ্লবিক** যুদ্ধের স্বপক্ষে থাকে না এমন নয়। যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতক নয়—তার কাছে যুদ্ধের শ্রেণী চরিত্রই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তাৎপর্য্য হচ্ছে দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে গলা টিপে মারা ও লুণ্ঠন করা, লুণ্ঠনের ভাগ বাটোয়ারা করা এবং দুই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়া সংহতির মধ্যে পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে নেওয়া। যুদ্ধের এই তাৎপর্য্য ১৯১২ সালের বাজলে্র আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদী কংগ্রেসের ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং পরবর্ত্তী ঘটনা এটার সত্যতা সপ্রমাণ করে দিয়েছে। যে কেউ এই দৃষ্টি কোন থেকে সরে যাবে—সে সমাজতান্ত্রিক নয়।

উইলহেলম্ বা ক্লেমাসিওঁ'র শাসনাধীনের কোন জার্ম্মাণ বা ফরাসী ভদ্রলোক যদি বলেন ঃ "যদি আমার দেশ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়—তাহলে সমাজতান্ত্রিক

হিসাবে আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে এবং আমার অধিকার আছে আমাদের দেশকে রক্ষা করা—"তাহলে তার যুক্তি সমাজ তান্ত্রিক,' আন্তর্জাতিকতাবাদী বা বৈপ্লবিক সর্ব্বহারার মত হ'ল না—হ'ল একটা **পেটি বুর্জ্জোয়া জাতীয়তা বাদীর** মত। কারণ এই যুক্তি হিসাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকের বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রামের কথা, বিশ্বব্যাপী বুর্জ্জোয়া ও সর্ব্বহারার সংগ্রামের দৃষ্টি কোণ থেকে সমগ্র যুদ্ধের বিবেচনা বাদ পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতা বাদ পড়ছে আর তা' বাদে যা কিছু পাওয়া যায় তা'হচ্ছে সঙ্কীর্ণ ও নৈরাশ্যজনক জাতীয়তা মাত্র। "আমার দেশের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে—এটুকু আমি বুঝি"—পূর্ব্বোক্ত যুক্তির মোদ্দা কথা হ'চ্ছে এই এবং সেইজন্যই এটা পেটি বুর্জ্জোয়া সঙ্কীর্ণ চিত্ততা। এটা হচ্ছে যেন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির বল প্রয়োগ—যেহেতু সমাজতন্ত্রবাদ বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে সেই হেতু—জেলে যাওয়া থেকে আমার বিশ্বাসঘাতক হওয়াই ভাল! যে ফরাসী, জার্ম্মাণ যা ইটালির ভদ্রলোক বলেনঃ "জাতির বিরুদ্ধে জাতির বল প্রয়োগ সমাজ-তন্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ; **অতএব** আমার দেশ আক্রান্ত হ'লে আমি রক্ষা করব—তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদ বা

সমাজতন্ত্রের প্রতি **বিশ্বাসঘাতকতা করেন** কারণ তিনি কেবল **তার নিজের "দেশের" কথাই ভাবেন,**— তিনি সকলের উপর তার নিজের…বুর্জ্জোয়াদিগকে স্থান দেন এবং যে সমস্ত **আন্তর্জাতিক** সম্পর্কের দরুণ যুদ্ধটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পরিণত হয়—সে সব ভূলে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের সূত্রে নিজের বুর্জ্জোয়াজিকে গেঁথে দেন।

কাউট্স্কি, লংগুয়েট এবং তুরাতির দল যে ভাবে তর্ক করেছে অর্থাৎ ঃ শত্রু আমার দেশ আক্রমণ করেছে সুতরাং অন্যকিছু ভাবার সময় নেই", ঠিক এই ভাবেই যত মূর্খ, পাজী ও বদমায়েসের দল তর্ক করে।

> স্বদেশী-সাম্রাজ্যবাদীরা (সিইডম্যান, রেনডেলস্, হেণ্ডারসন এবং গমপারের দল) যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকের কথা কিছুতে তুলতে চায় নি। তাদের নিজেদের দেশের বুর্জ্জোয়াদের শত্রুগুলিকে তারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করে। নিজেদের দেশের বুর্জ্জোয়াদের জয়লাভের নীতিকে তারা সমর্থন করে।

দেশী শান্তিবাদীরা (যারা বাক্যে সমাজতান্ত্রিক এবং কাজে পেটি বুর্জ্জোয়া শান্তিবাদী) সকল রকমের "আন্তর্জাতিক"

বুলি আওড়ায়, পর রাজ্য জয়ের প্রতিবাদ করে—কিন্তু কার্য্যতঃ তারা নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়াদের সমর্থন করতে থাকে। এই দুই ধরণের জীবদের মধ্যে পার্থক্য অল্প। দুইটী ধনতান্ত্রিকের একটার মুখে কর্কশ ও অপরটার মুখে মিষ্টি কথা থাকলে যতটুকু পার্থক্য হয়—এও ঠিক ততটুকু।

সমাজতন্ত্রী, বৈপ্লবিক সর্ব্বহারা বা আন্তর্জাতিকতা বাদীরা অন্যভাবে তর্ক করবে। তারা বলবে: যুদ্ধের (প্রতিক্রিয়াশীল হোক বা বৈপ্লবিক হোক) চরিত্র, কে আক্রমণকারী—বা কার দেশ "শত্রু" কর্ত্তৃক অধিকৃত এই হিসাবের উপর নিয়ন্ত্রিত হয় না, **কোন শ্রেণী লড়ছে** এবং কোন শ্রেণীর রাজনীতির ক্রমবিকাশের (Continuation) ফলে এই যুদ্ধ—সেই মীমাংসার দ্বারা বোঝা যায়। যুদ্ধ যদি প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয় অর্থাৎ যদি সাম্রাজ্যবাদী, উগ্র, লুণ্ঠনকারী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জ্জোয়াদের বিশ্বব্যাপী দুই দলে যুদ্ধ সুরু করে তাহলে প্রত্যেকটী বুর্জ্জোয়াই (এমন কি অত্যন্ত ছোট দেশের হলেও) এই লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণ করে এবং বৈপ্লবিক সর্ব্বহারার প্রতিনিধি হিসাবে আমার কর্ত্তব্য হ'চ্ছে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ভীষণতার থেকে নিষ্কৃতি

পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসাবে **বিশ্বসর্ব্বহারা বিপ্লবের** আয়োজন করা। আমি অবশ্যই তর্ক করবো, কিন্তু তা' "আমার দেশ—এই দৃষ্টি কোন থেকে হবে না (কারণ এই যুক্তি মূর্খ জাতীয়তাবাদী বদমায়েসরাই করে—এরা বোঝেনা যে এই ভাবে এরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়াদের হাতে খেলার পুতুলে পরিণত হচ্ছে মাত্র) বিশ্ব সর্ব্বহারা বিপ্লবের আয়োজন, প্রচার ও বৃদ্ধির কাজে আমার যে **অংশ** সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি তর্ক করবো।

একেই আন্তর্জাতিকতাবাদ বলে এবং আন্তর্জাতিকতা-বাদী, বৈপ্লবিক কর্ম্মী ও প্রকৃত সমাজতন্ত্রীদের কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে এই। এই-ই হচ্ছে ক, খ, গ, যা' বিশ্বাসঘাতক কাউট্‌স্কি ভুলে **গেছেন**। তাঁর নীতি বিরুদ্ধ কাজ আরো বেশী পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যখন তিনি **পেটি বুর্জ্জোয়া জাতীয়তা বাদীদের** সমর্থন করার পরে (রাশিয়ার মেনশেভিকদের, ফরাসীর লংগুয়েটদের, ইটালির তুরাতি এবং জার্ম্মাণীর হেসদের) বলশেভিক পন্থার সমালোচনা সুরু করলেন। তিনি বলছেন :—

"এই আশার বশবর্ত্তী হয়ে বলশেভিক বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল যে এটায় সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী বিপ্লবের

সূচনা হবে ; রাশিয়ার নির্ভিক প্রেরণা সমগ্র ইউরোপের সর্ব্বহারাদের বিদ্রোহে প্রবুদ্ধ করবে।

এই ধারণার উপর ভিত্তি করলে অবশ্য এসব কথা বিচার করা অবাস্তব হয়ে পড়ে যে রুশের পৃথক শান্তি কি ধরণের হবে, জনগণের কত কষ্ট সহ্য করতে হবে, কত দেশ হারাতে হবে এবং জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রনের কি ব্যাখা এরা দেবে। রাশিয়া নিজেকে রক্ষা করতে পারবে কিনা—সে প্রশ্নও অবাস্তব ; এই মতানুসারে ইউরোপীয় বিপ্লবই রুশ বিপ্লবের সর্ব্বোত্তম রক্ষী হ'য়ে দাঁড়াবে এবং যে দেশগুলি রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল তার জনগণের পূর্ণ ও প্রকৃত আত্ম-নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করবে। ইউরোপীয় বিপ্লব—যা সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সংগঠিত করবে—তা' রাশিয়ায় সমাজ-তান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পথে যে সব বাধা তার অর্থ-নৈতিক অনুন্নত ব্যবস্থার জন্য ছিল তাও দূর করবে। যদি প্রধান আশাই পূর্ণ হয়—অর্থাৎ রুশ বিপ্লব ইউরোপীয় বিপ্লব সূচনা করে—তাহ'লে ঐ সব যুক্তি ন্যায় সঙ্গত এবং অত্যন্ত নির্ভুল ও বটে। কিন্তু, যদি এটা না হয়? যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে এই আশা পূর্ণ হয়নি এবং ইউরোপের সর্ব্বহারারা বর্ত্তমানে রুশ বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, তাকে পরিত্যাগ করেছে বলে অভিযুক্ত হচ্ছে। এই অভিযোগ কতগুলি

> অপরিচীত ব্যাক্তিদের উপরই হচ্ছে, কারণ ইউরোপীয় সর্ব্বহারার ব্যবহারের জন্য কাকে দায়ী করা যায়?" (২য় পৃঃ)

এবং তারপরে কাউট্স্কি বারবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন যে মার্ক্স-এঙ্গেলস্ ও বেবেল আশু বিপ্লবের সম্ভবনা সম্পর্কে অনেকবার ভূল ভবিষ্যৎবাণী করেছেন কিন্তু বিপ্লব একটা "নির্দ্দিষ্ট দিনে" ঘটবে এই আশার ভিত্তিতে তাঁরা কখনও তাঁদের কর্ম্মপন্থা নিয়োজিত করেন নি (২৯ পৃঃ) অপর পক্ষে কাউট্স্কির বক্তব্য অনুসারে বলশেভিকরা ইউরোপ ব্যাপী বিপ্লবের আশায় সব কিছু পন করে বসেছিল।

আমরা ইচ্ছা করেই পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘ অংশটা উদ্ধৃত করেছি কারণ আমাদের পাঠকদের দেখাতে চাই যে কাউট্স্কি কি রকম "উৎসাহে" মার্ক্সবাদকে জাল করে তার পরিবর্ত্তে প্রতিক্রিয়াশীল বদমায়েসী জিনিষ চালাচ্ছেন।

প্রথমতঃ বিরুদ্ধ বাদীরা যা বলেনি এমন সব অসম্ভব ভাষা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে তারপর তার প্রতিবাদ করার পদ্ধতি যারা অতি-চালাক লোক নয় তারাই করে থাকে। বলশেভিকরা যদি অন্যান্য দেশে একটি নির্দ্দিষ্ট

দিনে বিপ্লবে ঘটবে এই আশার ভিত্তিতে তাদের কর্ম্ম-কৌশল স্থির করতো তাহ'লে নিদারুণ মূর্খতার জন্য তারা দোষী সাব্যস্ত হ'ত। কিন্তু বলশেভিক পার্টি এই দোষে কখনও দোষী নয়—। ১৯১৮ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে "আমেরিকার শ্রমিকদের প্রতি" আমার পত্রে যখন আমি বলি যে যদিও আমরা আমেরিকার বিপ্লবের আশা করেছিলাম কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে এটা হবে এমন কথা ভাবিনি। এতেই বোঝা যায় যে আমি প্রকাশ্য ভাবে পূর্ব্বোক্ত মূর্খতাকে অস্বীকার করেছি (Little Lenin Library ১৭ ভল্যুম দ্রষ্টব্য।) ১৯১৮ সালের জানুয়ারী ও মার্চ্চ মাসের ভিতর "বামপন্থী কম্যুনিষ্ট" ও বামপন্থী সমাজ-বিপ্লবীদের সঙ্গে বিতর্কে আমি অনেক বার এই মত প্রকাশ করেছি। কাউট্স্কি অল্প, অত্যন্ত অল্প জালিয়াতি করেছেন এবং তারই উপর তিনি বলশেভিকবাদের সমালোচনা দাঁড় করিয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপে বিপ্লবের আশায় যে কর্ম্মকৌশল এবং একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ইউরোপীয় বিপ্লবের আশায় যে কর্ম্মকৌশল তার মধ্যে কাউট্স্কি গুলিয়ে ফেলেছেন। জোচ্চুরিটা ছোট, অত্যন্ত ছোটই বটে!

শেষোক্ত কর্ম্মকৌশল নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না, কিন্তু প্রথমটা প্রত্যেক মার্ক্সবাদীর, প্রত্যেক বিপ্লবী সর্ব্বহারার, প্রত্যেকটা আন্তর্জ্জাতিকতা বাদীর পক্ষে **বাধ্যতা মূলক**। এই কর্ম্মকৌশল এইজন্য **বাধ্যতা মূলক** কারণ সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলি যুদ্ধেরত থাকায় যে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হল তাকে প্রকৃত মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে যাচাই করে সর্ব্বহারার আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে চলার ক্ষমতা একমাত্র এই কর্ম্ম কৌশলেই সম্ভব।

সাধারণ বৈপ্লবিক কর্ম্মকৌশলের ভিত্তির গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্নের পরিবর্ত্তে যে ভূল বলশেভিক বিপ্লবীরা কর্ত্তে পারতো অথচ **করেনি**—এই ছোট প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে কাউট্‌স্কি সমগ্র বৈপ্লবিক কর্ম্মকৌশল বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস ঘাতক বলে, বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতির নীতি নির্ণয়ে যে সব বাস্তব অবস্থা পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে তা বিচার করার পদ্ধতিতে তিনি **সমস্যাটিকে দেখতে অক্ষম হয়েছেন**।

এবং এই জন্যে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নে আসতে হ'ল। দ্বিতীয়তঃ যদি **বৈপ্লবিক অবস্থা** বিদ্যমান থাকে তাহ'লে ইউরোপীয় বিপ্লবের উপর নির্ভর করা মার্ক্সবাদীদের

অবশ্য কর্ত্তব্য। মার্ক্সবাদের একটা প্রাথমিক সূত্র এই যে বৈপ্লবিক অবস্থা বিগুমান বা অ-বিগুমান এই উভয় অবস্থাতে সমাজতান্ত্রিক সর্ব্বহারাদের কর্ম্মকৌশল এক রকম থাকতে পারে না।

এই যে প্রশ্ন যা' প্রত্যেক মার্ক্সবাদীর পক্ষে অবশ্য জিজ্ঞাস্য তা' যদি কাউট্স্কি উত্থাপন করতেন তাহলে তিনি যে উত্তর পেতেন তা একেবারেই তাঁর বিরুদ্ধে যেত। যুদ্ধের অনেক আগে সমস্ত মার্ক্সবাদী, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক স্বীকার করেছিল যে ইউরোপীয় সমর একটা বৈপ্লবিক অবস্থার স্থষ্টি করবে। কাউট্স্কি নিজেই বিশ্বাসঘাতকতা করার আগে, পরিস্কার এবং সুস্পষ্ট ভাবে, ১৯০২ সালে তাঁর "সমাজবিপ্লব") এবং ১৯০৯ সালে "ক্ষমতা অধিকারের পথে" নামক বই-য়ে একথা স্বীকার করেছিলেন। বাজেল্ ইস্তাহারে সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের নামেও একথা স্বীকার করা হয়েছে। সবদেশে স্বদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও কাউট্স্কির দলেরা ("মধ্যপন্থীরা" অর্থাৎ যারা বিপ্লবী ও সুবিধাবাদীদের মাঝে ঢুলতে থাকে।) বাজেল্ ইস্তাহারের পরবর্ত্তী ঘোষনা গুলি সম্পর্কে এত যে ভীত তা' বিনা কারণে নয়।

তাই ইউরোপীয় বৈপ্লবিক অবস্থার আশা করা বলশেভিকদের উন্মত্ত চিত্ততার পরিচায়ক নয়। সমগ্র মার্ক্সবাদীদের **সাধারণ সিদ্ধান্ত**। বলশেভিকরা "সব সময়েই শক্তি ও ইচ্ছার সর্ব্বজ্ঞতায় বিশ্বাস করে"—এই ধরণের বাকচাতুরীর দ্বারা কাউট্‌স্কি যখন পূর্ব্বোক্ত অবধারিত সত্য থেকে নিস্তার পেতে চেষ্টা করেন তখন তিনি কেবল তাঁর পলায়ণ, বৈপ্লবিক অবস্থার ভিত্তিতে সমস্যাকে দাঁড় করাবার দায়িত্ব থেকে লজ্জাজনক পলায়ন **ঢাকবার** জন্য ফাঁকা বুলির গুন্ গুনানি সৃষ্টি করছেন মাত্র।

—তারপরে। বৈপ্লবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে—কি হয় নি? কাউট্‌স্কি এই প্রশ্ন করতে সমর্থ হননি। অর্থ-নৈতিক ঘটনা এর উত্তর দেয়ঃ যুদ্ধের জন্য দুর্ভিক্ষ ও ধ্বংস সর্ব্বত্রই বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক ঘটনাও এর একটি উত্তর দিচ্ছেঃ ১৯১০ সাল থেকেই সমস্ত দেশের পুরাণো ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজতান্ত্রিক দল গুলিতে একটা ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছে, স্বদেশী সাম্রাজ্য-বাদীদের পরিত্যাগ করে সর্ব্বহারা জনগণ বামপন্থা গ্রহণ করছে, বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'চ্ছে, বিপ্লবী নেতাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কাউট্স্কির পুস্তিকা লেখার তারিখে অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ৫ই আগষ্টে যে লোক কেবল বিপ্লব আশঙ্কায় ভীত, বিপ্লবকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, একমাত্র সেই লোকই পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি লক্ষ্য না করে পারে। আর আজ ১৯১৮ সালের অক্টোবরের শেষে বিপ্লব **কয়েকটী** ইউরোপীয় দেশে বেড়ে উঠছে, বস্তুতঃ আমাদেরই চোখের সামনে অত্যন্ত তাড়াতাড়িই বেড়ে উঠছে। (এই ছত্রক'টি লেখার ১০ দিনের মধ্যে জার্ম্মাণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছিল (৯ই নভেম্বর) এবং কতগুলি ইউরোপীয় দেশে বিদ্রোহ হয়েছিল)। "বিপ্লবী" কাউট্স্কি, যিনি এখনও নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে প্রচার করতে চান তিনি নিজেকে সেই ধরণের স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন বদমায়েস প্রমাণিত করেছেন যারা ১৮৪৭ সালে আগত বিপ্লব দেখতে পেত না বলে মার্ক্স কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিল।

এবার তৃতীয় সমস্যায় আসা যাক।

তৃতীয়তঃ ইউরোপীয় বৈপ্লবিক অবস্থায় বৈপ্লবিক কর্ম্ম কৌশলের বিশিষ্ট দিকটা কি? যে প্রশ্নটী উত্থাপন করা প্রত্যেক মার্ক্সবাদীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, কাউট্স্কি বিশ্বাস-ঘাতক বলে সে প্রশ্ন উত্থাপন করতে ভয় পেয়েছেন। এক অজ্ঞ চাষী অথবা একটী পাকা পেটি বুর্জ্জোয়া বদমায়েসের

মত কাউট্‌স্কি তর্ক করছেন : “নিখিল ইউরোপীয় বিপ্লব” আরম্ভ হয়েছে, কি হয় নি ? যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনিও বিপ্লবী হতে প্রস্তুত আছেন ! আমরা কিন্তু লক্ষ্য করেছি যে এই অবস্থায় প্রত্যেকটী পলাতকই (যে সব জোচ্চোর বর্ত্তমানে বিজয়ী বলশেভিক বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে নিজেদের প্রচার করছে তাদেরই মত) নিজেকে বিপ্লবী বলে জাহির করে।

যদি বিপ্লব না হয়, তাহলে কাউট্‌স্কি ও বিপ্লবের প্রতি পৃষ্ট প্রদর্শন করবেন ! একটী সাধারণ বদমায়েসের সঙ্গে একজন বিপ্লবী মার্ক্সবাদীর যে পার্থক্য, শেষোক্ত ব্যক্তি যে অবোধ জনগণকে পরিণতিশীল বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করতে, তার অনিবার্য্যতা প্রমাণ করতে, জনগণকে এর সুফল বোঝাতে এবং সর্ব্বহারা, শ্রমভারে নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত জনগণকে এই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম—এই সত্যটী বুঝবার ইঙ্গিত কাউট্‌স্কি দেননি।

বলশেভিকদের উপর এক কল্পিত অপরাধ কাউট্‌স্কি চাপিয়েছেন অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে ইউরোপীয় বিপ্লব আরম্ভ হবে এই আশায় বল-শেভিকরা সর্ব্বস্ব পণ করে বসেছিল। কিন্তু এই

অপরাধের বোঝা কাউট্স্কির নিজের ঘাড়েই চেপেছে কারণ তাঁর যুক্তির নিয়ম মাফিক সিদ্ধান্ত হচ্ছেঃ ১৯১৮ সালের ৫ই আগষ্টে যদি ইউরোপীয় বিপ্লব সুরু হ'ত তাহলে বলশেভিকদের কর্ম্মকৌশল নির্ভুল হ'ত। এই তারিখই কাউট্স্কি উল্লেখ করেছেন আর এই তারিখে তিনি তাঁর পুস্তিকা লিখেছেন। কিন্তু এই ৫ই আগষ্টের কয়েক সপ্তাহ পরে যখন দেখা গেল যে কয়েকটী ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিপ্লব আসন্ন হয়েছে, তখন কাউট্স্কির সমগ্র নীতি বিগর্হিত যুক্তি, মার্ক্সবাদের যত বিকৃতি, বিপ্লবী হিসাবে যুক্তি করার অথবা বিপ্লবীর মত প্রশ্ন করার নিদারুণ অক্ষমতা বেশ ভাল করে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

যখন ইউরোপীয় সর্ব্বহারাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধীকরা হয়েছে তখন কাউট্স্কি লিখছেন যে কতগুলি অজ্ঞাত লোকদের অপরাধী করা হয়েছে।

মিষ্টার কাউট্স্কি! আপনি ভুল করছেন। আয়নায় একবার মুখ দেখুন তাহলে যে "অজ্ঞাত লোক" গুলিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের দেখতে পাবেন। কাউট্স্কি অজ্ঞতার মুখোসপরে ভান করছেন যে কে অভিযোগ করেছে আর এই অভিযোগের কি অর্থ তিনি তা জানেন

না। বস্তুতঃ কাউট্স্কি ভাল করেই জানেন যে জার্ম্মাণ বামপন্থীরা, লিইব্‌কনেচ ও তাঁর বন্ধুরা এই অভিযোগ করেছেন এবং এখনও করছেন। ফিনল্যাণ্ড, উক্রেন, ল্যাট্‌ভিয়া, এস্তোনিয়া দখল করে জার্ম্মাণ সর্ব্বহারা যে রুশ (এবং আন্তর্জ্জাতিক) বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই অভিযোগে তা' ভাল ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। পদদলিত জনগণের প্রতি এই অভিযোগ নয়—এই অভিযোগ সকলের আগে প্রধানতঃ সেই সব **নেতার** প্রতি যারা সিইডম্যান ও কাউট্স্কিদের মত জনগণের ভিতর বৈপ্লবিক আন্দোলন, প্রচার ও বৈপ্লবিক কাজ কর্ম্ম ক'রে তাদের অসাড়তা দূর করার চেষ্টা করেনি এবং তারই ফলে অত্যাচারিত জনগণ, যাদের মধ্যে বিপ্লবী আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি আগুনের ফুলকির মত জ্বলছে—তারা বস্তুতঃ তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে বসেছে (যুদ্ধে সাহায্য করা, ভিন্ন দেশ জয় করা ইত্যাদি।)

সিইডম্যানের দল খোলাখুলি, স্থূল ও অবিশ্বাসীর তাচ্ছিল্যে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে সর্ব্বহারাদের বিশ্বাসঘাতকা করেছে এবং বুর্জ্জোয়া দলে ভিড়ে গেছে। কেবল একটু ইতঃস্তত করে, এই

সময় যারা বলশালী তাদের প্রতি ভীতু লোকের চোরা দৃষ্টি হেনে কাউট্‌স্কি ও লংগুয়েটের দল ও ঠিক এই কাজ করেছে। যুদ্ধের সময় কাউট্‌স্কি যত কিছু লিখেছেন তার প্রত্যেকটা বৈপ্লবিক বৃত্তিকে প্রবলতর না করে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ইউরোপের সর্ব্বহারারা রুশ বিপ্লবকে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে এই "অভিযোগের" বিরাট নীতিগত গুরুত্ব, আর তার থেকেও বেশী আন্দোলন ও প্রচার-মূলক গুরুত্ব কাউট্‌স্কি যে বুঝতে পারেননি এটাই জার্ম্মাণ সোশ্যাল ডেমক্রাসীর সরকারী "সাধারণ" নেতার বদমায়েসী মূর্খতার ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ হবে! কাউট্‌স্কি বোঝেন না যে জার্ম্মাণ "সাম্রাজ্যে"র কড়াকড়ি নিয়মের জন্য এই "অভিযোগই" বোধ করি একমাত্র উপায় যাঁর দ্বারা লিইব্‌কনেচ ও তাঁর বন্ধুদের মত যে সব সমাজতান্ত্রিক—সমাজতন্ত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, তাঁরা সিইডম্যানও কাউট্‌স্কির দলকে পরিত্যাগ করতে, এই সব "নেতা"দের দূরে সরিয়ে দিতে, এদের বিশ্রী ঘুমপাড়ানো প্রচারের হাত থেকে উদ্ধার পেতে, এদের ছাড়া, এরা ব্যতিরেকে এবং এদের মাথার উপর দিয়ে বিপ্লবে যোগ দিতে জার্ম্মাণ শ্রমিকদের কাছে

আবেদন করতে পেরেছিলেন। এই "অভিযোগ" **বিপ্লবের জন্য** আহ্বান!

কাউট্‌স্কি এসব বোঝেন না। বলশেভিক পদ্ধতি তিনি বুঝবেন কি করে? যে মানুষ সর্ব্বপ্রকারে বিপ্লব পরিত্যাগ করেছে সে কি কখনও বিপ্লব যে সব যায়গায় অত্যন্ত "কঠিন" ব্যাপার তারই একটার বিকাশকে যথার্থ হিসাব করতে পারে?

বলশেভিক কৌশল নির্ভুল হয়েছে, এই কৌশলই একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক কৌশল কারণ এর ভিত্তি বিশ্ব-বিপ্লবের ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বিপ্লবের প্রতি বদমায়েসী "অবিশ্বাসের" উপর নয়, এবং "অন্য দেশ চুলোয় যাক" "নিজের" পিতৃভূমি (নিজের দেশের বুর্জ্জোয়াদের পিতৃভূমি) রক্ষার সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা সুলভ কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; ইউরোপীয় বৈপ্লবিক অবস্থার নির্ভুল হিসাবের উপর এই কৌশল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (যুদ্ধের আগে এবং স্বদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও শান্তিবাদীদের পলায়নের আগে একথা সবাই মানতো)। এই কৌশলই একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক কৌশল, কারণ **সমস্ত দেশে বিপ্লবের** বিকাশ, সমর্থন ও উদ্দীপন করবার জন্য এই কৌশল একটী দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

বিরাট সাফল্য এই কৌশলের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছে, কারণ বলশেভিকবাদ (রাশিয়ার বলশেভিকদের গুণে নয় বরং এই প্রকৃত বিপ্লবী পন্থার জন্য সর্ব্বত্র জনগণ যেরূপ গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছে তার ফলে) আজ বিশ্ব-বলশেভিকবাদে পরিণত হয়েছে, এমন একটা আদর্শ, নীতি, কর্ম্মসূচী ও কৌশল এর দ্বারা তৈরী হয়েছে যা কার্য্যকারিতা ও বাস্তবতার দিক থেকে শান্তিবাদী ও স্বদেশী সাম্রাজ্যবাদী পন্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক। সিইডম্যান কাউট্স্কি, রেনডেলস্, লংগুয়েট, হেণ্ডারসন ও ম্যাক-ডোনাল্ডরা যারা এখন থেকে পরস্পর পিছু পিছু ঘুরবে, "একতার" স্বপ্ন দেখবে, বাসি মড়া বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা করবে, তাদের পুরানো ও ক্ষয়িষ্ণু আন্তর্জ্জাতিককে বলশেভিকরা হারিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক, একটা প্রকৃত সর্ব্বহারা ও সাম্যবাদী আন্তর্জ্জাতিক যা শান্তিপূর্ণ অবস্থার লাভালাভ এবং বর্ত্তমানে যে বিপ্লবী যুগ এসেছে তার অভিজ্ঞতারও হিসাব করবে, সেই আন্তর্জ্জাতিকের মত ও পথ সম্পর্কীয় ভিত্তি বলশেভিক বাদ তৈরী করে দিয়েছে।

"সর্ব্বহারা একনায়কত্বের" ধারণা বলশেভিকবাদই সারা দুনিয়ার প্রচার করে, এই কথাগুলি ল্যাটিন থেকে

অনুবাদ করে প্রথম রুশ ভাষায় এবং পরে জগতের সমস্ত ভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছে এবং সোভিয়েট সরকারের জীবন্ত উদাহরণে দেখিয়ে দিয়েছে যে অত্যন্ত অনুন্নত দেশের, অত্যন্ত অল্প অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সংগঠনের অভ্যাসশালী শ্রমিক ও গরীব কৃষকদের দ্বারা বিরাট বাধা বিপত্তি ও শোষকদের (যারা সমগ্র বিশ্বের বুর্জ্জোয়াদের সাহায্য পেয়ে ছিল) সংগ্রামের মধ্যে পুরা এক বছর ধরে শাসন ক্ষমতা রক্ষা করেছে, এমন একটা গণতন্ত্র সৃষ্টি করেছে যা জগতের পূর্ব্বতম যে কোন গণতন্ত্রের থেকে অনেক উচ্চস্তরের ও ব্যাপক এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকদের সৃজন ক্ষমতার সাহায্যে সমাজতন্ত্রের বাস্তব রূপায়নের কার্য্য সুরু করে দিয়েছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় বিপ্লবের বিকাশ সম্পর্কে অন্য যে কোন দেশের যে কোন দল যতটুকু সাফল্য লাভ করেছে বলশেভিকবাদ তার থেকে অনেক বেশী শক্তি-শালী উপায়ে তা' করতে পেরেছে। সারা দুনিয়ার শ্রমিকরা আজ যত পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে সিইডম্যান ও কাউট্স্কিদের কৌশল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য-বাদী বুর্জ্জোয়ার মজুরীর দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবেনা এবং এই কৌশল কোন দেশেই অনুসরণ যোগ্য নয়—

ততই সমগ্র দেশে সর্ব্বহারা প্রতিদিন বুঝতে পারছে যে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বীভৎসতা থেকে নিস্তার পাওয়ার পৃথক উপায় বলশেভিকরাই দেখিয়ে দিয়েছে এবং বলশেভিকবাদই **সকলের অনুসরণ যোগ্য কৌশল হতে পারে।**

শুধু ইউরোপীয় বিপ্লব নয়, **সমস্ত** জগতের সর্ব্বহারা বিপ্লব সকলের চোখের সামনেই পরিনতিতে এসে যাচ্ছে এবং রুশ সর্ব্বহারার জয় লাভে এ কার্য্য সমর্থন পেয়েছে —গতিশীল হয়েছে। সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ জয় লাভের পক্ষে এই কি যথেষ্ট? নিশ্চয় না। একটা দেশ এর বেশী করতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েট সরকারকে বাহবা দিয়ে বলতে হয়—এত কিছু স্বত্বেও সোভিয়েট সরকার যা' করেছে তাতে অ্যাংগ্লো-ফরাসী ও জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদের সহযোগে পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ কাল যদি সোভিয়েট সরকারকে ধ্বংস করে দেয় তবু—এমনি একটা সাঙ্ঘাতিক ভুরবস্থার কথাও যদি উদাহরণ স্বরূপ ধরে নেওয়া যায়—তাহলেও বলশেভিক কর্ম্মকৌশল সমাজতন্ত্রবাদের যথেষ্ট উপকারে লাগবে—অপরাজেয় বিশ্ব বিপ্লবের বৃদ্ধিকে অনেক পরিমাণে সাহায্য করবে।

"অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের" ছদ্মবেশে বুর্জ্জোয়াদের দাসত্ব।

আগেই বলা হয়েছে যে কাউট্স্কির বইয়ে যে সব কথা লেখা আছে সেই অনুযায়ী যদি নাম করণ করা হ'ত—তাহলে বইয়ের নাম **"সর্ব্বহারার একনায়কত্ব"** "না হ'য়ে" **"বলশেভিকদের প্রতি বুর্জ্জোয়া আক্রমণের পুনরুক্তি"** হওয়া উচিত ছিল।

রুশ বিপ্লবের বুর্জ্জোয়া চরিত্র সম্পর্কে পুরাণো মেনশেভিক "মতবাদ" অর্থাৎ মার্ক্সবাদ সম্পর্কে পুরাণো মিথ্যা ব্যাখ্যা (১৯০৫ সালে কাউট্স্কি যাকে বর্জ্জন করেছিলেন) আজ আবার নতুন ভাষায় আমাদের নীতিজ্ঞ ব্যক্তিটী বর্ণনা করছেন। রুশ মার্ক্সবাদীদের পক্ষে একাজ যতই বিরক্তিকর হোক না কেন—এর জবাব আমাদের দিতেই হবে।

১৯০৫ সালের আগে সমস্ত মার্ক্সবাদীরা বলতো যে রুশ বিপ্লব বুর্জ্জোয়া বিপ্লব। মেনশেভিকরা মার্ক্সবাদের পরিবর্ত্তে উদারনৈতিক মতবাদ গ্রহণ ক'রে এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করে যে বুর্জ্জোয়াদের পক্ষে যা' গ্রহণ যোগ্য নয়—তার বেশী সর্ব্বহারারা যেন না যায় এবং সব সময়ে

আপোষ মনোভাব নিয়ে চলে। বলশেভিকরা বলে যে এটা উদারনৈতিক বুর্জ্জোয়া মতবাদ। বলশেভিকরা বলে যে রাষ্ট্রকে বুর্জ্জোয়া মতানুসারে, সংস্কারের পথে, বুর্জোয়ারা সামান্য অদলবদল করতে চায়—কিন্তু বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে চায় না এবং এইজন্য যতদূর সম্ভব রাজতন্ত্র, জমিদারী প্রথা প্রভৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চায়। বুর্জ্জোয়া সংস্কারবাদের মোহে সর্ব্বহারা যেন কিছুতেই আবদ্ধ না হয়—যেন তারা নিশ্চিত ভাবে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ সীমায় পৌঁছায়। বুর্জ্জোয়া বিপ্লবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী শক্তিগুলি কি অবস্থা নেবে—বলশেভিকরা তা' এই ভাবে নির্ণয় করে: কৃষকদের সহযোগিতায় সর্ব্বহারা উদার-নৈতিক বুর্জ্জোয়াদের নিরপেক্ষ করবে (nutralise) এবং রাজতন্ত্র, মধ্যযুগীয় অবস্থা ও জমিদারী প্রথাকে একেবারে উচ্ছেদ করে দেবে।

সর্ব্বহারা ও কৃষক জনসাধারণের মিলনের মধ্যেই বিপ্লবের বুর্জ্জোয়া চরিত্র পরিস্ফুট হচ্ছে কারণ সাধারণ কৃষক মাত্রেই ক্ষুদে উৎপাদক যাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিই হ'চ্ছে পন্য উৎপাদন। বলশেভিকরা অবিলম্বে এই কথা এর সঙ্গে যোগ করে দিল যে: **সমস্ত অর্দ্ধ সর্ব্ব-হারাদের** সঙ্গে সর্ব্বহারারা যুক্ত হবে, মধ্যবিত্ত কৃষকদের

(nutralise) নিরপেক্ষ করবে এবং বুর্জ্জোদের উচ্ছেদ করবে: এই হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে স্বতন্ত্র জিনিষ (আমার লেখা পুস্তিকা "সোস্যাল ডেমক্রাসীর দুই কৌশল দ্রষ্টব্য)।

১৯০৫ সালের এই বিতর্কে কাউট্স্কি আলগা ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন মেনশেভিক প্লেখানভের একটী প্রশ্নের উত্তরে কাউট্স্কি যে মত প্রকাশ করেছিলেন বস্তুতঃ তা' প্লেখানভের বিরোধী এবং এই ব্যাপার নিয়ে সেই সময়ে বলশেভিক প্রেস গুলিতে বিশেষ রকম তামসার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কাউট্স্কি এখন সেই বিতর্কের সম্পর্কে একটী কথাও উচ্চারণ করছেন না (কারণ তাহলে নিজের কথাতেই নিজের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে) এবং জার্ম্মাণ পাঠকরা যাতে আসল ব্যাপারটী বুঝতে না পারে তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ১৯১৮ সালের জার্ম্মাণ শ্রমিকদের কাউট্স্কি ভালকরে বলতে পারলেন না যে ১৯০৫ সালে তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের (শ্রমিক ও উদারনৈতিক বুর্জ্জোয়া নয়) সংহতি চেয়েছিলেন এবং তিনি একথাও জানাতে পারলেন না যে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন

কি কি অবস্থায় এই সংহতি হতে পারে এবং এর কি কার্য্য সূচী হবে।

পুরানো অবস্থান থেকে পিছু হটে, "অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অজুহাতে" এবং "ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্র" সম্পর্কে বড় বড় বুলি আউড়িয়ে এখন কাউট্স্কি বুর্জ্জোয়াদের কাছে শ্রমিকদের দাসত্ব প্রচার করছেন এবং মেনশেভিক মাসলভের বচন উদ্ধৃত করে তিনি মেনশেভিকদের পুরানো উদার নৈতিক মতবাদ নিয়ে জাবর কাটছেন। রাশিয়ার অনুন্নত অবস্থা সম্পর্কে একটা আজগুবী নতুন মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে বচন গুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে কিন্তু এই নতুন মতবাদের সিদ্ধান্ত অতি পুরানো ; যথা, বুর্জ্জোয়া বিপ্লবে সর্ব্বহারা যেন কিছুতেই বুর্জ্জোয়াদের ছাড়িয়ে না যায় ! মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ ১৭৮৯-৯৩ সালের ফরাসী বুর্জ্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে ১৮৫৮ সালের জার্ম্মাণীতে বুর্জ্জোয়া বিপ্লবের তুলনা করে যত কথা বলেছেন সে সমস্ত উপেক্ষা করে এই সব কথা বলা হচ্ছে !

কাউট্স্কির তথাকথিত "অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের" আসল বস্তু বা প্রধান "যুক্তি" নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা দেখাবো যে কাউট্স্কির বক্তব্যের প্রথম

লাইন গুলিতেই কিরূপ অদ্ভুত গোঁজামিল ও হালকা চিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের "নীতিবিশারদ" বলছেন ঃ

> "আজকের রাশিয়ার অর্থনৈতিক বনিয়াদ দাঁড়িয়ে রয়েছে কৃষির উপর, বিশেষ করে ছোট ছোট কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। জনসংখ্যার $\frac{৪}{৫}$, সম্ভবতঃ $\frac{৫}{৬}$ অংশ এই ব্যবস্থায় জীবন ধারণ করে।"

প্রিয় নীতিবিশারদ মহাশয়, এই বিরাট ক্ষুদে উৎপাদকদের মধ্যে কতগুলি শোষক শ্রেণীভুক্ত হতেপারে এ হিসাব কি কখনও আপনি করে দেখেছেন? সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় এক দশমাংশের বেশী নিশ্চয় হবেনা —এবং সহরে এই অনুপাত আরো কমহবে কারণ ওখানে বড় আকারে উৎপাদন ব্যবস্থা ভাল ভাবে কায়েম রয়েছে। একটা বড় সংখ্যাই নেওয়া যাক ; ধরা যাক যে ক্ষুদে উৎপাদকদের $\frac{১}{৫}$ অংশ শোষক সম্প্রদায় ভুক্ত এবং সেই কারণে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। তাহলেও দেখা যাবে যে সোভিয়েটের পঞ্চম কংগ্রেসে শতকরা ৬৬ ভাগ বলশেভিক সদস্যরা **জনসংখ্যার অধিকাংশের** প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এর সঙ্গে বামপন্থী সমাজ বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ যোগ ক'রে নিতে হবে কারণ

সোভিয়েট সরকারের সমর্থনে তারা ছিল অর্থাৎ নীতির দিকথেকে সমস্ত বামপন্থী সমাজ বিপ্লবীরাই সোভিয়েট সরকারের সমর্থনে ছিল এবং এদেরই একদল যখন ১৯১৮ সালে দুঃসাহসিক বিদ্রোহ করে, তখন এদের থেকে দুটো নতুন দল যথা "নারদর্শিক-কম্যুনিষ্ট" ও "বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট" হয়ে চলে আসে (এই দুইদলে নামজাদা সমাজ বিপ্লবীরা ছিল, যারা পুরানো দল কর্ত্তৃক শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল পদে মনোনীত হয়েছিল ; যথা, প্রথম দলের জ্যাকস্ এবং দ্বিতীয় নতুন দলের কোলেগাইয়েভ)। সুতরাং বলশেভিকরা যে জনসংখ্যার অল্পাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এই আজগুবী গল্প কাউট্‌স্কি নিজেই বোকার মত খণ্ডন করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, একথা কি ভেবেছেন যে ক্ষুদে কৃষি উৎপাদকেরা সর্ব্বহারা ও বুর্জ্জোয়া দলের মধ্যে **অনিবার্য্য ভাবে** দুলতে থাকে? এই মার্ক্সীয় সত্যটা যা ইউরোপের সমগ্র আধুনিক ইতিহাস সুপ্রমান করে দিয়েছেন কাউট্‌স্কি তা' নিজের সুবিধা অনুযায়ী ভুলে যাচ্ছেন কারণ যে মেনশেভিক "মতবাদের" পুনরুক্তি তিনি করেছেন তা' চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে! একথা যদি কাউট্‌স্কি না "ভুলে যেতেন"

তাহলে ক্ষুদে কৃষি উৎপাদক বহুল দেশে সর্ব্বহারার একনায়কত্বের সম্ভবনা অস্বীকার করতেন না।

এখন আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের "অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের" প্রধান বস্তুটী আলোচনা করা যাক।

কাউট্স্কি বলেছেন সোভিয়েট যে একনায়কত্ব একথা অস্বীকার করা যায় না।

> "কিন্তু এটা কি সর্ব্বহারার এক নায়কত্ব? (৩৪ পৃঃ)
> "সোভিয়েট গঠনতন্ত্র অনুসারে জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষক এবং আইন প্রনয়ণ বা ও শাসনকার্য্য করার পক্ষে তারা ক্ষমতা প্রাপ্ত। **সর্ব্বহারার** একনায়কত্বের নামে যা আমাদের দেখানো হচ্ছে—তা' যদি যথারীতি পালন করা হয়, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে সত্যিই যদি একটী শ্রেণী সোজাসুজি একনায়কত্ব করতে সক্ষম হয়—যা বস্তুতঃ একটী দলের দ্বারাই সম্ভব—তাহলে, আমরা পরে দেখবো যে এটা কৃষকদের একনায়কত্ব হয়েছে (৩৪।৩৫ পৃষ্ঠা)।"

আর এই গভীর ও চতুর যুক্তি দেখিয়ে কাউট্স্কি কী খুসী হয়েছেন এবং রসিক হবার চেষ্টায় বলছেন ঃ

> "সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজতন্ত্রবাদের বেদনা হীন রূপান্তর তখনই ভাল করে হবে যখন তা' চাষীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে" (৩৫ পৃঃ)।

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তর্ক করে এবং অর্দ্ধ উদারনৈতিক মাসলভের অত্যন্ত বিজ্ঞ বচন উদ্ধৃত করে আমাদের নীতি বিশারদটী একটি নতুন ধারণা প্রচার করছেন যথা, চাষীদের স্বার্থ হচ্ছে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং সহরের মজুরদের অল্প মাইনা দেওয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঘটনা ক্রমে আমাদের গ্রন্থকার মহাশয়, যুদ্ধের পরে যে সব নতুন ব্যাপার ঘটছে যেমন কৃষকেরা ফসলের মূল্য বাবদ টাকা কড়ির বদলে জিনিষ পত্র চাইছে এবং কৃষি কার্য্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পর্য্যাপ্ত পরিমানে অর্থের বদলেও তারা পায়না—এইসব ঘটনা তিনি যত কম লক্ষ্য করছেন ততই তাঁর পক্ষে নতুন মতবাদ খাড়া করা দুরূহ হচ্ছে! কিন্তু এই সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে।

এই ভাঁবে, কাউট্স্কি বলশেভিকদের, সর্ব্বহারা দলের এই বলে অভিযুক্ত করেছেন যে তারা একনায়কত্ব কে, সমাজতন্ত্রবাদ সফল করার কাজকে, পেটি বুর্জ্জোয়া কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছে। মিষ্টার কাউট্স্কি চমৎকার! কিন্তু পেটি বুর্জ্জোয়া কৃষকদের প্রতি সর্ব্বহারা দলের কি মনোভাব হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আপনার আলোক সম্পাতি অভিমতটা কি শুনি?

"কিছু বলা থেকে না বলা অনেক ভাল" এই নীতিবাক্য নিশ্চয়ই স্মরণ করে পণ্ডিত মহাশয় এই বিষয়ে চুপকরে গেছেন। কিন্তু নিম্নোক্ত যুক্তিতেই তাঁর মুখোস খোলা হয়ে গেছে ঃ

> "গোড়ার দিকে কৃষকদের সোভিয়েট গুলিই সাধারণ **কৃষকদের** সংগঠন ছিল। এখন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেছে যে সোভিয়েট গুলি সর্ব্বহারা ও **গরীব কৃষকদের** সংগঠন। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা সোভিয়েটে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার বিচ্যুত হয়েছে। "সর্ব্বহারার একনায়কত্বে" স্বীকৃত হয়েছে যে সমাজ তান্ত্রিক কৃষি সংস্কারের ব্যপক ও চিরস্থায়ী ফল হচ্ছে গরীব চাষী।"

কি সাঙ্ঘাতিক বিদ্রূপ! এই ধরণের বিদ্রূপ রাশিয়ার প্রত্যেকটী বুর্জ্জোয়াদের মুখ থেকে শোনা যায় ঃ সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্র প্রকাশ্য ভাবে গরীব কৃষকদের অস্তিত্ব স্বীকার করছে—এই ব্যাপারটা নিয়ে তারা বেশ রং তামসা করে। তারা সমাজতন্ত্র বাদকে বিদ্রূপ করে। এসব করার অধিকার তাদের আছে। চার বৎসর সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধের পর রাশিয়াতে গরীব কৃষক আছে (এবং আরো অনেক কালের জন্য থাকবে) বলে যে

'সমাজতন্ত্রী' বিদ্রূপ করে—সেই সমাজতন্ত্রী নিশ্চয়ই একটা ব্যপক বিশ্বাসঘাতকতার যুগে জন্মগ্রহণ করেছে।

আরো শুনুন :—

> গরীব ও অবস্থাপন্ন চাষীদের সম্পর্কে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র যে ভাবে হস্তক্ষেপ করছে—তা' জমি পুনর্বিভাগ করে নয়। শহরের খাদ্যাভাব ঘোচাবার জন্য সশস্ত্র শ্রমিকের দল গ্রামে পাঠানো হচ্ছে—অবস্থাপন্ন কৃষকদের সঞ্চিত উদ্বৃত্ত ফসল বাজেয়াপ্ত করে নেবার জন্য। সেই ফসলের কিছু অংশ সহরের লোকদের দেওয়া হচ্ছে এবং বাকী অংশ অত্যন্ত গরীব চাষীদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে।" (৪৮ পৃঃ)

বড় বড় সহরের আশে পাশে যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে (বস্তুতঃ আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়েছে) তাতে সমাজতন্ত্রী ও মার্ক্সবাদী কাউট্স্কি অবশ্যই অত্যন্ত চটেছেন। অদ্বিতীয়, অতুলনীয় এবং চমৎকার শান্ত (অথবা গাধার মত) শয়তানীতে সমাজতন্ত্রী ও মার্ক্সবাদী কাউট্স্কি তর্কশাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধান্ত টানছেন যে :—

> "এই ব্যাপারটা (অবস্থাপন্ন কৃষকদের সম্পত্তি দখল দখল করা) উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে এক নতুন

> ধরণের অশান্তি ও গৃহযুদ্ধ (উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে গৃহযুদ্ধ—একটা ভৌতিক ব্যাপার নয় কি?) প্রবর্ত্তন করছে অথচ উৎপাদন পদ্ধতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা অত্যন্ত প্রয়োজন।" (৪৯ পৃঃ)

হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই। যে সব শোষক ও শষ্য ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্বৃত্ত শষ্য জমিয়ে রেখেছে, শষ্য একচেটিয়া করার আইন নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করছে এবং সহরের লোকদের অনাহারে মারবার ব্যবস্থা করছে তাদের শান্তি ও নিরপত্তার জন্য সমাজতন্ত্রী ও মার্ক্সবাদী কাউট্স্কি দীর্ঘ নিশ্বাস ও চোখের জল ফেলবেন এটা অবশ্য ব্যাপার। কাউট্স্কির দল, হেনরিক-ওয়েবারের দল (ভিয়েনা) লংগুয়েট (প্যারী), ম্যাকডোনাল্ড (লণ্ডন) প্রভৃতির দল সমবেত স্বরে গান ধরেছেন; "আমরা সমাজতান্ত্রিক, মার্ক্সবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী—আর আমরা সকলেই শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবে বিশ্বাস করি—তবে আমরা এই বিপ্লবে কেবল—কেবল এইটুকু দেখতে চাই যে শস্য ব্যবসায়ীদের শান্তি ও নিরপত্তার বিঘ্ন যেন না হয়"। হ্যাঁ, বুর্জ্জোয়াদের কাছে আমাদের যে ঘৃণ্য দাসত্ব আছে তা' আমরা "উৎপাদনের পদ্ধতি" নামক "মার্ক্সীয়" বুলি ব্যবহারে ঢাকছি। এই যদি

মার্ক্সবাদ হয় তাহলে বুর্জোয়া চাটুকার বৃত্তি আর কি হতে পারে ?

আমাদের এই নীতি বাগীশটা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন দেখা যাক। তিনি আমাদের এই বলে দোষ দিয়েছেন যে আমরা কৃষকের একনায়কত্বটাকে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব বলে চালাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছেন যে গ্রামের ভিতর গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করা (এটা আমরা আমাদের গুণ বলেই মনে করি) ও গ্রামে সশস্ত্র সৈন্য প্রেরণ করার অপরাধে আমরা অপরাধী কারণ এই সব সৈন্যরা প্রকাশ্যভাবে **সর্ব্বহারা** ও **গরীব** কৃষক-দের একনায়কত্বের কথা ঘোষণা করে, অবস্থাপন্ন কৃষকরা ফসল একচেটিয়া করণ সম্পর্কিত আইন এড়িয়ে যে সব উদ্বৃত্ত শষ্য জমা করেছে সেগুলি কেড়ে নেবার কাজে গরীব কৃষকদের সাহায্য করে !

একদিকে, আমাদের মার্ক্সবাদী পণ্ডিতটা গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন, অপর দিকে সমস্ত নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগণের নেতা স্বরূপ বিপ্লবী শ্রেণী, জনসংখ্যার অধি-কাংশের (সুতরাং শোষক সম্প্রদায়ও বাদ পড়বে না) কাছে নতি স্বীকার করুক—এটাও তিনি চান। আবার আমাদের বিরুদ্ধে একথাও তিনি বলতে চাইছেন যে এই

বিপ্লবের বুর্জ্জোয়া রূপ অনিবার্য্য—কারণ কৃষকরা সমগ্র ভাবে এখনও বুর্জ্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থার কবলে। অথচ এরপরেও সর্ব্বহারাকে, তার শ্রেণী ও মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে বাঁচাবার ভাণ করছেন! "অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের" নামে এটা একটা বিশেষ রকমের গোঁজা মিল। মার্ক্সবাদের পরিবর্ত্তে সকল রকমের উদারনৈতিক মতবাদ এবং বুর্জ্জোয়া ও গ্রাম্য শকুনিদের কাছে দাসত্ব করার অজুহাত সৃষ্টি।

আজ যে সমস্যা কাউট্স্কি এই রকম নৈরাশ্যকর ভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন—তা ১৯০৫ সালেই বলশেভিকরা ব্যাখ্যা করে রেখেছে। হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সমস্ত কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে চলি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বিপ্লব—বুর্জ্জোয়া বিপ্লব। এ ব্যাপারটার সম্পর্কে আমরা ভাল ভাবেই অবহিত ছিলাম; ১৯০৫ সালের পর থেকে একথা হাজার বার বলেছি এবং ঐতিহাসিক যাত্রা পথের এই প্রয়োজনীয় ধাপটা আমরা এড়িয়ে যেতেও চাইনি বা আইন করে "উঠিয়ে" দেবার আশাও করিনি। এই বিষয়ে আমাদের দোষী করতে গিয়ে বস্তুতঃ তিনি নিজের মনের বিভ্রান্তিকেই দোষী করেছেন এবং ১৯০৫ সালে তিনি যা' বলেছেন তা'

স্মরণ করতে ভয় পাচ্ছেন, কারণ তখনও তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন নি।

• কিন্তু ১৯১৭ সালের এপ্রিলের পর থেকে নভেম্বর বিপ্লবের অর্থাৎ আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই জনগণের কাছে প্রকাশ্যভাবে আমরা বলেছিলাম : বিপ্লব এই অবস্থায় থেমে যেতে পারে না কারণ দেশ পূর্ব্ব অবস্থা থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে, ধনতন্ত্র অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে ও তার সঙ্গে ধ্বংসলীলা এমন ব্যাপক হয়েছে যে কেউ চা'ক বা না চা'ক এখন **সমাজতন্ত্রের দাবী** অগ্রসর করতে হবে। যুদ্ধক্ষত দেশ এবং শোষিত-নিপীড়িত জনগণকে বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই। আমরা যা বলেছিলাম আজ তা' সত্য হয়েছে। বিপ্লবের গতি আমাদের যুক্তির সততা সপ্রমাণ করেছে। **প্রথমতঃ** রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারের বিরুদ্ধে এবং মধ্যযুগীয় অবস্থার বিরুদ্ধে—সমগ্র কৃষক শ্রেণীর সহায়তায় একটী আন্দোলন হ'ল—বিপ্লবের এই অবস্থাই হচ্ছে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক অবস্থা। তারপরে গরীব কৃষক, অর্দ্ধ সর্ব্বহারা এবং সমগ্র বঞ্চিত জনগণকে নিয়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, গ্রামের ধনী লোক, শকুনি ও দালালদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হ'ল—তা' হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লব। এই তুটী অবস্থার মধ্যে একটা কাল্পনিক চীনের প্রাচীর তোলার চেষ্টা করা বা সর্ব্বহারাদের প্রস্তুত হওয়া ও গ্রামের গরীবদের সঙ্গে'একতাবদ্ধ হওয়ার পরিমাণের দিক দিয়ে ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে এই তুই অবস্থাকে পৃথক করার অর্থ হচ্ছে মার্ক্সবাদকে একেবারে বিকৃত করে তার পরিবর্ত্তে উদার নৈতিক মতবাদ প্রচলন করা। এর অর্থ হ'চ্ছে এই যে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার তুলনায় বুর্জ্জোয়া ব্যবস্থা উন্নত—এই বুলির মিথ্যা পাণ্ডিত্যের আবরণে সমাজতান্ত্রিক সর্ব্বহারাদের বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়াদের পক্ষে চোরা সাফাই।

ঠিক এই কারণেই কৃষক ও শ্রমিকদের এক করে রাজনৈতিক জীবনে টেনে আনার ফলে সোভিয়েটগুলি জনগণের নিকটতম ও অত্যন্ত অনুভূতিশীল যন্ত্র (জনপ্রিয় বিপ্লব সম্পর্কে মার্ক্স ১৮৭১ সালে এইভাবেই কথা বলেছিলেন) যাতে করে জনগণের শ্রেণী চেতনা ও রাজনৈতিক পরিপক্কতার বৃদ্ধি ও বিকাশের সূচনা নির্দ্দেশিত হয়েছে এবং সেই কারণেই এর গণতন্ত্র সর্ব্ব প্রকারে, অপরিমিত ভাবে উচ্চতর।

"কোনরূপ পরিকল্পনা" অনুযায়ী সোভিয়েট গঠনতন্ত্র গঠিত হয় নি। ব'সবার ঘরে বসে বুর্জ্জোয়া আইন

জীবিদের দ্বারা তৈরী করে এটা শ্রমরত জনগণের ঘাড়ে চাপানো হয়নি। না, শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের পথে **শ্রেণী বিরোধ** যত তীব্র হয়েছে—ততই এই গঠনতন্ত্র গড়ে উঠেছে। কাউট্স্কি নিজে যা' স্বীকার করেছেন—তার থেকেই এটা প্রমান হয়ে যায়। প্রথমে সোভিয়েট সমস্ত কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল—তার ফলে অপেক্ষা কৃত অল্পবুদ্ধি গরীব চাষীরা তাদের নেতৃত্বের ভার ছেড়ে দিল গ্রাম্য শকুনি, অবস্থাপন্ন চাষী ও পেটি-বুর্জ্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের হাতে। এই সময়েই পেটি-বুর্জ্জোয়া মেনশেভিক ও সমাজ-বিপ্লবীরা প্রাধান্য পেয়েছিল এবং এদেরকে সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করা এক কাউট্স্কির মত বোকা ও বিশ্বাসঘাতকেই সম্ভব। এই পেটি-বুর্জ্জোয়ারা স্বভাবতঃই অনিবার্য্য ভাবে বুর্জ্জোয়া এক নায়কত্ব (কেরেন্সকি, করনিলভ, স্যাভনিকফ) ও সর্ব্বহারার এক নায়কত্বের মাঝে দুলছিল—কারণ পেটি-বুর্জ্জোয়ারা তাদের মূল চারিত্রিক লক্ষণ ও অর্থ নৈতিক কারণের জন্য কোন স্বতন্ত্র উপায় গ্রহণ করিতে অক্ষম। প্রসঙ্গতঃ একথা বলা যেতে পারে যে কাউট্স্কি রুশ [illegible] [illegible] করতে গিয়ে কেবল প্রচলিত বৈধ "গণতন্ত্রের" কথাই বলেছেন—এবং এখানে তিনি সম্পূর্ণ

ভাবে মার্ক্সবাদ পরিত্যাগ করেছেন (কেননা জনগণকে প্রতারণা করে—তাদের উপর কর্তৃত্ব করার মুখোস স্বরূপ বুর্জ্জোয়ারা এই ধরণের গণতন্ত্রের কথা বলে)-; তিনি ভুলে গেছেন যে কার্য্যতঃ এই "গণতন্ত্রের" অর্থ হচ্ছে কখনও বুর্জ্জোয়াদের একনায়কত্ব এবং কখনও ঐ এক-নায়কত্বের অধীনে পেটি বুর্জ্জোয়াদের অক্ষম সংস্কারবাদ। তাহ'লে কাউট্স্কির মতানুসারে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ধনতান্ত্রিক দেশে কেবল বুর্জ্জোয়া দল—এবং অধিকাংশ সর্ব্বহারা সমর্থিত সর্ব্বহারা দল ছাড়া কোন পেটিবুর্জ্জোয়া দল ছিলনা অর্থাৎ মেনশেভিক বা সমাজ বিপ্লবীদের **কোন শ্রেণীগত ভিত্তি** ছিলনা, তাদের পেটি-বুর্জ্জোয়া জন্মই ছিলনা!

পেটি-বুর্জ্জোয়া মেনশেভিক ও সমাজ-বিপ্লবীদের ইতস্তত ভাব ও দোদুল্যচিত্ততা জনগণকে সজাগ করে দেয় এবং এই সব "নিম্নস্তরের লোকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য, সমগ্র সর্ব্বহারা ও অর্দ্ধ সর্ব্বহারাদের বিরাট অংশ পূর্ব্বোক্ত নেতাদের" কবল থেকে চলে আসে। শেষে, বলশেভিকরা সোভিয়েট গুলিতে সংখ্যাধিক্য লাভ করে (১৯১৭ সালে পেট্রোগ্রাড ও মস্কো সোভিয়েট গুলিতে) এবং অপর দিকে সমাজ বিপ্লবী

ও মেনশেভিকদের ভাঙ্গন ক্রমাগত সুস্পষ্ট হইতে থাকে।

বিজয়ী বলশেভিক বিপ্লবের অর্থ হ'চ্ছে সমস্ত সংশয়ের এবং রাজতন্ত্র ও জমিদারী প্রথার (যা নভেম্বর বিপ্লব পর্য্যন্ত টিঁকে ছিল) সমাপ্তি। বুর্জ্জোয়া বিপ্লবকে **চরম পরিণতিতে** আমরা টেনে নিয়ে এসেছিলাম। কৃষকরা **সমগ্রভাবে** আমাদের সমর্থন করছিল কারণ সমাজ-তান্ত্রিক সর্ব্বহারাদের সঙ্গে এদের যে বিরোধ আছে—তা' শীঘ্র প্রকাশ পায়নি। সোভিয়েটগুলিতে সে সময় কৃষকেরা **সমস্তই** অন্তর্ভূক্ত ছিল—তাদের ভিতরকার শ্রেণী বিভাগ তখনও অপ্রকাশ্য ভাবে বিদ্যমান।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে জিনিষটা বৃদ্ধি পেল। চেকোশ্লোভাক প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ গ্রামের শকুনদের সাড়াদেয় এবং সমগ্র রাশিয়াতে অবস্থাপন্ন কৃষকদের বিদ্রোহের বান বইতে থাকে। গ্রামের শকুনি ও বড় লোকদের স্বার্থের সঙ্গে গরীব কৃষকদের স্বার্থের যে বিরোধ রয়েছে এ শিক্ষা গরীব কৃষকরা সংবাদ পত্র পড়ে পায়নি নিজেদের **জীবন** থেকেই শিখছিল। অন্যান্য পেটি বুর্জ্জোয়াদল গুলির মত তথাকথিত বামপন্থী সমাজবিপ্লবীরাও জনগণের সংশয়ান্বিত ভাব

প্রতিফলিত করেছিল এবং ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে এদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। একদল চেকোশ্লোভাকদের সঙ্গে এক হয়ে যায়, অন্যদল যাদের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে—বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। (প্রথমদলের প্রশ্যায়ান মস্কোতে বিদ্রোহ করার সময় এক ঘণ্টার জন্য টেলিগ্রাফ্‌ অফিস দখল করে এবং সমস্ত রাশিয়াকে জানিয়ে দেয় যে বলশেভিকদের পতন হয়েছে; তারপর, চেকোশ্লোভাকদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলের অধিনায়ক মুরাভিয়ফের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি লক্ষ্য করার জিনিষ)।

সহরে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় শষ্য এক চেটিয়া করার প্রশ্ন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে (নীতিবাগীশ কাউট্‌স্কি তার "অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে", যা মাসলফের দশবছর আগেকার লেখার পুনরাবৃত্তি মাত্র, এই এক চেটিয়ার প্রশ্ন একেবারে ভূলে গেছেন)। পুরাতন জমিদার ও ধনতান্ত্রিকদের রাষ্ট্র, এমনকি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রীরা গ্রামে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেছিল—এবং এই সব বাহিনী বস্তুতঃ ধনতান্ত্রিকদেরই অধীনে ছিল। অবশ্য কাউট্‌স্কি এসব ব্যাপারের কিছুই জানেন না। এটা যে বুর্জ্জোয়াদের এক নায়কত্ব এটা কাউট্‌স্কি দেখতে পাচ্ছেন

না। ভগবান না করুণ! ওটা যে "খাঁটি গণতন্ত্র", বিশেষ করে বুর্জ্জোয়া আইন সভার সম্মতি পেয়েছিল বলে আর কথাই নেই! ১৯১৭ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আভ্‌ক্সেণ্ট-ইয়েফ এবং এস, মাসলফ, কেরেন্সকি, টিসেরেটেলি এবং অন্যান্য সমাজ-বিপ্লবী ও মেনশেভিকদের সহযোগে জমি সংক্রান্ত সমিতির গুলির সভ্যদের গ্রেফতার করেছিল। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্র যা' গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের খোলসে বুর্জ্জোয়ার এক নায়কত্ব রক্ষা করতে এবং ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, তা' কখনও জনগণের কাছে স্বীকার করবেনা যে বুর্জ্জোয়ার স্বার্থরক্ষা করা তার কাজ। তাই জনগণের কাছে সরল সত্যকথা কখনও বলতে পারেনা এবং প্রবঞ্চক হতে বাধ্য। কিন্তু কম্যুন বা সোভিয়েটের মত রাষ্ট্রই কেবল সরল এবং প্রকাশ্যভাবে এই সত্য স্বীকার করতে পারে যে এ রাষ্ট্র সর্ব্বহারা ও গরীব কৃষকদের এক নায়কত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং এই সত্যের সাহায্যে এই রাষ্ট্রের চারি-পাশে মিলিত হয়েছে কোটি কোটি নূতন অধিবাসীরা যারা কোনও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে স্থান পেতনা কিন্তু বর্ত্তমানে সোভিয়েটগুলির সাহায্যে রাজনৈতিক জীবনে এসেছ, **গণতন্ত্রে** প্রবেশ করেছে। সোভিয়েট

সাধারণতন্ত্র রাজধানী থেকে সশস্ত্র শ্রমিক বাহিনী (প্রথমে সব থেকে অগ্রগামী দল) গ্রামে প্রেরণ করেছে— , এরা গ্রামে সমাজতন্ত্রবাদের বাণী বয়ে নিয়ে যায়। তাদের পাশে গরীব কৃষকদের সমবেত করে, তাদেরকে সংগঠিত করে ও শিক্ষা দিয়ে **বুর্জোয়া প্রতিরোধ দমন করার কাজে** তাদের সাহায্য করে।

যারা সমস্ত ব্যাপার জানতো, যারা গ্রামে ছিল তারা বলেছে যে ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মও শরৎকালেই কেবল গ্রাম দেশগুলি **নভেম্বর** অর্থাৎ সর্ব্বহারা বিপ্লব অতিক্রম করেছে। এখন সঙ্কট কেটে যাচ্ছে। অবস্থাপন্ন চাষীদের বিদ্রোহের ঢেউ কেটে গিয়ে তার পরিবর্ত্তে গরীবদের উত্থান হ'য়েছে—তাদের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সৈন্যদলেও সেনাপতি প্রভৃতি পদগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক যে সময়ে কাউট্স্কি ১৯১৮ সালে জুলাই মাসের সঙ্কটে ভীত হয়ে ও বুর্জ্জোয়াদের কান্নায় বিচলিত হ'য়ে তাদের সাহায্যের জন্য ছুঠেছিলেন, এবং কৃষক বিদ্রোহে বল-শেভিকরা উচ্ছেদ হচ্ছে এই বিশ্বাসে পুলকিত হয়ে পুস্তিকা লিখছিলেন, ঠিক যে সময় কাউট্স্কি দেখছেন

যে বামপন্থী সমাজবিপ্লবীরা চলে যাওয়ার ফলে বলশেভিকদের সমর্থকদের গণ্ডী "সঙ্কুচিত" হ'ল—ঠিক সেই সময়ে বলশেভিক সমর্থকদের প্রকৃত গণ্ডী অপরিমেয় বেগে বেড়ে যাচ্ছে—কারণ কোটি কোটি গরীব গ্রামবাসীরা গ্রামের অবস্থাপন্ন ও শকুনির হাত থেকে উদ্ধার লাভ করে স্বাধীন ভাবে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করছে। বাস্তবিক আমরা শতশত বামপন্থী সমাজ-বিপ্লবীদের হারিয়েছি, শতশত মেরুদণ্ডবিহীন বুদ্ধিজীবিদের হারিয়েছি, শতশত গ্রাম্য শকুনিদের হারিয়েছি কিন্তু কোটি কোটি গরীব কৃষকদের পেয়েছি। (১৯১৮ সালের ৭।৯ই নভেম্বরে সোভিয়েটের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ ভোটাধিকার সমেত ৯৬৭ জন এবং আলোচনার অধিকার সমেত ৩৫১ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রথমটাতে ৯৫০ এবং দ্বিতীয়টাতে ৩৩৫ জন বলশেভিক ছিল—অর্থাৎ সমগ্র ভোট সংখ্যার শতকরা ৭৯ ভাগ বলশেভিক)। রাজধানীতে সর্ব্বহারা বিপ্লব ঘটার এক বছর পরেই তারই আওতায় ও সাহায্যে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বহারা বিপ্লব সাধিত হ'ল এবং ইহাই শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট ও বলশেভিকবাদ সংগঠিত ক'রল—ভিতর থেকে যে আর কোন বিদ্রোহ হবে না

এই ভয় দূর করে দিল। এইরূপে, সমগ্র কৃষকদের সহযোগে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে রুশ সর্ব্বহারারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে চলে এসেছে; গ্রামের সমাজকে ভেঙ্গে গ্রামের গরীব ও অর্দ্ধ-সর্ব্বহারাকে দলে আনতে সমর্থ হয়েছে এবং তাদেরকে এক করে বুর্জ্জোয়া ও শোষকদের (অবস্থাপন্ন কৃষকদেরও) বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে।

সহর ও বড় বড় শিল্পকেন্দ্রের বলশেভিক সর্ব্বহারা যদি তাদের চারিপাশে গ্রামের গরীব কৃষকদের সমবেত করতে না পারতো, অবস্থাপন্ন চাষীদের বিরুদ্ধে না লাগাতে পারতো তাহলে বরং বলা চলতো যে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে রাশিয়া এখনও উপযুক্ত হয় নি। এই অবস্থায় কৃষকেরা অবিভক্ত থাকতো অর্থাৎ গ্রাম্য শকুনি, ধনী ও বুর্জ্জোয়াদের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও নৈতিক নেতৃত্বের আঁওতায় থাকতো, আর তাহ'লে বিপ্লব বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারতো না। (এই সঙ্গে একথা অবশ্য বলতে হবে যে এ সমস্ত ঘটলেও সর্ব্বহারা যে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করতো না—এমন নয় কারণ প্রকৃতপক্ষে কেবল সর্ব্বহারাই বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করেছে,

কেবল সর্ব্বহারাই বিশ্বসর্ব্বহারা বিপ্লবের সম্ভবনার দিকে বিশেষ অবদান দিয়েছে, কেবল সর্ব্বহারাই সোভিয়েট রাষ্ট্র কায়েম করেছে যা কম্যুনের পরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পৌঁছবার দ্বিতীয় ধাপ স্বরূপ) অপরপক্ষে, বলশেভিকরা যদি গ্রামের মধ্যে শ্রেণী বিভেদকে প্রস্তুত ক'রে এবং তার ভিতর দিয়ে চলবার ব্যবস্থা না ক'রে— বা এই অবস্থার জন্য অপেক্ষা না ক'রে, ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে চটকরে গৃহযুদ্ধ ঘোষণা করতো অথবা গ্রামগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতো, সমগ্র কৃষকদের সঙ্গে সাময়িক ভাবে না মিলতে চেষ্টা করতো, মধ্যবিত্ত কৃষকদের আবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধা যদি না দিত তাহলে এটা মার্ক্সবাদের বিকৃতি হ'ত, তাহলে এটা অল্প লোকের মতবাদ বহু লোকের ঘাড়ে চাপানোই হ'ত—এবং একটা সাধারণ কৃষক বিদ্রোহ যে আসলে বুর্জ্জোয়া বিদ্রোহ এবং অনুন্নত দেশে এটাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করতে হলে **অনেকগুলি অবস্থান্তর ও পরস্পর কতকগুলি ধাপের উপর** দিয়ে নিয়ে যেতে হয়—এটা না জানা প্রকাশ পেত। তাহলে নীতির দিক থেকেও এটাকে অদ্ভুত বলা যেত। নীতি ও কৌশলের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় কাউট্স্কি

সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছেন এবং বস্তুতঃ নিজেকে বুর্জ্জোয়াদের, যারা সর্ব্বহারার একনায়কত্বে কান্নাকাটি সুরু করেছে, তাদের দাস বলে প্রতিপন্ন করেছে।

আর একটা অত্যন্ত জরুরী ও চিত্তাকর্ষক সমস্যা সম্পর্কে কাউট্স্কি ঠিক এই রকম বা এর চেয়ে অনেক বড় রকমের ভুল করেছেন। সমস্যাটা হচ্ছে : যা কঠিন হলেও অত্যন্ত গুরুতর রকমের সমাজ-সংস্কার—সেই কৃষি সংস্কার সম্পর্কে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র যে কাজ করেছে তা কি বৈজ্ঞানিক হয়েছে বা যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে? কোন ইউরোপীয় মার্ক্সবাদী যদি সমস্ত প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলি অনুধাবন করে যুক্তি সহকারে আমাদের এই কার্য্যপন্থা সমালোচনা করেন তাহ'লে আমরা অশেষ ঋণী হব—কারণ তিনি তাহ'লে আমাদের যথেষ্ট সাহায্যই করবেন, এবং বিশ্ববিপ্লবের বৃদ্ধিকে সাহায্য করবেন। কিন্তু কাউট্স্কি তা' না করে এমন এক মতবাদ মূলক অদ্ভুত বিকৃতির পয়দা করেছেন যা মার্ক্সবাদকে উদারনৈতিক মতবাদে পরিণত করেছে এবং কার্য্যতঃ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অশ্লীল ও ক্রুদ্ধ গালিগালাজের একটা ফিরিস্তি রচনা করেছে। পাঠক নিজেই বিবেচনা করুন :

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

> বড় আকারের ভূ-সম্পত্তির স্বত্ব ভোগ করা আর চলেনি এবং বিপ্লব এ ব্যবস্থার শেষ করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই এ কথাটা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল যে জমি কৃষকদের হাতে দিয়ে দিতে হবে।

মিঃ কাউট্‌স্কি, কথাটা সত্যি নয়, আপনার কাছে যা পরিষ্কার—এই সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাব—আপনি তাই ধরেছেন। এই বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় যে বুর্জ্জোয়া, পেটি-বুর্জ্জোয়া মেনশেভিক ও সমাজ-বিপ্লবীদের কোয়ালিশন সরকার জমিদারী স্বত্বের বজায় রাখার নীতি মেনে চলেছিল। এবং প্রমাণ স্বরূপ মাসলফের আইন ও জমি সংক্রান্ত সমিতির সভ্যদের গ্রেফতার উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বহারার একনায়কত্ব না প্রতিষ্ঠিত হ'লে কৃষক জনগণ পুঁজিপতিদের সমর্থক জমিদারকে হটাতে পারতো না।

> "……কিন্তু কি ভাবে জমি বিলানো হবে তার রূপ সম্পর্কে একমতের অভাব ঘটেছিল। কতকগুলি সমাধান সম্ভব ছিল……"

("সমাজতান্ত্রিক ঐক্যে"র জন্য কাউট্‌স্কির মাথা ব্যথা, তা' এই "সমাজতান্ত্রিক" যেই হোক না কেন।

ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রধান শ্রেণীগুলি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে যে বাধ্য একথা তিনি ভুলে গেছেন)……

"সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সব থেকে যুক্তিপূর্ণ সমাধাম হ'চ্ছে জমিগুলি রাষ্ট্রভুক্ত করে সেইসব কৃষকদের দিয়ে দেওয়া যারা পূর্ব্বে কৃষি মজুর হিসাবে খাটতো, যাতে করে এরা সমবায় পদ্ধতিতে চাষবাস করতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হ'লে জানা চাই যে রাশিয়াতে কৃষি মজুর আছে কিনা। বস্তুতঃ এই ধরণের মজুর রাশিয়াতে নেই। আর একটা সমাধান হ'চ্ছে এই যে সমস্ত বড় বড় জমিদারীগুলি রাষ্ট্রভুক্ত করে তাদের ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে যেসব চাষীদের জমি নেই সেইসব চাষীদের কাছে খাজনা করে দেওয়া। তাহ'লে সমাজতন্ত্রের কিছুটা বাস্তবরূপ গ্রহণ করতো।

কাউট্স্কি তাঁর চিরাচরিত প্রথায় দুমুখোনীতি প্রয়োগ করেছেন। তিনি পাশাপাশি বিভিন্ন সমাধান দাঁড় করাচ্ছেন, অথচ এই সব **বিশেষ অবস্থায়** ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে পৌছাতে যে সব অবস্থান্তরের মধ্যদিয়ে যাবার একমাত্র বাস্তব, মার্ক্সবাদী পন্থা আছে—সে দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। রাশিয়াতে কৃষি-মজুর অল্প আছে, কিন্তু সোভিয়েট সরকার কিভাবে সাম্যবাদী সমবায় প্রথাতে কৃষিকার্য্যকে উন্নত করার চেষ্টা করেছে সে

সম্পর্কে কাউট্স্কি নিরব। সব থেকে আশ্চর্য্য হচ্ছে এই যে ছোট ছোট জমির প্লট খাজনা বিলি করে দেওয়াতে "সমাজতন্ত্রের কিছুটা" কাজ হচ্ছে' বলে কাউট্স্কির ধারণা। বস্তুতঃ এ ব্যাপারটা একটা পেটি বুর্জোয়া সমাধান— 'সমাজতন্ত্রবাদের' সঙ্গে এর **কোন** প্রকার **সম্পর্কই নেই**। যে রাষ্ট্র এই ভাবে খাজনার হিসাবে জমি বিলি করার ব্যবস্থা করে—সেই রাষ্ট্র যদি কম্যুনের মত রাষ্ট্র না হয়, যদি সেটা বুর্জ্জোয়া আইনসভামূলক সাধারণতন্ত্র হয়, যা সব সময়েই কাউট্স্কি বলে আসছেন, তাহ'লে জমি বিলির ব্যবস্থাটা একটা খাঁটি **উদার-নৈতিক সংস্কার** বলে গণ্য হবে।

সোভিয়েট সরকার যে সম্পত্তির উপর **সর্ব্বপ্রকার** ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করে দিয়েছে—এ ব্যাপারটা কাউট্স্কি গ্রাহ্যই করেননি। তিনি আরো গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করেছেন। সোভিয়েট বিধানগুলি উদ্ধৃত করার সময়ে তিনি মূল্যবান কথাগুলি বাদ দিয়ে নিজেকে ঘৃণ্য জুয়াচোর বানিয়ে বসেছেন। কাউট্স্কি বলেছেন: "ছোট ছোট উৎপাদকরা উৎপাদনের উপায়গুলির উপর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বত্ব চায়" এবং গণপরিষদ এমনি একটা চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্বশালী" প্রতিষ্ঠান হতে পারতো যা জমাজমির

ভাগবাঁটোয়ারা বন্ধ করতে পারে (এ কথাটা রাশিয়াতে শুনলে লোকে হাসবে—কারণ সমস্ত শ্রমিক-কৃষক জানে যে সোভিয়েটগুলিই হচ্ছে তাদের **একমাত্র** কর্তৃত্বশালী প্রতিষ্ঠান—আর গণপরিষদ হ'ল চেকশ্লোভাকও জমিদারদের মুখের বুলি।) কাউট্স্কি আরও বলেছেন :

> "সোভিয়েটের প্রধান বিধানগুলির একটী হচ্ছে (১) অবিলম্বে বিনা ক্ষতিপূরণে সমস্ত জমিদারের জমির উপর সত্ত্ব লোপ করা হ'ল (২) সমস্ত জমিদার ও জারের পরিবারবর্গের এবং মঠ, গীর্জ্জার, জমিদারী, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি,বসতবাড়ী সবই, প্রাদেশিক জমি সংক্রান্ত সমিতি ও জেলা কৃষক সোভিয়েটের প্রতিনিধিদের পরিচালনাধীনে আনা হল—গণপরিষদ জমিসংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান যতদিন না করতে পারবে ততদিন এই ব্যবস্থা চলবে।"

কেবল এই দুটী উপধারা উদ্ধৃত করে কাউট্স্কি মন্তব্য করেছেন :

> "গণপরিষদ সম্পর্কে যে কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে—সে কথাটী অকেজো করে রাখা হয়েছে। বস্তুতঃ বিভিন্ন প্রদেশস্থ কৃষকেরা খুসীমত জমির বিলি ব্যবস্থা করে নিতে সমর্থ হয়েছিল (পৃঃ ৪)"।

কাউট্স্কির 'সমালোচনার' নমুনা এখানে কিছু মিলেছে। তার এই 'পাণ্ডিত্য' কেবল অসাধারণ জুয়াচুরির সমগোত্রীয়। জার্ম্মাণ পাঠকদের কাউট্স্কি বলেছেন যে জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব সম্পর্কে বলশেভিকরা চাষীদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং জমি বিলি ব্যবস্থা করে নেবার অধিকার স্থানীয় চাষীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে! কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে কাউট্স্কি যে বিধানটী উদ্ধৃত করেছেন (১৯১৭ সালের ৭ই নবেম্বর এই বিধান বলবৎ হয়) তাতে শুধু দুটী ধারা ছিল না—আরো পাঁচটী ধারার সঙ্গে নির্দ্দেশমূলক ৮টা ধারা ছিল। এই নির্দ্দেশমূলক ধারাগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার লিখে দেওয়া হয় যে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করতে এগুলি "অবশ্য গ্রাহ্য"। তারপর তৃতীয় ধারাতে বলা আছে যে ক্ষেত-খামারগুলি জনগণের কাছে হস্তান্তরিত করা হ'ল এবং 'যেন এই সব সম্পত্তির পূর্ণ বিবরন অবশ্য তৈরী করা হয়' ও "এগুলির উপর প্রখর বৈপ্লবিক দৃষ্টি রাখা হয়"। অন্য দিকে নির্দ্দেশ মূলক ধারাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে "জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব চিরকালের জন্য লোপ করা হ'ল এবং যে সমস্ত ক্ষেত খামারগুলি উন্নত প্রকারের 'তাদের ভাগ করা চলবে না'—আর এই সমস্ত

বাজেয়াপ্ত জমিদারীর 'কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত সমস্ত স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি, তাদের আয়তন অথবা মূল্যের অনুপাতে বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্র অথবা কম্যুনের 'হাতে" অর্পিত হ'ল' এবং সমগ্র জমিজমা জনগণের সঞ্চিত সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল।

তারপর ১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারী গণপরিষদ ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েটের তৃতীয় কংগ্রেসে 'শ্রমরত ও শোষিত জনগণের অধিকার' সম্পর্কিত ঘোষণা গৃহীত হয়—বর্ত্তমানে এটা সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্রের মৌলিক বিধানগুলির অন্যতম রূপে পরিগণিত হয়েছে। এই ঘোষণার দ্বিতীয় ধারার প্রথম প্যারায় বলা হয়েছে যে 'জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্বের লোপ করা হ'ল' এবং 'মডেল জমিদারী এষ্টেট ও ক্ষেত খামারগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হ'ল'। তাহ'লে দেখা যায় যে গণপরিষদ সম্পর্কিত ধারাটা অকেজো করা রাখা হয়নি কারণ আর একটা প্রতিনিধিমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যা' চাষীদের চোখে অত্যন্ত কর্ত্তৃত্বশালী বলে প্রতীয়মান, তা' কৃষক সমস্যা সমাধানের ভার নিয়েছিল।

আবার ১৯১৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী আমরা জমি সমাজতন্ত্রীকরণ আইন প্রকাশ করেছিলাম—তাতে

পূর্ব্বোক্ত নীতিগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে এগুলি **সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে।** নতুন কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়ে এই আইনে বলা হয়েছিল যে :

> "সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় উপনীত হবার জন্য ব্যক্তিভিত্তিক চাষবাসের পরিবর্ত্তে যেন সমবায় প্রথায় ক্ষেত খামার গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কেন না—এতে অল্প শ্রমে বেশী উৎপাদন হবে (২ ধারার গ প্যারা)।"

জমি কে ব্যবহার করবে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই আইন স্বত্বের **'সমতা'** প্রতিষ্ঠা করে বলেছিল :

> "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তের মধ্যে যে সমস্ত জমি সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দেওয়া যেতে পারে তা' এই ভাবে ব্যবহৃত হবে : (ক), শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য (১) রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র, বিভাগীয়, প্রাদেশিক, মহকুমা ও গ্রামের সোভিয়েট গুলি ব্যবহার করতে পারে (২) সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি (যেগুলি সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে ও সম্মতি দ্বারা পরিচালিত) ব্যবহার করতে পারে। (খ), কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে (৩) কৃষি কম্যুন (৪) কৃষি সমবায়

প্রতিষ্ঠানগুলি (৫) গ্রামের সমাজ (৬) কোনও পরিবার বা স্বতন্ত্র লোক জমি ব্যবহার করতে পারে………।"

পাঠক বুঝতে পারছেন যে কাউট্স্কি সমস্ত ঘটনা বিকৃত করেছেন এবং জার্ম্মাণ পাঠকদের কাছে রুশ সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের কৃষি বিষয়ক আইন ও নীতিগুলি সম্পর্কে একেবারে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেছেন। যে সমস্যাগুলি অতীব জরুরী সেগুলি যথার্থ নীতি অনুযায়ী তিনি উত্থাপন করতে পারেননি। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে: (১) জমি ব্যবহারের মধ্যে সাম্য ব্যবস্থা (২) জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা (সমাজতন্ত্রের দিক থেকে সাধারণ ভাবে এবং বিশেষ করে ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে পৌঁছাতে হ'লে এই বিধানগুলির গুরুত্ব বিবেচ্য।) (৩) ব্যক্তির ছোট আকারে স্বতন্ত্র চাষবাসের পরিবর্ত্তে সাধারণের সমবেত চেষ্টায় বড় আকারে সমাজতান্ত্রিক চাষবাস। শেষোক্ত বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে যে সোভিয়েট আইন কি সমাজতন্ত্রের দাবী পূরণ করতে পেরেছে?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে দুটী মূল ঘটনা মনে রাখতে হবে: (ক) ১৯০৫ সালের বিপ্লবের শিক্ষা পরীক্ষা করতে বসে বলশেভিকরা (উদাহরণ স্বরূপ প্রথম রুশ বিপ্লব

সম্পর্কে কৃষক সমস্যায় আমায় নিজের মন্তব্য দ্রষ্টব্য) জমিতে সমান স্বত্ব করার নীতিকে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এমনকি বৈপ্লবিক বলে নির্দ্দেশ দিয়েছিল এবং ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব পর্য্যন্ত তারা এই কথাই বলে আসছিল ; (খ) জমি সমাজতন্ত্রীকরণ বিধায়ক আইন যার মধ্যে মূল কথাই ছিল এই "সমান স্বত্ব", তাকে গ্রহণ করতে গিয়ে বলশেভিকরা অত্যন্ত পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয় যে এই ধারণা তাদের নয়, এই রকম দাবীতে তাদের সম্মতি ও ছিলনা, তবু এই দাবীকে পূরণ করা তাদের কর্ত্তব্য বলে তারা মনে করেছিল কারণ অধিকাংশ কৃষক এই দাবীর পক্ষে। আমরা এই সময় বলেছিলাম যে শ্রমরত জনগণের অধিকাংশের যা ধারণা বা দাবী আছে সেগুলি তারা যেন বাস্তবে পরীক্ষা করে নিজেরাই পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় ; এই প্রকারের দাবী উপেক্ষা করা বা লোপ করে দেওয়া সম্ভব নয় এবং তারা যাতে যথা সম্ভব শীঘ্র এবং নিরাপদে এই সকল পেটি বুর্জ্জোয়া দাবীর গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক দাবীর স্তরে পৌছুতে পারে সেইজন্য তাদের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার ব্যাপারে বলশেভিকরা সাহায্য করবে।

একজন মার্ক্সনীতিজ্ঞ, যিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে সাহায্য করতে চান, তিনি তাহ'লে এই প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর তিনি পেতেন : (১) জমিতে সমান স্বত্বের ধারণার কি কোন গণতান্ত্রিক এবং বৈপ্লবিক মূল্য আছে? অর্থাৎ এই মূল্যের জোরে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ পর্য্যন্ত কি পোঁছানো যায়? এবং (২) এই সমান স্বত্ব বিষয়ক পেটি-বুর্জ্জোয়া আইনের পক্ষে বলশেভিকরা ভোট দিয়ে (এবং অত্যন্ত আনুগত্যের সঙ্গে এই আইন মেনে) কি ঠিক কাজ করেছে?

নীতির দিক থেকে এই সমস্যার আসল কথাটা কি তাও কাউট্স্কি লক্ষ্য করেন নি। বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে "সমান স্বত্বেও" যে একটা প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক গুরুত্ব আছে একথা কাউট্স্কি কখনও অস্বীকার করতে পারতেন না, কারণ ঐ ধরণের বিপ্লবে এর বেশী যাওয়া যায়না এবং এই পর্য্যন্ত এসে (বিপ্লবকে তার সীমাতে এনে) অবশ্যই জনগণ অত্যন্ত শীঘ্র, সরল ও সহজ ভাবে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাধানের অসম্পূর্ণতা দেখতে পাবে এবং এই অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবে।

জারতন্ত্র ও সামরিক শাসনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে কৃষকেরা

জমিতে "সমান স্বত্বে"র স্বপ্ন দেখছিল এবং সংসারের কোন ক্ষমতার সাধ্য ছিলনা তাদের এই স্বপ্নকে ভেঙ্গে দেয়—কারণ তারা জমিদারী প্রথা ও বুর্জ্জোয়া আইন সভামূলক রাষ্ট্রের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ছিল। সর্ব্বহারা কৃষকদের বলেছিল ঃ ধনতন্ত্রের এই "আদর্শ"টাতে পৌঁছুতে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো (ছোট ছোট উৎপাদকদের দৃষ্টিতে দেখলে জমিতে সমান স্বত্ব প্রবর্ত্তন হ'চ্ছে ধনতান্ত্রিক ধারণা ;) কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে এর অসম্পূর্ণতা তোমাদের দেখিয়ে দেব, সমষ্টিগত পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রয়োজনীয়তা তোমাদের বুঝিয়ে তো দেব।

কৃষক আন্দোলনকে এইদিকে চালিত ক'রে সর্ব্ব-হারারা কি ভুল করেছে সেটা যদি কাউট্স্কি প্রমাণ করতেন তাহলে ভালই হ'ত। কিন্তু তিনি এই সমস্যাটী এড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জার্ম্মাণ পাঠকদের এই ভাবে প্রতারিত করলেন যে তিনি তাদের জানতেই দিলেন না সোভিয়েট সরকার জমি বিষয়ক আইনে সমষ্টিগত ও সমবায় প্রথায় চাষবাস করার নীতিকে প্রথম স্থান দিয়ে তাকেই সোজাসুজি সমর্থন করেছে।

সমগ্র কৃষকদের নিয়ে **বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক** বিপ্লবের শেষ পর্য্যন্ত যেতে হবে এবং অত্যন্ত গরীব সর্ব্বহারা ও অর্দ্ধ সর্ব্বহারা কৃষকদের নিয়ে **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লব পর্য্যন্ত যেতে হবে—এই ছিল বলশেভিকদের কৌশল এবং এই হচ্ছে একমাত্র মার্ক্সবাদী কৌশল। কিন্তু কাউট্স্কির কাছে সব গোলমাল হয়ে গেছে—তিনি একটা সমস্যাও নির্ভুল ভাবে দাঁড় করাতে পারেন না। একদিকে তিনি একথা বলতে **সাহস** করছেন না যে সমান স্বত্বের সমস্যার উপর সর্ব্বহারারা কৃষকদের সম্পর্ক ছেড়ে দিক —কারণ তিনি দেখছেন যে এই রকম বিচ্ছেদ অসঙ্গত (বিশেষ করে, ১৯০৫ সালে যখন তিনি দলত্যাগী হ'ননি তখন বিপ্লবের জয়লাভের অন্যতম তাগিদে শ্রমিক ও কৃষকের মিলন তিনিই প্রচার করেছিলেন)। অন্য দিকে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে মেনশেভিক মাসলফের উদ্ধারনৈতিক বুলি উদ্ধৃত করেছেন—অথচ এই মাসলফ **সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি নিয়ে** পেটি-বুর্জ্জোয়া সাম্যের কাল্পনিক ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপের বিরুদ্ধেই 'তর্ক' করেছে কিন্তু **বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের** দিক থেকে পেটি-বুর্জ্জোয়া সাম্যের, জমিতে সমান স্বত্ব সৃষ্টির প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক রূপ দেখতে পায়নি।

দলত্যাগী কাউট্‌স্কি

কাউট্‌স্কি নৈরাশ্যজনক রূপে গুলিয়ে ফেলছেন। অথচ লক্ষ্য করবেন : রাশিয়ার বিপ্লবে যে বুর্জোয়া রূপ আছে 'এ কথাটির উপর কাউট্‌স্কি ১৯১৮ সালে জোর দিয়েছেন এবং বিশেষ করে বলছেন যে আমরা যেন এই বুর্জোয়া চরিত্রের সীমা ছাড়িয়ে না যাই। অথচ সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও দেখছেন যে গরীব কৃষকদিগকে ছোট ছোট জমি খাজনা বিলি করে দেওয়া রূপ **পেটি-বুর্জোয়া** সংস্কার (অর্থাৎ যাকে মোটামুটি সমান স্বত্বের পর্য্যায়ে ফেলা যায়) নাকি সমাজতন্ত্রের 'কিছুটা' সফল করেছে (তাও আবার বুর্জোয়া বিপ্লবে) ! তিনি যে কি বলতে চান—তা আপনারা বুঝতে পারেন তো বুঝুন !

এছাড়া কোন রাজনৈতিক দল কি কৌশল অবলম্বন করছে এটা না বুঝবার একটা চোরা ভালমানুষী কাউট্‌স্কি প্রকাশ করছেন। তিনি মেনশেভিক মাসলফের **বচন** উদ্ধৃত করেছেন—অথচ তিনি **দেখতে চান না** ১৯১৭ সালে এই মেনশেভিক দল জমিদার ও ক্যাডেটদের সঙ্গে সংযোগ করে **উদারনৈতিক কৃষি সংস্কার নীতি প্রচার করেছিল**, জমিদারদের সঙ্গে সহযোগ করার কথা বলেছিল (জমি সংক্রান্ত সমিতির সদস্যদের গ্রেফ্‌তার ও মাসলফের জমি বিষয়ক বিলই এর প্রমাণ)

এবং **এই-ই তাদের প্রকৃত কৌশল**। কাউট্‌স্কি একথা বোঝেন না যে পেটি-বুর্জ্জোয়া সাম্যের কাল্পনিক ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ সম্পর্কে মাসলফের বচনের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কৃষকের দ্বারা জমিদারদের **বৈপ্লবিক উচ্ছেদ** সাধনের পরিবর্ত্তে কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে **মিলন** (অর্থাৎ কৃষকদের প্রতারণা করার কাজে জমিদারদের সাহায্য) করার কৌশলকে পর্দ্দার আড়ালে রাখা। কি আশ্চর্য্য রকমের মার্ক্সবাদী এই কাউট্‌স্কি!

একমাত্র বলশেভিকরাই বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখিয়েছিল এবং প্রথমটাকে শেষ পর্য্যন্ত অতিক্রম করে দ্বিতীয়টায় পৌঁছবার দুয়ার তারা খুলে দেয়। তখনকার মত এবং এখনও এই হচ্ছে একমাত্র বৈপ্লবিক এবং একমাত্র মার্ক্সবাদী কৌশল আর কাউট্‌স্কি বৃথাই সেই পুরাতন উদারনৈতিক বুলি পুনরাবৃত্তি করছেন যে:

> "মতবাদে বিশ্বাসের প্রভাবে কখনও এবং কোথাও ছোট ছোট কৃষি উৎপাদকেরা সমষ্টিগত প্রথায় চাষবাস করেনি।" (১৫ পৃঃ)

কি চাতুর্য্য! কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কোন বড় দেশের ছোট ছোট কৃষকেরা কখনও সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের প্রভাবে

পড়েনি! আজও পর্য্যন্ত কোথাও ছোট ছোট কৃষকেরা তাদের ধনীও গরীব অংশের মধ্যে খোলাখুলি শ্রেণী সংগ্রামে, গৃহযুদ্ধে নিযুক্ত হয়নি এবং এই গৃহযুদ্ধে গরীবদের পক্ষে প্রচারকারী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করার জন্য ইতিপূর্ব্বে কোথাও কোন সর্ব্বহারা রাষ্ট্র ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল না! আজ পর্য্যন্ত কখনও কোথাও যুদ্ধের ফলে একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের এইরূপ প্রচুর লাভ ও কৃষক জনসাধারণের এইরূপ অশেষ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়নি।

সর্ব্বহারার একনায়কত্বের নতুন সমস্যাগুলি কল্পনা করতেও ভয় পেয়ে কাউট্স্কি কেবল জাবর কাটতেই সুরু করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কৃষকেরা যখন অল্পাকারে উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতির অভাব বোধ করে তখন যদি সর্ব্বহারা রাষ্ট্র সমবায় প্রথায় চাষ করার জন্য তাদের যন্ত্রপাতি কিনতে সাহায্য করে, তাহলে প্রিয় কাউট্স্কি মহাশয়, সে বস্তুটা কি হবে? সেটাও কি নীতি মূলক বিশ্বাস?

অথবা জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার কথাই ধরা যাক। আমাদের পপুলিষ্টরা এবং তাদের সঙ্গে বামপন্থী সমাজ বিপ্লবীরাও বলে যে আমরা যে

বিধান প্রবর্ত্তন করেছি তাতে জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়নি। মতের দিক থেকে এরা একেবারে ভ্রান্ত। যতক্ষণ আমরা পণ্য উৎপাদন (commodity production) ও ধনতন্ত্রের আঁওতায় বাস করছি ততক্ষণ জমিতে ব্যক্তি স্বত্বের লোপ করা মানে হচ্ছে জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং 'সমাজতন্ত্রীকরণ' কথাটায় কেবলমাত্র একটা ঝোঁক, একটা ইচ্ছা, সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা আয়োজন করা প্রকাশ পায়।

তাহলে জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পক্ষে মার্ক্সবাদীদের কি রকম মনোভাব হবে? এখানেও কাউট্স্কি মতের দিক থেকে এ সমস্যাটাকে গঠন করতে সক্ষম হননি অথবা আরো নিন্দার বিষয় এই যে তিনি ইচ্ছা করে এই সমস্যা এড়িয়ে গেছেন; জমি জাতীয় সম্পত্তিতে বা মিউনিসিপাল সম্পত্তিতে পরিণত হবে কি ভাগ বাঁটোয়ারা হবে এই সমস্যা সম্পর্কে রাশিয়ার মার্ক্সবাদীদের মধ্যে যে সব বাদবিসম্বাদ অনেক দিন থেকে চলে আসছে তা অবশ্য কাউট্স্কি ভাল করেই জানেন। কাউট্স্কি যখন বলছেন যে বড় বড় এষ্টেট গুলিকে রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করলে ও তাদের ভাগ করে

কৃষকদের কাছে খাজনা হিসাবে বিলি করে দিলে "সমাজতন্ত্রের কিছুটা" সম্ভব হ'ত তখন তিনি মার্ক্সবাদের সোজা তামাসা করছেন। আমরা আগেই বলেছি ওতে সমাজতন্ত্রবাদের নাম গন্ধও নেই। আর শুধু তাই নয়। এই নীতি অনুযায়ী আমরা এখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেও শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারতাম না। কাউট্‌স্কির পক্ষে এটা বড়ই দুঃখের বিষয় যে তিনি মেনশেভিকদের বিশ্বাস করে বসেছেন। সেই কারণেই এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে যে কাউট্‌স্কি এক দিকে আমাদের বিপ্লবের বুর্জোয়া রূপটার উপর জোর দিয়ে বলশেভিকদের সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ধারণাকে নিন্দা করছেন অপরদিকে সমাজতন্ত্রের নামে নিজেই এমনি সব **উদারনৈতিক** সংস্কারের প্রস্তাব করছেন যা ভূমিস্বত্ব বিষয়ে যে সব মধ্যযুগীয় অবস্থা বর্ত্তমান রয়েছে তা' সাফ করার দিকে **এগুবে না**। এক কথায়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন না করে কাউট্‌স্কি তার মেনশেভিক উপদেষ্টাদের মত বিপ্লব ভীতু উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। বাস্তবিক, শুধু বড় বড় এষ্টেট কেন, সমস্ত জমিজমাই রাষ্ট্রের সম্পত্তি হবে না

কেন? এইসব অর্দ্ধ-সংস্কারের দ্বারা পেটি-বুর্জ্জোয়া পুরানো প্রথার যতখানি সম্ভব বেশী চালু করতে চেষ্টা করে (অর্থাৎ বিপ্লবের গতিটাকে যতটা সম্ভব 'দাবিয়ে রাখবার ব্যবস্থা, এবং পুরানো প্রথায় ফিরে আসবার চুড়ান্ত সহজ পথটা খোলা রাখে।) বুর্জ্জোয়াদের মধ্যে যারা পরিবর্ত্তনকামী (Radical) তারাই কেবল বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছুতে চায়—এবং তাদেরই দাবী সমস্ত ভূসম্পত্তিকে **জাতীয় সম্পত্তিতে** পরিণত করা।

সেই সুদূর ও আবছা' অতীতে প্রায়, ২০ বছর আগে কাউট্স্কি যখন কৃষক সমস্যা সম্পর্কে একটা চমৎকার মার্ক্সবাদী পুস্তক লিখেছিলেন তখন তিনি অবশ্যই জানতেন যে মার্ক্স বলেছেন বুর্জ্জোয়াদের অত্যন্ত **সুসঙ্গত** দাবী হচ্ছে ভূ-সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা। মার্ক্সের সঙ্গে রড-বার্টাসের যে সব বিতর্ক হয়েছিল এবং বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের দিক থেকে ভূ-সম্পত্তি জাতীয় করণের বৈপ্লবিক গুরুত্ব সম্পর্কে মার্ক্স যে সব চমৎকার যুক্তি অত্যন্ত সরলভাবে তাঁর 'বাড়তি মূল্যের নীতি নির্দ্ধারণে' লিপিবদ্ধ করেছেন কাউট্স্কি তো তা' না জেনেই পারেন না। কাউট্স্কি মেনশেভিক মাসলফকে

তাঁর উপদেষ্টা বানিয়ে বিপদ বাধিয়েছেন কারণ রাশিয়ার কৃষকরা যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি (চাষীদের সম্পত্তি সমেত) জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায় এ কথা মাসলফ স্বীকার করেন না। এই পর্য্যন্ত মাসলফের এই ধারণাকে তার 'নিজস্ব' মতবাদের (বা বস্তুতঃ মার্ক্সের বুর্জ্জোয়া সমালোচকদের পুনরাবৃত্তি) সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যেত (মতটা হচ্ছে : Repudiation of absolute Rent and Recognition of Law of Diminishing Return)। আসলে ব্যাপার হচ্ছে এই যে ১৯০৫ সালের বিপ্লবেই দেখা গিয়েছিল যে রুশ কৃষকের অধিকাংশই, গ্রামের কম্যুনের যারা সভ্য ছিল তারা এবং যারা ছিল না তারাও, সমগ্র জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পক্ষে ছিল। ১৯১৭ সালের বিপ্লব এই ব্যাপারকে অবধারিত করে তুলেছিল এবং সর্ব্বহারা ক্ষমতা দখল করার পরে এটা বাস্তবে পরিণত হল। বলশেভিকরা মার্ক্সবাদে বিশ্বস্থ ছিল কারণ তারা বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 'এড়িয়ে' যায়নি (অথচ বিনা প্রমাণে কাউট্স্কি আমাদের নিন্দা করেছেন)। সকলের আগে বলশেভিকরাই জমিকে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার কাজে সেইসব বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক

আদর্শবাদীদের (অর্থাৎ বামপন্থী সমাজ-বিপ্লবীদের) সাহায্য করেছিল যারা বুর্জ্জোয়াদের মধ্যে সব থেকে বেশী পরিবর্ত্তনকামী, সব থেকে বেশী বিপ্লবী; যারা সর্ব্বহারাদের খুব কাছে থাকে এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর অর্থাৎ সর্ব্বহারা ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই রাশিয়ার সমস্ত ভূ-সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব লোপ পেয়ে যায়।

ধনতন্ত্রের বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত নির্ভুল (মার্ক্সের সঙ্গে যে অনৈক্য হ'চ্ছে না এটা কাউট্স্কিকে নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে) এবং সমাজতন্ত্রের পৌঁছবার দিক থেকে দেখলে এই কৃষি-ব্যবস্থা **অত্যন্ত পরিবর্ত্তন মুখী** করে রাখা হ'ল—যাতে জনগণের সুবিধামত অন্য কোন ব্যবস্থা করতে বাধা না হয়। বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে রাশিয়ার বৈপ্লবিক কৃষকরা আর এগুতে পারে না; কেননা জমিকে জাতীয় সম্পত্তি করা ও স্বত্বকে সমান করার থেকে "আদর্শ" বস্তু, 'চূড়ান্ত' রকমের পরিবর্ত্তন তারা কল্পনা করেনি। শুধু বলশেভিকরাই বিজয়ী **সর্ব্বহারা** বিপ্লবের সাহায্যে কৃষকদিগকে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক

বিপ্লবের শেষ সীমায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে, গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে তাদের এই কৌশল চূড়ান্তরকমের সাহায্য করেছে।

রুশ বিপ্লবের বুর্জোয়া চরিত্রকে বলশেভিকরা অগ্রাহ্য করেছে বলে মিথ্যা বদনাম কাউট্স্কি তার পাঠকদের কাছে রটিয়েছেন—এবং নিজে তিনি মার্ক্সবাদ থেকে এত সরে গেছেন যে তার যুক্তিতে ভূ-সম্পত্তি জাতীয় করণের কথা একেবারেই নেই এবং বুর্জোয়া দৃষ্টি থেকেই যেটা একেবারে অ-বৈপ্লবিক উদার নৈতিক সংস্কার তাকে বলছেন "সমাজতন্ত্রের খানিকটা"—। এ'র থেকে পাঠকরা বিচার করতে পারেন কি গোলমালই না তিনি পাকিয়েছেন।

পূর্ব্বে যেটাকে তৃতীয় প্রশ্ন বলে নির্দ্দেশ করেছিলাম এবারে আমরা তার বিচার করবো। প্রশ্নটা হচ্ছে: রাশিয়াতে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব কি পরিমাণে সমাজ-তান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। এ সম্পর্কেও কাউট্স্কি আবার এক ধরণের জুয়াচুরি করেছেন, যেমন যৌথ কৃষিকার্য্যের সমস্যা সম্পর্কে একজন বলশেভিকের "মৌলিক প্রবন্ধ"

থেকে তিনি কিছুটা উদ্ধৃত করে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলছেন ঃ

> "বড়ই পরিতাপের বিষয় যে একটা সমস্যাকে শুধু সমস্যা বল্লেই তার সমাধান হয় না। আজ পর্য্যন্ত রাশিয়াতে যৌথ কৃষি ব্যবস্থা শুধু কাগজপত্রেই রয়েছে। কোথাও কখনও যুক্তির প্রভাবে গরীব কৃষকেরা যৌথ কৃষি ব্যবস্থা মেনে নেয়না—(৫০ পৃঃ)"।

কোথাও কখনও কাউট্স্কির মত সাহিত্যিক জোচ্চোর পাওয়া যায়নি। তিনি "মৌলিক প্রবন্ধটী" উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু এই বিষয়ে সোভিয়েট সরকার যে **আইন** প্রণয়ন করেছে সে সম্পর্কে কাউট্স্কি নিরব। তিনি নীতিগত বিশ্বাসের কথাই বলছেন কিন্তু যে সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বে সমস্ত কারখানা ও মাল পত্র রয়েছে— তার সম্পর্কে তিনি নিরব। সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের হাতে যেসব উপায় থাকার ফলে ছোট ছোট কৃষকরা ক্রমে ক্রমে সমাজতন্ত্রে নীত হ'তে পারে সেই সম্পর্কে ১৮৯৯ সালে মার্ক্সবাদী কাউট্স্কি তার 'কৃষক সমস্যা'তে যত কিছু বলেছিলেন আজ ১৯১৮ সালে দলত্যাগী কাউট্স্কি তা' সবই ভুলে গেছেন।

অবশ্য রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েক শত কৃষি কম্যুন

এবং সোভিয়েট খামার (যে সব কৃষি মজুররা বড় বড় এষ্টেটের ক্ষেত খামারে নিযুক্ত ছিল—তাদের দিয়ে রাষ্ট্রের খরচায় চালিত) পর্য্যাপ্ত নয়; কিন্তু এইগুলি অগ্রাহ্য করার নাম কি সমালোচনা? সর্ব্বহারার এক-নায়কত্ব রাশিয়াতে ভূ-সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে চরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত গ্যারান্টি দিয়েছে—তা' আজ যদি বিপ্লব বিরোধীরা ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তি করার স্থানে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেয় তা' হলে সর্ব্বহারার দোষ কি? (১৯০৫ সালের বিপ্লবে কৃষক সমস্যা সম্পর্কে মার্ক্স-বাদীদের কর্ম্মপন্থা বিষয়ক যে পুস্তিকা আমি লিখে-ছিলাম—তাতে এসব বলা আছে) এ ছাড়াও ভূ-সম্পত্তি জাতীয় করণের দ্বারা সর্ব্বহারা রাষ্ট্র কৃষি ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন করার জন্য চূড়ান্ত সুযোগ পেরেছে।

গুছিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় কাউট্‌স্কি মতের দিক থেকে এমন একটা বিশ্রী তরকারি আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন—যার প্রধান উপাদান হচ্ছে মার্ক্স-বাদ পরিত্যাগ এবং কার্য্যের দিক থেকে এটা বুর্জ্জোয়ার কাছে, সংস্কার বাদের কাছে মোসাহেবি করা। চমৎকার সমালোচক বটে!

শিল্প সম্পর্কে তার "অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণে" কাউট্স্কি এই আশ্চর্য্য যুক্তি দিয়ে সুরু করছেন : 'রাশিয়াতে বড় আকারে ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থা আছে। এই ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি কি গড়া যেতে পারে ?

> "লোকে ভাবতো এটা সম্ভব, অবশ্য যদি সমাজতন্ত্রের অর্থ এই হয় যে বিভিন্ন কল কারখানা ও খনির শ্রমিকরা এই সমস্ত কল কারখানা ও খনি অধিকার করে প্রত্যেক জায়গায় স্বাধীন ভাবে উৎপাদন করবে... (কাউট্স্কি আরো বলেছেন) ঠিক আজ ৫ই আগষ্ট তারিখে আমি যখন এই সব লাইন লিখছি তখন মস্কোতে ২রা আগষ্ট তারিখে লেনিনের প্রদত্ত বক্তৃতার একটা রিপোর্ট আমার কাছে এল যাতে তিনি বলেছেন : "সমস্ত শ্রমিকরা দৃঢ় ভাবে কারখানাগুলি অধিকার করে আছে এবং কৃষকেরা তাদের জমি জমিদারদের ফিরিয়ে দেবেনা"। কারখানা শ্রমিকদের এবং জমিজমা চাষীদের হাতে থাকবে—এই দাবী আজো এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্টদের দাবী—সমাজতান্ত্রিকদের নয় (৫২-৫৩ পৃঃ)।"

আমি এই যুক্তির সবটাই উদ্ধৃত করেছি কারণ রাশিয়ার শ্রমিকরা, যারা এক সময়ে ন্যায়তঃ কাউট্স্কিকে শ্রদ্ধা করতো—তারা যেন নিজেরা বিচার

করতে পারে বুর্জোয়া দলে ভিড়ে যেতে কি সব পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কেবল এই কথাটাই ভেবে দেখুন ঃ, ৫ই আগষ্ট, যেদিনে রাশিয়ার সমস্ত কারখানা গুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন বিধান জারী করা হয়েছে, যেদিনে সমস্ত কারখানাগুলি সাধারণ তন্ত্রে সাধারণ স্বত্বভুক্ত করা হয়েছে এবং কোনও কারখানাই শ্রমিকদের অধিকারে নেই—

সেই ৫ই আগষ্ট তারিখে কাউট্স্কি আমার বক্তৃতার একটী বাক্যের অসৎ ব্যাখ্যার সাহায্যে জার্ম্মাণ পাঠক দিগকে বলেছেন যে রাশিয়াতে কলকারখানাগুলি শ্রমিক-দের ব্যক্তিগত অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে! আর এর পরে পুরানো বুলির জাবর কেটে কাউট্স্কি বলছেন যে কারখানাগুলি পৃথক পৃথক শ্রমিকদের হাতে সঁপে দেওয়া উচিত নয়। একে সমালোচনা বলেনা, শ্রমিক বিপ্লবকে নিন্দা করার জন্য বুর্জোয়ারা যে ভাড়াটে চাকর রাখে—এ তারই ক্রিয়া কলাপ।

কাউট্স্কি বার বার লিখছেন যে কারখানাগুলি রাষ্ট্রের বা মিউনিসিপ্যালিটি অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠান গুলির হাতে দিতে হবে এবং তিনি শেষে বলছেন ঃ 'বর্ত্তমানে তারা এই পথে চলবার চেষ্টা করছে...'। এখন

একথার মানে কি? আগষ্ট মাসের কথা? কাউট্স্কি নিশ্চয় তাঁর বন্ধু ষ্টেন, একসেলরড বা রুশ বুর্জ্জোয়াদের অন্য কোন মোসাহেবদের কাছে আমাদের কারখানা বিষয়ক বিধানের অন্ততঃ একটারও অনুবাদ চেয়ে পাঠালে পারতেন?

"কতদূর পরিমাণে তারা এই পথে চলেছে—তা ঠিক করে বলা যায়না। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে এই দিককার ক্রিয়া কলাপ আমাদের কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হবে—কিন্তু এদিক থেকে এখনও পুরোপুরি অন্ধকারে সব কিছু ঢাকা রয়েছে। বিধানের কোন অভাব নেই" (এই কারণেই কি কাউট্স্কি তার পাঠকদের কাছে ঐ সব বিধান ঢেকে রেখেছেন বা অগ্রাহ্য করেছেন?) "কিন্তু এই সব বিধানের কি ফল ফলছে সে বিষয়ে সঠিক খবর এক প্রকার নেই বল্লেই চলে। ভাল রকমের চৌকষ, খুঁটিনাটি তথ্যপূর্ণ, বিশ্বস্থ ও দ্রুত সংবাদবাহী statistics না থাকলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা অসম্ভব। কিন্তু সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র সম্ভবতঃ এখনও এসব জিনিষ করে উঠতে পারেনি। এর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যা' খবর পাই তা' অত্যন্ত বিতর্ক মূলক ও মিলিয়ে দেখা যায় না। এটাও এক-নায়কত্বের ফল, গণতন্ত্র লোপ করে দেওয়ার ফল।—বক্তৃতা ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নেই।" (৫৩ পৃঃ)

কারখানা যে শ্রমিকদের হাতে দেওয়া হয়েছে এ খবরটা ধনতান্ত্রিকদের বা ডুটোভাইটদের 'স্বাধীন' সংবাদ পত্র যদি থাকত তাহলে কাউট্স্কি অবশ্য পেতেন। এই ভাবে ইতিহাস লেখা হয়! সমস্ত শ্রেণীর বাইরে দণ্ডায়মান এই মহা পণ্ডিতকে সত্যই চমৎকার দেখাচ্ছে! সমস্ত কারখানাগুলি সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের হাতে এসেছে এবং সোভিয়েট সরকারের মুখপাত্র সর্ব্বোচ্চ অর্থ নৈতিক কাউনসিল (যার অধিকাংশ সভ্যরা হচ্ছেন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের প্রতিনিধি) দ্বারা এই সব কারখানা পরিচালিত হচ্ছে—। এই ধরণের অসংখ্য তথ্য কাউট্স্কি স্পর্শ করলেন না। গ্রন্থ কীটের একগুয়েমি নিয়ে তিনি বার বার দাবী করছেন: এমন একটা শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্র আমার চাই যেখানে গৃহ যুদ্ধ নেই, একনায়কত্ব নেই,— ভাল ষ্ট্যাটিস্টিকস্ আছে (সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এই সম্পর্কে একটা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন যেখানে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ statisticianরা যোগ দিয়েছেন—কিন্তু একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠান এত তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি) এক কথায়, এমন একটা বিপ্লব চাই যার জন্য বিপ্লব করতে হবেনা, বলপ্রয়োগ দরকার হবেনা, প্রবল যুদ্ধ চলবেনা! এই-ই কাউট্স্কি চাইছেন। এ যেন হ'ল

তেমনি ব্যাপার যেখানে ধর্ম্মঘট হবে অথচ উভয় পক্ষে উত্তেজনা থাকবেনা। এই ধরণের সমাজতন্ত্রীর সঙ্গে একটা পাকা উদারনৈতিক আমলার কি পার্থক্য আছে তা' কি আপনারা ধরতে পারেন ?

আর এই ধরণের 'তথ্যে'র উপর বিশ্বাস করে অর্থাৎ ইচ্ছা করে ঘৃণার সঙ্গে অসংখ্য তথ্য উপেক্ষা করে কাউট্স্কি সিদ্ধান্ত করেছেন :

> "আইন কানুন বা বিধানের দিক থেকে না হিসাব করে প্রকৃত প্রাপ্তির হিসাবে খতিয়ে দেখলে রুশ সর্ব্বহারারা গণপরিষদের কাছ থেকে যা না পেত—সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্রের কাছ থেকে তার বেশী পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—অথচ সোভিয়েটগুলির মত গণপরিষদেও সমাজতন্ত্রীরা সংখ্যাধিক্য লাভ করতো—যদিও এই সমাজ-তন্ত্রীরা বিভিন্ন মতাবলম্বীই হ'ত (পৃঃ ৫৮)।"

একখানি রত্ন, তাই না ? কাউট্স্কির ভক্তবৃন্দকে আমরা উপদেশ দিচ্ছি যে তারা যত ব্যপক ভাবে পারে যেন কাউট্স্কির এই কথাটী রাশিয়ার সব শ্রমিকদের কাছে প্রচার করে ; কারণ কাউট্স্কির রাজনৈতিক অধঃপতন মাপবার এর থেকে ভাল অস্ত্র কাউট্স্কি নিজেই আর সৃষ্টি করতে পারেন নি। কমরেড গণ ও শ্রমিকগণ!

কেরেনস্কিও তাহলে ভিন্ন মতাবলম্বী 'সমাজতান্ত্রিক' ছিল! দক্ষিণপন্থী সমাজ বিপ্লবী ও মেনশেভিকরা যে নাম দখল করে বসেছিল ইতিহাসবেত্তা কাউট্‌স্কি তাতেই খুসী; ইতিহাসবেত্তা কাউট্‌স্কি এই সব ঘটনা শুনতে ও নারাজ যে কেরেনস্কির অধীনে মেনশেভিক ও ও দক্ষিণপন্থী সমাজ বিপ্লবীরা বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদী ও লুণ্ঠনমূলক নীতি সমর্থন করে আসছিল এবং সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ ও বুর্জোয়া এক নায়কত্বের এইসব বীরেরাই যে গণপরিষদে সংখ্যাধিক্যের প্রতিনিধিত্ব করছিল—একথা কাউট্‌স্কি নিরবে চেপে যাচ্ছেন। আর একেই বলা হয়েছে 'অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ'।

"অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণের" আর একটি নমুনা উদ্ধৃত করে শেষ করব।

> "সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র নয়মাসের জীবনকালে সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দের বিস্তারের পরিবর্তে সাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছে।" (৪১ পৃ:)

ক্যাডেটদের মুখথেকেই আমরা এই ধরণের যুক্তি শুনতে অভ্যস্ত। বস্তুতঃ এই সব যুক্তি রাশিয়াতে বুর্জোয়াদের মোসাহেবরাই ব্যবহার করে থাকে।

চার বছরের ধ্বংসকারী মহাসমর, বুর্জ্জোয়া কর্তৃক বিদ্রোহ ও নানাপ্রকারের ক্ষতি সাধন, যারজন্য চারিদিক থেকে বিদেশী ধনীরা সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেছে—তারপর ও এরা দেখ্‌তে চায় নয় মাসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা হয়েছে! কাজের দিক থেকে দেখতে গেলে একজন বিপ্লব বিরোধী বুর্জ্জোয়ার সঙ্গে কাউট্‌স্কির কোনও পার্থক্য নেই।

সমাজতন্ত্রবাদের কাছ থেকে ধার করা, সাজ পোষাক পরানো তার মিঠে মিঠে যুক্তিতর্ক সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করছে যা সব সময়েই রাশিয়ার করনিলভ, ডুটাভ এবং ক্রাসনভের দল সোজাসুজি, বিনা পোষাকে এবং বেশী মসৃণ না করেই বলছে।

১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর উপরের লাইনগুলি লেখা হয়েছিল। পরের দিন রাত্রিতে জার্ম্মাণ থেকে খবর এ'ল যে প্রথমে কিয়েল এবং অন্যান্য সহর ও বন্দরে বিজয়ী বিপ্লব সুরু হয়ে গেছে এবং শাসন ক্ষমতা সৈনিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি সভার গুলির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে আর তারপর বার্লিনেও কর্ত্তৃত্ব সোভিয়েটের

হাতে চলে গেছে। কাউট্স্কির পুস্তিকা ও সর্ব্বহারা বিপ্লব সম্পর্কে আমি যে মন্তব্য লিখবো ভেবেছিলাম —এই সব ঘটনার দ্বারা তা' অবান্তর হ'য়ে গেছে।

নিকোলাই লেনিন।

১৯১৮ সাল ১০ই নভেম্বর।

পরিশিষ্ট

গণপরিষদ সম্পর্কে মৌলিক নিবন্ধ।

(১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারীর প্রাভ্‌দা হইতে পুনর্মুদ্রিত।)

(১) গণপরিষদ আহ্বান করার যে দাবী অতীতে বৈপ্লবিক সোশ্যাল ডেমক্রাসির কার্য্য সূচীতে স্থান লাভ করেছিল তা' অত্যন্ত আইন সঙ্গত ছিল কারণ বুর্জ্জোয়া সাধারণ তন্ত্রে গণপরিষদই সব থেকে শ্রেষ্ঠ ধরণের গণতন্ত্র; কেননা কেরেনস্কির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী সাধারণতন্ত্র আইন সভা তৈরী করে নির্ব্বাচন প্রথায় গলদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করছিল যার ফলে গণতন্ত্র নানাপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হত।

(২) গণপরিষদ আহ্বান করার দাবী উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সোশ্যাল ডেমক্রাসি ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সুরু থেকেই তাদের এই মত দৃঢ় ভাবে বারবার ঘোষণা করেছে যে গণপরিষদ সমন্বিত মামুলি বুর্জ্জোয়া সাধারণ তন্ত্র অপেক্ষা সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্র উচ্চস্তরের গণতন্ত্র।

(৩) বুর্জ্জোয়া থেকে সমাজতান্ত্রিক অবস্থায় রূপান্তরের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হ'লে, সর্ব্বহারার একনায়কত্বের দৃষ্টি থেকে দেখতে হলে গণপরিষদ সমন্বিত মামুলি বুর্জ্জোয়া সাধারণতন্ত্রের তুলনায়, সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্র কেবল উচ্চস্তরের বা উন্নত পর্য্যায়ের গণ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয় বরং এই হুচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার দ্বারা অত্যন্ত কম বেদনাদায়ক উপায়ে সমাজতন্ত্রে পেঁাছানো যায়।

(৪) ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষে যে তালিকা প্রস্তুত করে বলবৎ করা হয়েছিল এবং তার উপর ভিত্তি করে আমাদের বিপ্লবে যে অবস্থার মধ্যে গণপরিষদের বৈঠক ডাকা হয়েছে তাতে গণরিষদের নির্ব্বাচনের দ্বারা সাধারণ ভাবে জনগণের এবং বিশেষ করে শ্রমরত জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়।

(৫) প্রথমতঃ জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচন প্রথা তখনই জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ করতে সক্ষম হয় যখন বিভিন্ন দল প্রদত্ত তালিকা জনগণের প্রকৃত বিভাগকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু আমাদের বেলায়, সকলেই জানে, যে দল মে থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত জনগণের এবং বিশেষ করে কৃষকদের সব থেকে বড় অংশের

প্রতিনিধিত্ব করছিল—অর্থাৎ সমাজ বিপ্লবীদল, ১৯১৭ সালের অক্টোবরের শেষে নির্ব্বাচনের জন্য একটা যুক্ত তালিকা উপস্থিত করে কিন্তু গণপরিষদে নির্ব্বাচিত হওয়ার পর যার পরিষদের বৈঠক ব'সবার আগেই ঐ দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—সুতরাং গণপরিষদের গঠন প্রণালীর সঙ্গে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের ইচ্ছা সাধারণ ভাবেও খাপ খায়নি—বা খেতে পারেও না।

(৬) দ্বিতীয়তঃ, গণপরিষদের গঠন এবং জনগণের, বিশেষ করে শ্রমরত জনগণের ইচ্ছার পার্থক্যের নীতি বা আইনগত ভিত্তি ছাড়াও গুরুতর সমাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি এই রয়েছে যে যখন গণপরিষদের নির্ব্বাচন হ'ল তখনও জনগণের বিপুল অংশ, সোভিয়েট, সর্ব্বহারা ও কৃষক বিপ্লবের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বা ব্যপকতা বুঝতে পারেনি কারণ এই বিপ্লব ৭ই নভেম্বরে অর্থাৎ গণপরিষদের তালিকা ঘোষণা করার **পরে** হয়।

(৭) আমাদের চোখের সামনেই বিকাশের পরপর ধাপগুলি অতিক্রম করে নভেম্বর বিপ্লব শাসন ক্ষমতা সোভিয়েটের হাতে ন্যস্ত করেছে, বুর্জ্জোয়াদের হাত থেকে রাজনৈতিক প্রাধান্য কেড়ে নিয়ে সর্ব্বহারা ও গরীব কৃষকদের এনে দিয়েছে।

(৮) সর্ব্বহারার এবং বিশেষ করে কৃষকদের রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় অংশের অগ্রগামী দল হিসাবে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেস বলশেভিক দলকে প্রাধান্য দিয়ে এবং কর্ত্তৃত্বের আসনে বসিয়ে ৬-৭ই নভেম্বর রাজধানীতে এই বিজয়ী বিপ্লব আরম্ভ করে।

(৯) তারপর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরের মধ্যে বিপ্লব সমগ্র সেনাদল ও কৃষকদের করায়ত্ব করে; প্রথমতঃ পুরানো উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলি যা বিপ্লবে সর্ব্বহারা পর্য্যায়ের ছিল না বরং অকেজো ও সংস্কারবাদী পর্য্যায়ের ছিল (সেনা সমিতি, প্রাদেশিক কৃষক সমিতি, নিখিল রুশ কৃষক প্রতিনিধি সভার কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতি প্রভৃতি) এগুলিকে ভেঙ্গে নতুন করে সংগঠন করে, কারণ এইগুলি নিম্নস্তরের বিরাট জনশক্তির চাপে লোপ পেয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

(১০) নেতৃত্বশালী সংগঠনগুলি পুনর্গঠিত করার জন্য শোষিত জনগণের প্রবল আন্দোলন আজও, ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকেও শেষ হয়নি এবং আজও পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে শ্রমিকদের কংগ্রেস চলছে তাও এই আন্দোলনের একটা ধাপ।

(১১) এই সব কারণে, ১৯১৭ সালের অক্টোবরের

শেষে গণপরিষদের নির্ব্বাচন তালিকায় যে সব দলগত ভাগ দেখা গিয়েছিল আজ ১৯১৭ সালের নভেম্বর—ডিসেম্বরে শ্রেণীসংগ্রামের ফলে শ্রেণীশক্তির দল বিভাগ মূলতঃ পৃথক আকার ধারণ করেছে।

(১২) উক্রেনে ও অংশতঃ ফিনল্যাণ্ড, শ্বেত রাশিয়া ও ককেশাসে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে তার থেকেও ঠিক একই ব্যাপার প্রতীয়মান হচ্ছে যে ঐ সমস্ত দেশের জাতীয়তাবাদী বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে সোভিয়েট ক্ষমতা, শ্রমিক ও কৃষক বিদ্রোহের ক্ষমতার সঙ্ঘর্ষ হওয়ার ফলে শ্রেণীশক্তি নূতন ভাবে দলবদ্ধ হচ্ছে।

(১৩) শেষে, ক্যালেডিনদের দল বিপ্লব বিরোধী বিদ্রোহের দ্বারা সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে, শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবের বিরুদ্ধে এমন গৃহ যুদ্ধ স্থরু করেছে যার ফলে শ্রেণী সংগ্রামের সমস্যা আজ প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে মিটমাটের সকল সুযোগই নষ্ট হয়ে গেছে—রুশ জনগণের সামনে, বিশেষ করে রুশ শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের সামনে ইতিহাস আজ জটিল সমস্যা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

(১৪) বুর্জ্জোয়া ও জমিদারদের বিদ্রোহের (যথা ক্যাডেট ও ক্যালেডিনাইটদের আন্দোলন) উপর

শ্রমিক ও কৃষকদের সম্পূর্ণ জয়লাভ, এই সব বিদ্রোহী দাস-প্রভুদেরকে নির্ম্মম সামরিক শক্তির দ্বারা দমন করাই শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবের একমাত্র প্রকৃত রক্ষা কবচ হতে পারে। বিপ্লবে বিভিন্ন ঘটনার প্রবাহ এবং শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ আজ এমন অবস্থায় এসেছে যে 'গণপরিষদে সর্ব্ব ক্ষমতা ন্যস্তকর' এই বুলি প্রকৃতপক্ষে ক্যাডেট, ক্যালেডিনাইট ও তাদের দলভুক্তদের বুলি হয়েই দাঁড়িয়েছে কারণ এই বুলি শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লব বা সোভিয়েট কর্তৃত্ব অথবা কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কোন তোয়াক্কা রাখে না। সমগ্র জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই বুলি প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট ক্ষমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল এবং গণপরিষদ যদি সোভিয়েট ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয় তাহ'লে তার রাজনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য্য।

(১৫) আমাদের জনগণের সব থেকে জরুরী সমস্যা হ'ল—শান্তির সমস্যা। শান্তির জন্য প্রকৃত বৈপ্লবিক সংগ্রাম রাশিয়াতে কেবল ৬ই নভেম্বরের বিজয়ী বিপ্লবের পরেই আরম্ভ হয় এবং এই বিজয়ের প্রথম ফল স্বরূপ গুপ্ত সন্ধি পত্রগুলি প্রকাশ করা হয়, যুদ্ধ বিরতি

করা হয় এবং বিনা ক্ষতিপূরণ ও বিনা দেশ দখলে যাতে সাধারণ শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে তার জন্য প্রকাশ্য আলোচনা সুরু করা হয়। কেবল এখনই জনগণের বিস্তীর্ণ অংশ শান্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছে—এই সংগ্রামের ফল বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছে। গণপরিষদের নির্ব্বাচনের সময় জনগণ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এই কারণে—এদিক থেকে বিচার করলেও যুদ্ধ বিরতির সমস্যায়ও গণপরিষদের অবস্থা ও জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য অনিবার্য্য হয়েছিল।

(১৬) পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি সংযোগের ফল এই দাঁড়াল যে সর্ব্বহারা ও কৃষক বিপ্লবের পূর্ব্বে বুর্জ্জোয়াদের অধীনে যে নির্ব্বাচন তালিকার সাহায্যে গণপরিষদ তৈরী হয়েছিল তার সঙ্গে শ্রমরত ও শোষিত জনগণের স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য্য হ'ল কারণ এই সব জনগণ ৭ই নভেম্বরে বুর্জ্জোয়াদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুরু করে দিয়েছিল। বিপ্লবের স্বার্থ স্বভাবতঃই গণপরিষদের তথাকথিত অধিকারের থেকে বড়, যদিও গণপরিষদ সংক্রান্ত আইনে জনগণ কর্ত্তৃক যে কোন মুহূর্ত্তে পরিষদের

সভ্যদের পুনর্নির্ব্বাচন করার ধারা না থাকায়ও জনগণের পূর্ব্বোক্ত অধিকারগুলি সঙ্কীর্ণ করা হয়নি।

(১৭) গৃহযুদ্ধ-শ্রেণী সংগ্রামের দিক থেকে এই প্রশ্নের বিচার না করে সাধারণ বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের বা আইনের রীতিনীতির দৃষ্টি থেকে গণপরিষদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিচার করার যে কোন চেষ্টার অর্থ হচ্ছে সর্ব্বহারা বিপ্লবকে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং বুর্জ্জোয়া দলে ভিড়ে যাওয়া। প্রত্যেকটা বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমক্রাটদের বিশেষ কর্ত্তব্য হচ্ছে সকলকে এই ভুল থেকে সতর্ক করা, কারণ নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য্য বা সর্ব্বহারার একাধিপত্যের সমস্যা না বুঝতে পেরে কয়েকটা বলশেভিক নেতা এই ভুলে পা দিয়েছেন।

(১৮) গণপরিষদের নির্ব্বাচন ও শোষিত, শ্রমরত জনগণের স্বার্থ ও ইচ্ছার মধ্যে যে বিরোধ দেখা গেছে —তার একমাত্র বেদনাহীন সমাধান হচ্ছে যথাশীঘ্র সম্ভব গণপরিষদের সভ্য পুনর্নির্ব্বাচন করার অধিকার জনগণকে দেওয়া, এই সমস্ত পুনর্নির্ব্বাচন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কার্য্যকারী সমিতির আইনের সঙ্গে গণপরিষদের একমত হওয়া, বিনা সর্ত্তে গণপরিষদ কর্ত্তৃক সোভিয়েট ক্ষমতা, সোভিয়েট বিপ্লব, জমি সংক্রান্ত নীতি ও শ্রমিকদের কর্ত্তৃত্ব

সম্পর্কে সোভিয়েট কার্য্যসূচী মেনে নেওয়া এবং ক্যালেডিনাইট ও ক্যাডেট বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য নির্ব্বিচারে সমর্থন করা।

(১৯) এই সমস্ত সর্ত্ত ব্যতিরেকে গণপরিষদের সঙ্গে সোভিয়েটের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হ'লে একমাত্র বৈপ্লবিক উপায়েই করা যায়; পূর্ব্বোক্ত বিপ্লব বিরোধীরা যে নামে এবং প্রতিষ্ঠানের আড়ালেই থাক না কেন তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়, শক্ত, প্রচণ্ড ও দ্রুত বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বনেই সম্ভব। সোভিয়েট কর্ত্তৃত্বের এই সংগ্রামে যে কোন প্রকারে বাধাদেবার অর্থ হ'চ্ছে বিপ্লব বিরোধী আন্দোলনকে সাহায্য করা।

সমাপ্ত